নাজী কূটনীতির গোপন অধ্যায়
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মান ফ্যাসিবাদ
হেরম্যান রোজাল্ড

১

# নাজী কূটনীতির গোপন অধ্যায়

## দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রান্তকালে জার্মান ফ্যাসিবাদ

হেরম্যান রোজানভ

অনুবাদক : ফরহাদ মাহমুদ



জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
ঢাকা

# সূচীপত্র

# ফ্যাসিস্টদের গোপন অস্ত্র

নগরীর ব্যস্ততম কেন্দ্র থেকে দূরে, মিউনিখের এক শান্ত সড়কে একটি ধূসর রঙের ত্রিতল অট্টালিকায় রয়েছে তৃতীয় রাইখ তথা নাজী জার্মানীর ইতিহাস প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রের সর্ববৃহৎ সংগ্রহ। পশ্চিম জার্মানীর এই আধুনিক ইতিহাস প্রতিষ্ঠানে নাজীদের কৃত বিভিন্ন আক্রমণ পরিকল্পনা, আক্রমণ পরিচালনা ও মগজ ধোলাই অভিযান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নথিভুক্ত করে থরে থরে সাজানো রয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনাসহ নাজী নেতাদের কাজকর্মের খতিয়ান। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও এই বিপুল সংরক্ষণাগারে একটি বৈঠকের কোন দলিল-পত্র নেই। সেটি হল ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই হিটলারের ওবারসাল-জবার্গের বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠক, যদিও নাজীদের বারো বছরের রক্তাক্ত ইতিহাসের চরম মুহূর্তে অনুসৃত কূটনৈতিক মারপ্যাচ বোঝার জন্য এই বৈঠকের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

বৈঠক এতবেশী গোপনীয়তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে এতে এমনকি উপস্থিত থাকতে দেয়া হয়নি হিটলারের স্টেনোগ্রাফারকেও, যার ওপর দায়িত্ব ছিল "ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নেতার বক্তব্য এমনকি সাধারণ কথোপকথনও লিপিবদ্ধ করার"। যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম একটি বৈঠকে জার্মান আর্মি জেনারেল হেডকোয়ার্টারের ফিল্ড মার্শাল কীটেল, কর্নেল-জেনারেল জোডল ও সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ কর্নেল জেনারেল জেইৎশ্লারকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বোরম্যান ও হিমলার যদিও উপস্থিত ছিলেন কিন্তু গোয়েরিং, রিবেনট্রপ-সহ বহু নাজী নেতাই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। পরে এরা নুরেমবার্গে যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচারের সময় নাজী নৃশংসতা সম্পর্কে বহু ঘটনাই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই নুরেমবার্গের দলিল-পত্রেও ৬ই জুলাই বৈঠকের কোন উল্লেখ নেই।

কি ছিল এই গোপন বৈঠকের উদ্দেশ্য? এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ নাজী নেতাদের অবস্থাটা একটু জানা দরকার। স্টালিনগ্রাদ ও কুর্স্কে জার্মান বাহিনীর পরাজয়

সামগ্রিকভাবে নাজী বাহিনীর অবশ্যম্ভাবী পরাজয়কেই সুস্পষ্ট করে তোলে। তদুপরি ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে জার্মান-সোভিয়েত রণাঙ্গনে সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রগতি এটা পরিষ্কার করে দেয় যে, এ পরাজয় আর মাত্র কয়েকটি মাসের ব্যাপার। ২৩শে জুন সোভিয়েত বাহিনী জার্মান অবস্থানে আক্রমণ চালালে জার্মান বাহিনী মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। রণাঙ্গনের মাঝামাঝি দিয়ে ৪০০ কিলোমিটারের এমন একটি ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় যে পথে সরাসরি বার্লিন যাওয়া চলে এবং নাজী বাহিনী বুঝতে পেরেছিল শীঘ্র তারা এই ফাটল পূরণ করতে পারবে না। যে দেশটি যুদ্ধ শুরু করছিল যুদ্ধ তখন সেই ফ্যাসিবাদী জার্মানীর দিকেই দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বহু দেশ মুক্ত হতে থাকে। অনেক গড়িমসির পর ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন মিত্র বাহিনী ফ্রান্সে অবতরণ করে। এই প্রথম যুদ্ধের উত্তাপ জার্মানীর গায়ে এসে লাগে। তাদেরকে পূর্ব পশ্চিম উভয় সীমান্তেই যুদ্ধ চালাতে হচ্ছিল। তাছাড়া দেশটি ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, ভেঙ্গে যাচ্ছিল নাজীদের আগ্রাসী জোট। ইতালী তো ১৯৪৩ সালেই জোট থেকে বাদ পড়েছে, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী ফ্যাসিস্টদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট-বৃটেনের সঙ্গে আলোচনা চালাতে থাকে।

সোভিয়েত বাহিনীর বিপুল সাফল্য স্বাধীনতাকামী সকল দেশ ও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ ৫০টি দেশ ফ্যাসিস্ট জার্মানীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট-বৃটেনের নেতৃবৃন্দ একটি তিন শক্তির ঘোষণা প্রচার করেন, তাতে বলা হয়, "আমরা অভিন্নভাবে বিশ্বাসী যে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। জার্মান বাহিনীকে ভূমিতে, ইউ-বোটগুলোকে সমুদ্রে এবং বিমানগুলোকে আকাশে ধ্বংস করার হাত থেকে দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাদেরকে নিবৃত্ত করতে পারবেনা। আমাদের আক্রমণ হবে নিরবচ্ছিন্ন এবং ক্রমবর্ধমান।"

এ অবস্থায় জার্মানী এক গভীর রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়। কিভাবে আসন্ন বিপর্যয় এড়ানো যায় তা নিয়ে শাসকমহলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মতভেদ ও রেষারেষি বাড়তেই থাকে।

সমরশিল্পের পরিচালকবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যাংকার এবং প্রতিক্রিয়াশীল

জেনারেলগণ, মোট কথা যারা একদিন হিটলার ও নাজী পার্টিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল তারাই এখন তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করে। এখন কি করা? সোভিয়েত বাহিনীর হাতে সম্পূর্ণ পরাজয় না ঘটা পর্যন্ত হিটলারকেই ফুয়েরার হিসেবে রেখে দেয়া নাকি তার পতন ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধীদেরকে ক্ষমতায় আসতে সহ-যোগিতা করা। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ যাতে পরিহার করা যায় এবং দখলকৃত এলাকা থেকে লুটতরাজ করা সম্পদ হাতছাড়া না করতে হয় ও নাজীদের রক্তপাতের দায়দায়িত্ব এড়ানো যায় সেজন্য প্রভাবশালী একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামরিক চক্র যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট-বৃটেনের সাথে একটা আপোষরফায় আসার কথাও ভাবতে লাগল। যাহোক, তারা এটুকু অন্ততঃ বুঝে নিল যে, বিশ্বের কাছে খুনী হিসেবে ধিকৃত একজনকে ক্ষমতায় রেখে দিলে বৃটিশ কিংবা মার্কিন কোন জনগণই তাদের সরকারকে জার্মানীর সাথে আলোচনা চালাতে দেবেনা। তদুপরি যেহেতু তাদের পেছনে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত এক মিত্র সেহেতু এটা আরো অসম্ভব।

তাই বিশ্বকে ধোকা দেয়া এবং 'গনতন্ত্রায়ণের' ধূম্রজাল সৃষ্টির জন্য পুঁজিপতি ও সামরিক চক্র উভয়েই হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার কথা ভাবতে লাগল। কারণ, তাহলে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের পক্ষে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে একটা আপোষ রফায় আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ফলে যারা একদিন হিটলারকে ক্ষমতায় এনেছিল তারাই এখন তাদের ব্যর্থ ফুয়েরারকে তাড়ানোর জন্য হল ব্যগ্র। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিল কোলনের ব্যাংকার কুর্ট ভন স্কুডার (যার বাসায় ১৯৩৩ সালের ৫ই জানুয়ারী সিদ্ধান্ত হয়েছিল নাজীরাই দেশ শাসন করবে) এবং কোলনের আরেকজন ব্যাংকার ও ভবিষ্যৎ পশ্চিম জার্মানীর 'গড ফাদার' রবার্ট ফ্লার্ডমেনজেস। ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে এই ফার্ডমেনজেসের গৃহেই কনরাড এডেনারের নেতৃত্বে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর প্রথম সরকার গঠিত হয়েছিল। এস এস নিরাপত্তা বিভাগের প্রভাবশালী প্রধান আর্নস্ট কাল্টেনব্রুনার যখন জানলেন যে হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ফার্ডমেনজেসকে সন্দেহ করা হচ্ছে তখন তিনি তাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হলেন। ফার্ডমেনজেস ও তার সহযোগীরা চেয়েছিল

ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের বদলে ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটদের সামরিক-পেশাজীবী একনায়কত্ব।

মনে করা হয়েছিল প্রুশীয় মিলিটারির নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি জেনারেল লুডভিগ বেক হবেন এই নতুন সরকারের প্রধান। হিটলারের স্থলে চ্যান্সেলর হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল রবার্ট বোশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কার্ল গোয়েরডেলারকে। বোশ ছিলেন এক বিরাট ইলেকট্রনিক ফার্মের মালিক এবং তার ভাই আই জি ফার্বেনিণ্ডাস্ট্রির পরিচালকমণ্ডলীর প্রেসিডেন্ট। গোয়েরডেলার ক্রুপ পরিবারের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তাদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের বোর্ড মেম্বার ছিলেন। ভবিষ্যৎ সরকারের অর্থমন্ত্রী ঠিক করা হয়েছিল আরেক বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ডাইরেক্টর, এবাল্ড লোজারকে এবং ফ্রেডারিখ ফ্লিখের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাডাম ট্রট জু সলজকে অন্য একটি মন্ত্রণালয়ের জন্য বাছাই করা হয়। "হিটলার পরবর্তী সরকারের" পররাষ্ট্র নীতি গুটে-হফনুনসিত্তে মেটালার্জি ফাউণ্ড্রির মালিক উলরিখ হাসেলের নির্দেশ অনু-যায়ীই প্রণীত হয়েছিল এবং তাকেই পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী ঠিক করা হয়।

ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব একদিকে হিটলারকে সরানো অন্যদিকে পাশ্চাত্যের সাথে সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পাদন দুটো কাজেই উঠে পড়ে লাগে। রাজনৈতিক ও সামরিক জটিলতার জন্য স্বাভাবিকভাবেই এসব নেতৃ-বৃন্দের চিন্তার বিভিন্নতা ছিল, কিন্তু একটি জায়গায় সবার মিল ছিল, তাহল সবার চিন্তাতে প্রাধান্য পেয়েছিল আগ্রাসী মনোভাব গোয়েরডেলার ষড়যন্ত্রকারীদের মাঝে প্রবেশাধিকারই পেয়েছিলেন এজন্য যে তিনি এমন এক জার্মানীর চিন্তা করতেন যে জার্মানী "প্রথমে অর্থনৈতিকভাবে ও পরে রাজনৈতিকভাবে ইউরোপের কর্তৃত্ব করবে"।

"২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রকারী" বলে পরিচিত এসব পুঁজিপতি ও তাদের তল্পিবাহকদের তৈরী পররাষ্ট্র নীতি এবং যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা সম্পর্কে বেশ কিছু দলিল পাওয়া গেছে। সুইডিশ ব্যাংকার জ্যাকব ওয়েলেনবার্গার এসব দলিলপত্র ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব দি স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিস (ও এস এস)-এর ইউ-রোপীয় ব্যুরোর প্রধান অ্যালেন ডালেস, ১৯৪২ সাল থেকে যিনি সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান করছিলেন, তিনি এসব দলিলপত্র মার্কিন সরকারের কাছে নিয়ে যান।

ডালেস ও তার মাকিন প্রতিক্রিয়াশীল সমর্থকরা বিশ্বাস করতেন যে বার্লিনের এই উচ্চ মহলের ষড়যন্ত্র সফল হলে যেসব ইউরোপীয় দেশ আসন্ন সোভিয়েত বিজয়ের সুবিধাগুলো পেতে পারে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপ মুক্তকরণ প্রচেষ্টাও ব্যাহত হবে।

মাকিন শিল্পপতিরা দূত হিসেবে গোপনে জর্জ কাস্টারকে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী কনরাড এডেনারের কাছে পাঠান। তারা বলে পাঠান যে যুদ্ধ পরবর্তী জার্মানীতে চ্যান্সেলর হিসেবে তারা এডেনারের "সম্ভা-বনাই বিবেচনা" করছেন।

ওয়াশিংটন ও লণ্ডনে প্রেরিত ষড়যন্ত্রকারীদের দলিলের অধিকাংশই "চ্যান্সেলর" গোয়েরডেলার ও "পররাষ্ট্র বিষয়কমন্ত্রী" ভন হাসেলের লেখা। ১৯৪৩ সালে লিখিত ভন হাসেলের স্মারকপত্রে পাশ্চাত্যের প্রতি শর্তহীন আত্মসমর্পণ দাবী না করার আবেদন জানানো হয় কারণ "হিটলার পরবর্তী" সময়ে তারা পশ্চিমা মিত্রদের সাথে সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পাদন করবে। এ জন্য তারা পাশ্চাত্যকে প্রদত্ত সুবিধা হিসেবে দখলকৃত ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে জার্মান বাহিনী প্রত্যা-হার করে নেবে ও উপনিবেশ সংরক্ষণে "অস্বীকৃতি" জানাবে। "ক্ষতিপূরণ স্বরূপ" তারা পাশ্চাত্যের কাছে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়ার পশ্চিমাঞ্চল, পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানীয়া বন্দরের ওপর জার্মানীর অধিকার ও জবরদখল তথা পূর্ব ফ্রন্টে অবাধ কর্তৃত্ব দাবী করে।

১৯৪৪ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছা পূরণের কৌশল হিসেবে গোয়েরডেলার দুটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান। প্রথমটিতে দাবী করা হয়, ফরাসী প্রদেশ আলসেস ও লোরেনে জার্মান মনোপলির উপস্থিতি বজায় থাকবে এবং জার্মানীর উপনিবেশসমূহ অথবা সম মূল্যের অন্য উপনিবেশ "ফেরৎ" দিতে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আরো বেশী আগ্রাসী, এতে জার্মানী ইতালীর দক্ষিণ অঞ্চলের ওপর তার অধিকার দাবী করে।

বিশ্বকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছামত রূপ দিতে নাজী বাহিনী ব্যর্থ হবার পর, "ষড়যন্ত্রকারীরা" অর্থনৈতিকভাবে ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের "শান্তিপূর্ণ" বিজয়ের পরিকল্পনা করে। কাজেই তারা যুদ্ধের

পর সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার ইচ্ছায় পশ্চিমা শক্তির মধ্যে বিরোধ উস্কিয়ে দিতে চাইল।

"ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামো" গঠনের মাধ্যমে "২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রকারীরা" চেয়েছিল যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপে জার্মান শিল্পপতিদের ভূমিকা ও প্রভাব শক্তিশালী করতে এবং "ইউরোপিয়ান ব্লকের" নেতৃত্বে জার্মানীকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

তাদের পরিকল্পিত ইউরোপের একটিই অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয় থাকবে, উপনিবেশ পরিচালনার জন্য থাকবে একটিই কর্তৃপক্ষ, থাকবে একটি সামরিক বাহিনী ও পুলিশ এবং পররাষ্ট্র বিষয়েও থাকবে একটিই সংযুক্ত মন্ত্রণালয়।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে কার্ল জেইস শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক পল হেইনরিখ জার্মান-মাকিন শিল্প ইউনিয়নের প্রধান এইচ-ই-মুনখের কাছে লিখেছিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে শক্তিশালী জার্মানী ছাড়া শক্তিশালী ইউরোপও সম্ভব নয়।"

জার্মান একচেটিয়া-গোষ্ঠী যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপে তাদের "শান্তিপূর্ণ" নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকার বৃহৎ পুঁজির আশীর্বাদকে বিবেচনার বাইরে রাখেনি। আর তারা তাদের এসব পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করাল পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব ও "কমিউনিস্ট হুমকির" ভয়।

কৌশল হিসেবে নেতৃস্থানীয় জার্মান পুঁজিপতি ও ষড়যন্ত্রকারীরা একত্রে সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট বিরোধী পাশ্চাত্য দেশগুলোর সরকার, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদ ও পুঁজিপতিমহলের কাছে হিটলার বিরোধী জোট ভেঙ্গে সোভিয়েত বিরোধী জোট গঠনের আহ্বান জানায়। এরা পাশ্চা-ত্যের কাছে হিটলারের "মুখোশ"টাকে পালটে তুলে ধরার চেষ্টা করে।

"ষড়যন্ত্রের" এসব দলিলপত্র থেকে দেখা যায় জার্মান শিল্পপতিরা যত শীঘ্র সম্ভব (৩৬ ঘন্টারও কম সময়ে) অভ্যুত্থান সংঘটিত করার এবং 'নতুন' সরকার স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিল। তারা ভেবেছিল শুধু তখনই জার্মানীর পক্ষে পূর্ব অঞ্চলে আগ্রাসন প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে কেননা বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে ইতিমধ্যে আপোষ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা হল, পশ্চিম সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে যে কোন মূল্যে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ

প্রতিহত করা। তদুপরি বিকারগ্রস্তের মত ষড়যন্ত্রকারীরা এটাও কল্পনা করেছিল যে ইংরেজ বাহিনীকে সাথে নিয়ে তারা সোভিয়েত বাহিনীকে যতটা সম্ভব পূর্বে ঠেলে দিবে। তাদের এ পরিকল্পনা জার্মান এবং পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদেরকেই সন্তুষ্ট করেছিল। গোয়েরডেলার লিখেছিলেন, "রুশদেরকে চুডস্কয়ে লেক ডনিস্টার বরাবর পশ্চাতে ঠেলে দেয়ার জন্য আমরা অবশ্যই পশ্চিম থেকে পূর্ব রণাঙ্গনে সৈন্য সরিয়ে আনব এবং গ্রেটবৃটেন ও আমাদেরকে মারাত্মক হুমকির হাত থেকে রক্ষা করব------ এ পথে গ্রেটবৃটেনের সাথে রাজনৈতিকভাবে আমাদের সম্পর্কোন্নয়ন সম্ভব হবে।"

জার্মান-সোভিয়েত রণাঙ্গনে নাজী বাহিনীর এমন চরম বিপর্যয়ের পরও একচেটিয়াবাদী কিংবা ষড়যন্ত্রকারী কারোরই চৈতন্যোদয় হয়নি। নিজেদের রক্ষা করার জন্য "ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামো" এই আদুরে নামে নতুন রাইখ চেয়েছিল তার সীমানাকে পূর্বে বেশী না হলেও অন্তত স্মলেন্সক্ অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে।

নাজীদের মতোই ২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রকারীরাও সোভিয়েত ইউনিয়নকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিল, কিন্তু একই সময়ে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আলোচনা হতে পারে এই সম্ভাবনার কথা বলে পাশ্চাত্যকে ব্ল্যাক মেইলিং করতেও ছাড়েনি। ভন হাসেল তার ডায়েরীতে উল্লেখ করেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আলোচনার প্রস্তাব করার সম্ভাবনা নিয়েও ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে কথা হয়েছিল। হাসেল অবশ্য স্বীকার করেছেন, প্রস্তাব দিলেও জার্মানরা তা করত শুধুই "রুশদের সাথে চুক্তির" সম্ভাবনা নিয়ে পাশ্চাত্যের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য। কানাডীয় পণ্ডিত পিটার হফম্যান ষড়যন্ত্রকারীদের দলিলপত্র নিয়ে বহু গবেষণা শেষে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে "এখানে এমন একটিও বিবৃতি নেই যা থেকে মনে করা যায় যে ষড়যন্ত্রের নেতারা পূর্ব কিংবা পশ্চিম কোন একটি রণাঙ্গনে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করতে প্রস্তুত ছিল।"

এদিকে সোভিয়েত বাহিনীর সাফল্যজনক অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে ষড়যন্ত্রকারীরা পাশ্চাত্যের জন্য পশ্চিম সীমান্ত ছেড়ে দিতে আরো বেশী আগ্রহী হয়ে উঠে। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে তারা ডালেসের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে একটা স্মারকপত্র পাঠায়।

এতে তারা বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা ব্যক্ত করে। শর্ত হল, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধ চালাতে সক্ষম হলে পাশ্চাত্য সকল রণাঙ্গনে শর্তহীন আত্মসমর্পণ দাবী করতে পারবে না।

জার্মান-সোভিয়েত রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর বিপর্যয়ের জন্যই যে শুধু ষড়যন্ত্রকারীরা আত্মসমর্পণে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল তাই নয়, বরং বৃটিশ-মার্কিন বাহিনী যখন পশ্চিম ইউরোপে এসে নামল তখন তারা দেখল এই একটা সুযোগ। প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে সোভিয়েত বাহিনীকে প্রতিরোধ করা এবং নিজেদের অনিবার্য পতনকে ঠেকাবার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাশ্চাত্যের সাথে একটা চুক্তি করে ফেলা দরকার। আর এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নরম্যাণ্ডিতে অবতরণকারী মিত্রদের সহায়তায় সে পথে এগোনোর সুযোগও মিলে যায়।

অধুনা প্রকাশিত ফিল্ড মার্শাল আরউইন রোমেলের কাগজপত্র থেকে এ ব্যাপারে কিছুটা ধারণা লাভ করা যাবে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পর রোমেলকে হিটলার সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় গ্রুপের অধিনায়ক করেছিলেন। ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ডে অবস্থিত সৈন্যরা ছিল এই গ্রুপের অধীন। রোমেলের কাগজপত্রে দেখা যায় ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ ফিল্ড মার্শাল গুন্থার ক্লুগকে এবং তাদের অনেক উর্ধ্বতন অফিসারকে ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগদানের প্রস্তাব করেছিল। কারণ, এসব অফিসারদের রাজী করানো না গেলে চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম রণাঙ্গনে বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হবেনা। কিন্তু "শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ" চালানোর জন্য পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়োজিত বাহিনীর এমনকি শীর্ষ স্থানীয় অফিসারদেরকেও ষড়যন্ত্রকারীরা পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানায় নি।

১৯৪৪ সালের ১৫ই জুলাই জার্মান-সোভিয়েত রণাঙ্গনের উল্লেখ করে রোমেল ক্লুগকে লিখেছিলেন, "অসমযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে। আমার মত হচ্ছে বর্তমান অবস্থায় একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা উচিত। একটি আর্মি গ্রুপের অধিনায়ক হিসেবে আমি মনে করি একথা স্পষ্টভাবে জানানো আমার কর্তব্য।" একই দিনে রোমেল তার উপদেষ্টা এডমিরাল রুজকে জানিয়েছিলেন যে "ধ্বংসযজ্ঞ চার সপ্তাহের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি

রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা উচিত। আমরা অবশ্যই মিত্রদের মতপার্থক্যের সুযোগ নেব। সবচেয়ে ভাল হয় ফুয়েরার নিজেই যদি এ ধরনের উদ্যোগ নেন।" এমনকি ২১তম মিত্র বাহিনীর প্রধান বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারীর সাথে অবিলম্বে একটি বৈঠকে বসার জন্য অনুমতি নিতে তিনি হিটলারের সদর দফতরে যাবার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন। রোমেল তার বিশ্বস্ত অফিসারদের বলেছিলেন. "আমরা যাতে একত্রে ( পাশ্চাত্য মিত্রদের সাথে ) রুশ বাহিনীকে মোকাবেলা করতে পারি তেমনি একটা পথ বের করার জন্য আমি তাকে (ফুয়েরারকে) বোঝাতে চাই।"

হিটলার কি করবে সে জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা বসে থাকে নি। তারা একটি কূট পরিকল্পনা তৈরী করে এবং ডালেস তা লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে নিয়ে যায়। পরিকল্পনাটি হল, ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায় বৃটিশ ও মাকিন বাহিনীর জার্মানী দখল এবং সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে জার্মানদেরকে সহযোগিতা করা, সোভিয়েত বাহিনীর বার্লিন দখল প্রতিরোধ করার জন্য তিন ডিভিশন বৃটিশ-মাকিন ছত্রীসেনা বার্লিনে অবতরণ করানো এবং হামবুর্গ ও ব্রেমেন অঞ্চলে জলে স্থলে আক্রমণ পরিচালনা করা। জার্মান জেনারেলরা নিজেরাই হিটলারকে বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব নেবে। গিসেবাস পরে লিখেছেন, তারা আশা করেছিলেন বৃটিশ-মার্কিন বাহিনী প্রথমে কোয়েনিসবার্গ-প্রাগ-ভিয়েনা-বুদাপেস্ট বরাবর অগ্রসর হবে। এর ফলে বৃটেন ও আমেরিকার কিছু মহলের কাছে এই পরিকল্পনা মেনে নেয়া সম্ভব ছিল। কারণ, মিত্র বাহিনীর মধ্য কার প্রতিশ্রুতির চেয়ে জার্মানীর মতো মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশে এমনি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির শাসকদের টিকিয়ে রাখাটাই ছিল তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত।

প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ডেভিড আরভিং লিখেছেন যে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের কাছে দু'জন জার্মান ফিল্ড মার্শাল রোমেল ও ক্লুগ ফ্রান্স বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড থেকে তাদের বাহিনী অপসারণের "বিনি-ময়ে" পূর্বে অবাধ অধিকার পেতে চেয়েছিলেন। পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে ষড়যন্ত্রকারীরা এটিই মারাত্মক ভুল করেছিল কারন সাম্রাজ্যবাদী জার্মানী কখনোই অবাধ অধিকার পেতে পারে না। কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের অতি উৎসাহী প্রতিক্রিয়াশীলরাই তখনো আশা করছিল "মিউনিখ ডিলের" মত

সোভিয়েত বিরোধী চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব যদিও বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য মিত্রদেশের জনগণের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।

আরভিং লিখেছিলেন ঃ "ষড়যন্ত্রকারীরা কোন্ অলীক কল্পনায় বিভোর ছিলেন তা বোঝা যায় স্পাইডেলের মতো ডাকসাইটে জেনারেলের ভাবনায়। তিনি সত্যি সত্যি ভাবছিলেন বৃটিশ-আমেরিকানরা তাদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী তো বটেই এমনকি যুদ্ধের লক্ষ্য বিসর্জন দিয়ে পূর্ব রণাঙ্গন ছেড়ে দেবে হিটলারের বিজয়ের জন্য।"

পররাষ্ট্র নীতির নামে ষড়যন্ত্রকারীরা এমন একটি পরিকল্পনা এঁটেছিল যাতে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয় নির্ধারণ থেকে নাজী-বিরোধী জোটের মূল শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাদ দেয়া যায়। চক্রান্ত-মূলক সোভিয়েত বিরোধী ফ্রন্ট গঠনেরও পরিকল্পনা করেছিল তারা। ষড়যন্ত্রকারীদের পররাষ্ট্র নীতি ছিল প্রকৃতপক্ষে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সেই একই পুরোনো সোভিয়েত বিরোধী নীতি। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল সারা ইউরোপকে জার্মান সাম্রাজ্যে পরিণত করতে কিন্তু সোভি-য়েত ইউনিয়নের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে সে দুরাশায় কিছুটা ভাটা পড়ে। তবু জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বে শক্তির প্রকৃত ভারসাম্য বুঝতে চায়নি। তারা কল্পনা করছিল হিটলারের বিরুদ্ধে যেসব দেশ যুদ্ধ করছে, লাখ লাখ মানুষ রক্ত দিয়েছে, সে সব দেশের মানুষ শুধুমাত্র শান্তির খাতিরে ইউরোপে জার্মানদের কর্তৃত্ব মেনে নেবে এবং তাদেরকে দখলকৃত এলাকায় অবস্থান করতে দেবে। ফ্যাসিবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের ইচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে তাই ষড়যন্ত্রকারীরা অলীক স্বপ্নে মগ্ন ছিল।

এদিকে ফুয়েরার এবং তার সঙ্গীরাও তৃতীয় রাইখের অনিবার্য পতন রোধ করার জন্য হন্যে হয়ে পথ খুঁজছিল। বুর্জোয়া রচনায় ব্যাপক-ভাবে উল্লেখ রয়েছে শেষ কয়টি মাসে নাজী নেতৃত্ব চরম নীতিই অনুসরণ করেছিল--হয় বিজয় না হয় ধ্বংস। আর তা প্রমাণের জন্য তারা সভা-সমাবেশে নাজী নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন, যে সব বক্তৃতা ছিল শুধুমাত্র প্রচারণা এবং জার্মান জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কৌশল। পশ্চিম জার্মানীর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হারম্যান ইয়ুং এ ব্যাপারে ঠিকই বলেছেন, "হিটলার কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের একটি রাজনৈতিক মীমাংসার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন নি।" একথা অন্যান্য ফ্যাসিস্ট নেতাদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে কুর্স্কে জার্মান বাহিনী পরাজিত হবার পরপরই গোয়েবলসের সাথে হিটলারের যে আলোচনা হয় তাতে গোয়েবলস্ হিটলারকে সতর্ক করে দেন, "উভয় দিক দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া জার্মানীর পক্ষে খুব কঠিন হবে।" গোয়েবলস্ ছিলেন হিটলারের আজ্ঞাবহ ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী।

১৯৪৪ সালের এপ্রিলে হিটলারের আদেশে গোয়েবলস্ একটি মেমোরেণ্ডাম তৈরী করেন। গোয়েবলস্ লেখেন যে জার্মানীর শক্তি চূড়ান্তভাবে নিঃশেষিত, "পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বার্থে বৃটিশ ও আমেরিকানদের সাথে শান্তি স্থাপন করা উচিত।" পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে তিনি রিবেনট্রপকে অপসারণেরও প্রস্তাব করেন কারণ পাশ্চাত্য তাকে বৃটিশ-বিরোধী বলেই জানত। গোয়েবলস্ এটাও বলেছিলেন যে তিনি এই কষ্টকর দায়িত্বটি পালন করতে রাজী আছেন।

বহুসংখ্যক নাজী দলিলপত্রে পাশ্চাত্যের সাথে রাজনৈতিক নিষ্পত্তির সম্ভাব্য শর্ত ও সীমার উল্লেখ রয়েছে। আর তাদের সব পরিকল্পনার ভিত্তি হচ্ছে এই আশাবাদ যে মিত্রদের পক্ষে বেশীদিন আর ঐক্যবদ্ধ থাকা সম্ভব হবেনা। হিটলার ও তার উপদেষ্টারা সেই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন—কবে তারা মিত্রদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শোচনীয় পরাজয় ও জঘন্য অপরাধের দায়-দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবেন। ফুয়েরার তার অধস্তন অফিসারদের বলেছিলেনঃ "মিত্রদের মধ্যকার অসন্তোষ শীঘ্র এত তীব্র হয়ে উঠবে যে, কেউই তাদের ভাঙ্গন রোধ করতে পারবে না। আমাদের প্রয়োজন শুধু তা না ঘটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।" নাজীরা সবচেয়ে বেশী ভরসা করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলদের উপর, যারা এ ব্যাপারে এমনকি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অনুসৃত নীতিকেও আক্রমণ করে এবং ভরসা রেখেছিল গ্রেটবৃটেনের "মিউনিখ ডিল" সমর্থকদের ওপর। হিটলার ও তার সহযোগীরা এসব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের পররাষ্ট্রনীতির ওপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে।

নাজীরা যাই বলে থাকুক ঘটনার পরিণতির জন্য তারা নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে থাকেনি, বসে থাকা সম্ভবও ছিলনা। আর সেজন্য তারা মিত্রদের মাঝে কোন্দল সৃষ্টির জন্য নানাভাবে পাশ্চাত্যের প্রতি "সোভিয়েত হুমকি"র ভীতিটাকে বড় করে দেখাতে চাইল। স্টালিনগ্রাদ ও

কুর্স্কে নাজী বাহিনীর পরাজয়ের পর গোয়েবলসের প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় এই "লাল আক্রমণ" মোকাবিলায় পাশ্চাত্যের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হুশিয়ারী। এই সময়ে হিটলার কুখ্যাত সেই 'লৌহ যবনিকা'র মিথ্যা জুজু তুলে ধরেন, সোভিয়েত বিজয়ের ফলে ইউরোপকে বাদবাকী বিশ্ব থেকে যা নাকি বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। পরে স্নায়ুযুদ্ধের কালে এসে এই মিথ্যাটি পুনরায় জিইয়ে তোলেন চার্চিল ও অন্যান্য সোভিয়েত বিরোধীরা।

এটি অবশ্য পরিষ্কার যে, নাজীদের মতো "২০শে জুলাই ষড়যন্ত্র-কারীরাও" কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাবকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিল। নাজীদের মতো এরাও একই উদ্দেশ্য থেকে যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বটাকে একটু ভিন্ন কায়দায় রূপ দিতে চেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এরা উভয়েই জার্মা-নীর আসল নেতৃত্ব শিল্প-সামরিক একচেটিয়াবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকেই একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিল। এতে বলা হয়েছিল যুদ্ধের পর একটি "ইউরোপীয় কনফেডারেশন" গঠন করা হবে এবং এর সদস্যরা "বলশেভিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একত্র থাকবে" এবং "ইউরোপের ও তার আফ্রিকান অঞ্চলসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা করবে"।

নাজী ও তাদের বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী উভয়ের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এক হলেও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা ছিল। ষড়যন্ত্রকারী ও শিল্প-পতিরা জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী ভিত্তি রক্ষা এবং লুণ্ঠিত সম্পদ ধরে রাখার জন্য হিটলারকে ও তার ফ্যাসিবাদী বাগাড়ম্বরকে বিসর্জন দিতে রাজী ছিল। অপরদিকে, হিটলার ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা ফ্যাসিবাদী প্রশাসনকেই টিকিয়ে রাখতে ছিল বদ্ধপরিকর। ষড়যন্ত্রকারীরা যখন পশ্চিমা মিত্রদেরকে জার্মানী দখল করতে দিতে রাজী হয় তখনও নাজীরা থাকে এর চরম বিপক্ষে। কারণ, এতে নাজীদের রাজনৈতিক জীবন তো যাবেই এমনকি ব্যক্তিগত প্রাণটাও শেষ হয়ে যেতে পারে। আর তাই রণাঙ্গন স্থিতিশীল করে তোলা নাজীদের জন্য হয়ে পড়ে একান্ত জরুরী। নাজীরা ভেবেছিল, একটা স্থিতাবস্থা সৃষ্টি হলেই পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনা চালানোর মত সুযোগ তৈরী হবে। সে জন্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদেরকে অধিক শক্তিশালী প্রমাণিত করা না গেলেও কেউ যাতে কম শক্তিশালী ভাবতে না পারে সে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে হিটলার তার নিকট সঙ্গীদের বলেছিলেন : "কেবল-মাত্র সামরিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে থেকেই আমরা এগিয়ে যেতে পারি।" কিন্তু জার্মান সোভিয়েত ফ্রন্টে বিজয়ের কথা যখন স্বপ্নেও ভাবা যায় না তখন তারা শক্তি প্রদর্শন করতে চাইল ফ্রান্সে অবস্থিত বৃটিশ মার্কিন বাহিনীর ওপর। আর সেজন্য নাজীরা সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গনে যুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হওয়ার অপেক্ষায় রইল। ঠিক এই গুরুত্বপূর্ন সময়টিতে এসেই নাজীরা তাদের "গোপন অস্ত্র" সোভিয়েত বিরোধী ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলার কূটনৈতিক দূরভিসন্ধি শুরু করেছিল। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে নাজীদের একটা প্রধান রণকৌশল ছিল "সোভিয়েত হুমকি" ও "ইউরোপে কমিউনিজমের আতঙ্ক" এসব কথা বলে পাশ্চাত্যকে ব্ল্যাকমেইল করা। এবং এই ব্ল্যাকমেইলের সূত্র ধরে নাজীরা চেয়েছিল নাজী জার্মানীর "শক্তি" দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনকে হতবাক করে দিতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে একত্রে তারা যে শর্তহীন আত্মসমর্পণের দাবী করছে সে দাবী পরিত্যাগ করাতে। আর তাহলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে নাজী একনায়কতন্ত্রের আকারেই রক্ষা করা যাবে।

জার্মানীর শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নেতারা ভাল করেই জানত এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে যথেষ্ট সময় নেবে অথচ তাদের হাতে কোন সময় নেই। কারণ, ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসেই পূর্বের জার্মান ফ্রন্ট ভেঙ্গে পড়েছিল। বৃটিশ ও আমেরিকার জন্য "কূটনৈতিক চাল" হিসেবে ব্যবহারের জন্য যে রিজার্ভ ফোর্স রাখা হয়েছিল তাদেরকেও পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কাজেই এ সব নেতাদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় যে কারা সবচেয়ে কম ক্ষতির বিনিময়ে পাশ্চাত্যের সাথে একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারবে—নাজীরা নাকি ষড়যন্ত্রকারীরা? এ ব্যাপারে এ সব নেতৃবৃন্দের রায় যায় ষড়যন্ত্র-কারীদেরই পক্ষে।

যারা হিটলারকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল, এত বছরের শাসনামলে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে তারা আজ আর পেছনে নেই, এটা বুঝতে পেরে হিটলার তাদের সাথে আলোচনার এক ব্যাপক উদ্যোগ নেন। ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই হিটলার তার ওবারসালজবার্গের বাসভবনে প্রভাব-শালী ব্যাংকার ও শিল্পপতিদের এক গোপন বৈঠক আহবান করেন। হিটলারের অনুরোধে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের পরিচালক আলবার্ট স্পিয়ার

এসব বিশিষ্ট অতিথিদের আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। স্পিয়ার হলেন হিটলারের একজন পুরনো বন্ধু এবং ফ্যাসিস্ট সরকারে শিল্পপতিদের একজন নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি। তবে এ বৈঠকে গুস্তাভ ক্রুপ ও ফ্রেডারিখ ফ্লিখসহ নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অসুস্থতার অজুহাতে অনুপস্থিত থাকেন।

বৈঠকে হিটলার নব্বুই মিনিট বক্তৃতা করেন, কিন্তু তা তার স্বাভাবিক আমন্তরী বক্তৃতা ছিল না। জটিল সামরিক অবস্থা বর্ণনার পর তিনি তাদের কাছে "পরিস্থিতি স্বাভাবিক" করার জন্য কিছু সময় প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্বে তিনি জার্মান শিল্পে কিভাবে সহযোগিতা করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে তার ওপর আস্থা রাখতে বলেন। এ বৈঠকেই হিটলার নাজী নেতৃবৃন্দের ভবিষ্যৎ রণকৌশল ও পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন তারা প্রথমে ফ্রান্সে অবস্থিত বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীর ওপর আঘাত হানবে এবং শক্তিশালী অবস্থানে থেকে সরকার দু'টোর সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেবে।

তাকে ছাড়া যে ব্যাংকার ও শিল্পপতিরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখতে পারবেনা একই সময়ে হিটলার তাদেরকে সে ভয়ও দেখালেন : "আপনারা ভাবতে পারেন যে আমাকে ছাড়াই আপনারা রক্ষা পেয়ে যাবেন। কিন্তু তা নয়, অনেকে গুলীতে মরবেন, অনেকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হবেন।"

যাহোক, এত কিছুর পরও হিটলারের অতিথিরা বিশ্বাস করতে পারেনি যে হিটলার সোভিয়েত আক্রমণ ঠেকাতে পারবে এবং যুদ্ধের গতি ফেরাতে পারবে। বরং তারা ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত নেতার সকল সংশ্রব ত্যাগ করারই পক্ষপাতি হলেন।

কাজেই, এ বৈঠক হিটলারের জন্য আশানুরূপ ফল এনে দিতে পারেনি। বরং ফুয়েরারের বক্তৃতা শুনে ব্যাংকার ও শিল্পপতিরা আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন যে, যত দ্রুত সম্ভব হিটলারকে অপসারণ করতে হবে এবং পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনা শুরু করতে হবে।

সিদ্ধান্ত হয় যে পূর্বেকার হত্যা পরিকল্পনা নিয়েই এবার তারা এগিয়ে যাবেন। হিটলার ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই ওবারসালজবার্গ থেকে তার প্রুশিয়ার সদর দফতর উলফশানজেতে ফিরে এলেই তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। হিটলার যখন সামরিক ব্রিফিং পরিচালনা করছিলেন

তখন রিজার্ভ ফোর্সের চীফ অব স্টাফ ক্লাউস শেঙ্ক সে কক্ষে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। কিন্তু হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, সামান্য আঘাতের বিনিময়ে হিটলার বেঁচে যান।

জার্মান ব্যাংকার ও শিল্পপতিরা যারা এতদিন ষড়যন্ত্রকারীদের উৎসাহিত করেছিল এই ব্যর্থতার পর তাদের সামনে পথ রইলো একটিই— হিটলারের মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের সোভিয়েত বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে একটি সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা চালাতে হবে।

হিটলার হত্যা প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে যাওয়ার পরপরই পাশ্চাত্যের সঙ্গে এমন একটা ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এগিয়ে যান যা পাশ্চাত্যের সাথে পৃথক চুক্তিরই পথ খুলে দেবে।

১৯৪৪ সালের অগাস্টে গোয়েবলসের প্রচার দফতর এমন এক "গোপন অস্ত্রের" ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার শুরু করে যা নাকি যুদ্ধের গতি পাল্টে দেবে। যাহোক, দলিলপত্র স্পষ্টভাবে সে সত্য উন্মোচন করে। এই গোপন অস্ত্রটি হল পাশ্চাত্যের সাথে সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পাদন। জার্মান নেতৃবৃন্দ এই চুক্তিটির উপর বড় বেশী নির্ভর করেছিল।

## "ওয়াচ অন দি রাইন" অপারেশনের ব্যর্থতা

২০শে জুলাই হত্যা প্রচেষ্টার পর নাজীরা সর্বতোভাবে সামরিক রাজনৈতিক এবং সবচেয়ে বেশী করে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করল পাশ্চাত্যের সাথে একটা পৃথক চুক্তি সম্পাদনের জন্য।

কূটনৈতিক প্রচেষ্টা হিসাবে ফুয়েরার হিমলারকে দায়িত্ব দিলেন ষড়যন্ত্রকারীরা সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের মাধ্যমে বৃটেন ও আমেরিকার সাথে যে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল সে যোগাযোগ সূত্র অধিগত করার জন্য। এটি কৌশলগত দিক থেকে যথেষ্ট সুবিধাজনক হবে। নাজী গোয়েন্দা বিভাগ ইতিমধ্যেই গোয়েরডেলার ও হাসেলের বৈদেশিক যোগাযোগ সম্পর্কে ব্যাপক তল্লাশি শুরু করে দেয়। বন্দী ষড়যন্ত্র-কারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও এ ব্যাপারে অনেক খুটিনাটি তথ্য উদ্ধার করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের এই যোগাযোগ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে এবং পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করতে হিটলার এত বেশী উৎসাহী ছিলেন যে, কোন এক ষড়যন্ত্রকারীর জিজ্ঞাসাবাদের রিপোর্ট পড়তে

পড়তে ও টেপ শুনতে শুনতে একটি রাত তিনি বিনিদ্র কাটিয়ে দিয়েছিলেন। হিটলার পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী রিবেনট্রপ ও হিমলারকে পাশ্চাত্য সরকারগুলোর সাথে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেন।

জার্মান কূটনীতি আরো একটি দিকের সূচনা করেছিল। আমরা এখানে নাজীদের গৃহীত পূর্ববর্তী কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডেরই উল্লেখ করব।

নাজী বাহিনীর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার মাত্র কয়েক দিন আগে ১৯৪১ সালের ১০ই মে তারিখে একটি সংবাদ বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল। তাহল, হিটলারের সরকারী উত্তরাধিকারী ও বিশ্বস্ত বন্ধু রুডলফ হেস জার্মানীর সাথে যুদ্ধরত দেশ ইংল্যাণ্ডে চলে গেছেন। নাজীরা তাড়াতাড়ি করে হেসকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে আখ্যা দিল, অপরদিকে বৃটেন থেকে প্রচার করা হল, বৃটিশ গোয়েন্দাদের পাতা ফাঁদে একজন শীর্ষস্থানীয় নাজী নেতা ধরা পড়েছেন। কিন্তু গোপন তথ্যাবলী, যা এখন উন্মুক্ত, এ প্রসঙ্গে ভিন্ন কথা বলে। ফুয়েরার নিজেই শীর্ষস্থানীয় কূটনৈতিক মিশনে হেসকে লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন একথা জানার জন্য যে লণ্ডন তার শান্তি শর্তে সম্মত আছে কিনা? হিটলারের শান্তি শর্তগুলো ছিল প্রধানতঃ ইউরোপে জার্মানীর কর্তৃত্ব মেনে নেয়া, মধ্যপ্রাচ্যে জার্মান স্বার্থের স্বীকৃতি দান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাকে অবাধ অধিকার প্রদান। তার এসবের বিনিময়ে জার্মানী বৃটিশ সাম্রাজ্যে ইংরেজ কর্তৃত্ব মেনে নেবে। হেস মিশন ব্যর্থ হয়েছিল। চার্চিল সরকারের মতে এসব শর্তগ্রহণ হবে ইংল্যাণ্ডের জন্য মরণ-আঘাত স্বরূপ। তবু নাজীরা কখনোই ভোলেনি যে, তাদের "শান্তি প্রস্তাবমালা" নিয়ে শীর্ষ পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার জন্য লণ্ডন প্রস্তুত ছিল।

হেস মিশনের ব্যর্থতার পর ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে নাজীরা আবার সরকারীভাবে পাশ্চাত্যের জন্য "শান্তি প্রস্তাবমালা" প্রস্তুত করে। হিটলারের নির্দেশ অনুযায়ী বিস্তশারে এক বক্তৃতায় হিমলার বলেছিলেন যে, পশ্চিমে ডেনস, ডাচ ও নরওয়েজিয়ানদের রাইখের অন্তর্ভুক্ত করে জার্মানী "সন্তুষ্ট হতে" রাজী আছে এবং পূর্বে জার্মান "প্রতিরক্ষা রেখা" কমপক্ষে আরো ৫০০ কিলোমিটার ভেতরে নিতে হবে। অন্যকথায় তাদের পৃথক ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে জার্মানী চায় পশ্চিমে ডেনমার্ক, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের একাংশ দখল করতে এবং পূর্বে যথেচ্ছাচারের অধিকার পেতে।

হিমলারের এ বক্তৃতা শুধু যে পাশ্চাত্যকে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত হয়েছিল তাই নয়, তা ছিল জার্মানীর শিল্পপতি ও সামরিক চক্রের উদ্দেশ্যেও। নাজীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল এটা প্রমাণ করার জন্য যে তারা এখনো আগের মতোই জার্মানীর শিল্প, ব্যাংক ও সামরিক স্বার্থরক্ষায় বদ্ধপরিকর।

তাদের গৃহীত প্রচেষ্টার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ওরা অগাস্ট হিমলার তার বক্তৃতার বৈদেশিক নীতি বিষয়ক অংশটি পজনানে প্রদত্ত আরেক বক্তৃতায় প্রায় হুবহু পুনর্ব্যক্ত করেন।

এসময় হিটলার জেনারেল ওয়েস্টফল ও জেনায়েল ক্রেবসকে তার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "রাজনৈতিক নিষ্পত্তির মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করার এই সুযোগ" তিনি হারাতে চাননা। ১৯৪৫ সালের ১৭ই জুন বন্দী ফিল্ড মার্শাল কীটেল সোভিয়েত প্রশ্নকারী অফিসারদের বলেছিলেন, "১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে জার্মানী যুদ্ধ করছিল শুধু সময় অর্জনের জন্য। এমন সব ঘটনা আমরা আশা করছিলাম, যা ঘটতে পারত, কিন্তু কখনো ঘটেনি—— আশা করছিলাম মূলত রাজনৈতিক ঘটনাই, তবে সামরিক অবস্থার উন্নয়নও কিছু পরিমাণে যে আশা করিনি তা নয়।"

নাজীরা যখন সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি প্রণয়নের ভিত্তি প্রস্তুতের কাজ করছিল তখন একই সাথে তারা লণ্ডন, ওয়াশিংটন ও জার্মান শিল্পপতিদের দেখাতে চাইল যে দেশের অভ্যন্তরে তারা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কোন গণবিক্ষোভ বরদাশত করবেনা। প্রয়োজন হলে এর জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া হবে। আর সে সাথে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তীব্র দমন নীতি শুরু হয় "২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রকারীদের" মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে। ১৯৪৪ সালের শরৎকালে শুরু হয় তথাকথিত ঝটিকা তৎপরতা; হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়; কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীর সংখ্যা ৫,৫০,০০০ অতিক্রম করে; কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফ্যাসিস্ট ট্রাইবুনাল ৪৫০০০ লোকের মৃত্যুদণ্ড দেয় (এর মাঝে মাত্র ৭০০ লোক ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল)। জার্মানীর গোপন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আন্তন জাফকভ, ফ্রান্স জ্যাকভ ও বার্নার্ড বাস্টলিনকে ধরে নিয়ে চরম নির্যাতন করা হয়। ১৯৪৪ সালের ১৮ই অগাস্ট জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণীর নেতা আর্নেস্ট থলম্যানকে ১১ বছরের

কারাভোগ ও নির্যাতনের পর নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। এ সন্ত্রাস জার্মানীর ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের ওপর তীব্র আঘাত হানে।

একই সময়ে হিটলার সামরিক অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা এবং যে কোন মূল্যে সামরিক বাহিনীর সংখ্যাহ্রাস বন্ধ করার বিশেষ প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪৪ সালের ২৫শে জুলাই ঘোষণা করা হয় যে "সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে" যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখে গোটা জার্মানীকে "সম্পূর্ণভাবে" যুদ্ধে সমাবেশ করা হবে। সপ্তাহের কাজের সময় বাড়িয়ে করা হল ৬০ ঘন্টা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজের কোন নির্দিষ্ট সময়ই ছিলনা। মেয়েরাও কাজ করতে বাধ্য ছিল। কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ছাত্রদেরকে ভর্তি করে নেয়া হয় সেনাবাহিনীতে। গল্প-কবিতা প্রকাশ, সিনেমা থিয়েটার এসবও ছিল বন্ধ। সেনাবাহিনীতে যোগদানের বয়স কমিয়ে ১৬ বছরে আনা হয়। তিন মাসের মধ্যে (অগাস্ট-অক্টোবর) জার্মান সেনাবাহিনীতে নতুন নিয়োগের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ লাখ। এতসব অস্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও কিন্তু জার্মান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রক্ষিত হয়নি। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে ব্যাপক হতাহতের ফলে ১৯৪৪ সালেই জার্মান বাহিনী প্রায় ৮ লাখ সৈন্য হারায়। সৈন্যসংখ্যা ১,০১,৬৯,০০০ থেকে কমে ৯৪,০০,০০০-তে দাঁড়ায়।

জার্মান শ্রমিকদের নির্দয়ভাবে শোষণ করে, সামরিক কারখানায় বলপূর্বক বিদেশীদের খাটিয়ে এবং দখলকৃত এলাকায় লুণ্ঠন চালিয়ে ১৯৪৪ সালের শরতে জার্মানরা সামরিক উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। সে বছর যত অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম তৈরী হয় তা ছিল ১৯৪১ সালের তিনগুণ এবং সমস্ত যুদ্ধকালীন উৎপাদনের সর্বোচ্চ মাত্রা।

এ অবস্থায় নাজীরা ভেবেছিল, তাদের কার্যোদ্ধারের সময় এসেছে। আগেই বলা হয়েছে নাজীরা ফ্রান্সে মিত্রশক্তির অবস্থানের উপর আক্রমণ চালাতে চেয়েছিল জার্মানীর শক্তি প্রদর্শন করে ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে পৃথক ফয়সালায় বাধ্য করার জন্য।

হিটলার তার পরিকল্পনা বোঝাতে গিয়ে জেনারেল ম্যাণ্ডুফেলকে বলেছিলেন যে, পাশ্চাত্য শক্তি পরাজয়ের মুখোমুখি এলেই আলোচনায় সাফল্য আশা করা যায়; অনুকূল অবস্থানে না থেকে আলোচনা হতে পারে

না এবং পশ্চিমা শক্তি যুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হলেই শান্তিপুর্ণ নিষ্পত্তি মানতে আগ্রহী হবে।

যতনা সামরিক তার চেয়ে বেশী রাজনৈতিক কারণে নাজী বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাতে চেয়েছিল, আর তা করতে গিয়ে আবারো সে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সামরিক বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে ধারণার অভাবই প্রকাশ করল। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে কীটেল ও জোডল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, "সোভিয়েত (বাহিনীর) গ্রীষ্মকালীন আক্রমণের পর এখন পূর্ব রণাঙ্গনে একটা স্থিতা-বস্থা সৃষ্টি হয়েছে, আবার শীতকালীন আক্রমণ না চালানো পর্যন্ত সময়টাকে আমরা শান্ত থাকবে বলে ধরে নিতে পারি।" হিটলারও তাদের সাথে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু সময় প্রমাণ করল যে তাদের এরূপ অনুমানের পেছনে কোন ভিত্তি ছিলনা। আসলে ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে নাজীরা সবকিছুকেই জুয়াখেলা বলে ধরে নেয়।

বরাবরের মতো এবারও জার্মান শিল্পপতিরা একটি অবাস্তব যুদ্ধ পরিকল্পনাকেই সমর্থন করে। ১৯৪৪ সালের ১২ই অক্টোবর হিটলার স্পিয়ারকে জানান পরিণতি যাই হোকনা কেন "এ আক্রমণের জন্য আমাদেরকে বাকী সবকিছুই একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে"। এই "শেষ প্রচেষ্টা" চালানোর জন্য হিটলার সর্বরকমে সুযোগ প্রার্থনা করেন। স্পিয়ার তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "আমি বুঝতে পেরে-ছিলাম সম্ভাব্য সকল উপায়ে সহযোগিতা করে হিটলারকে তার শেষ কার্ডটি খেলতে দেয়া উচিত।" এরপর সমর শিল্পে উৎপাদনের মাত্রা বেড়ে যায় তীব্রভাবে।

জার্মান শিল্পপতিরা আশা করছিল হিটলারের পরিকল্পিত আক্রমণ সফল হবে এবং তার ফলে রাজনৈতিক ঘটনাক্রমও অনুকূলে চলে আসবে। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মের শেষ দিকে এবং গোটা শরৎকাল এসব ব্যক্তিবর্গ একটার পর একটা মিটিং করে যাচ্ছিল। মিটিংএর বিষয়বস্তু ছিল শীঘ্রই পাশ্চাত্যের সাথে একটা চুক্তি হয়ে যাবার পর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর আরো সম্প্রসারণ কিভাবে সম্পন্ন করা হবে।

১৯৪৪ সালের ১০ই অগাস্ট স্ট্রাসবার্গের রোটেস হৌস হোটেলে যে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় তাতে উপস্থিত ছিলেন ক্রুপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ডঃ

ক্যাসপার, রকলিং-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডঃ টোলে, মেসারমিটের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সিনসারেন এবং ফোকসওয়াগনওয়ার্ক-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডঃ এলেনমেয়ার। রাইনমেটাল থেকেও তিনজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে প্রত্যেক শিল্পপতি অবিলম্বে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে অথবা বৃদ্ধি করবে। সভায় এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে পুঁজি নিরপেক্ষ দেশের ব্যাংকে স্থানান্তর করে ফেলতে হবে যাতে "যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা" সম্ভব হয়। ক্রুপ শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকায় কেমিক্যাল ফাউণ্ডেশন ইনকরপোরেটেড-এর সাথে স্টেইনলেস স্টীল উৎপাদনের পেটেন্টে অংশীদার হয় এবং ইউনাইটেড স্টেটস স্টীল করপোরেশন, কার্নেগী ইলিনয় এবং আমেরিকান স্টীল এণ্ড অয়ারের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি প্রতিষ্ঠা করে।

কয়েক সপ্তাহ পর আরো একটি সভায় রকলিং, হেসে ও ক্রুপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ডঃ বোসে জানান যে অন্যান্য দেশে পুঁজি প্রেরণ সংক্রান্ত পূর্বতন সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হল। বরং শিল্পপতি-দেরকে তিনি অনুরোধ করেন যত বেশী সম্ভব পুঁজি বিদেশে পাঠিয়ে তারা যেন সরকারকে সহায়তা করেন।

নাজীদের গোপন দলিলপত্র থেকে একথাই প্রকাশ পায় যে ১৯৪৪ সালের ৩১শে জুলাই থেকেই আক্রমণের প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়। ১৯শে অগাস্ট হিটলার আদেশ দিয়েছিলেন নভেম্বর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে। এজন্য আগামী দু'মাসে ২৫টি ডিভিশনকে সংঘবদ্ধ এবং তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানী ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতে হবে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তারা আক্রমণের স্থান নির্ধারণ করে। ১৯৪৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর স্বাভাবিক ব্রিফিংশেষে হিটলার কীটেল, জোডল, গুডেরিয়ান ( পুনঃ নিযুক্ত সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ) ও বিমান বাহিনীর জেনারেল ক্রেপকে তার নিজস্ব কক্ষে আমন্ত্রণ জানা-লেন। সেখানে জোডল জানালেন শুধু গত তিনমাসে হতাহতের সংখ্যা হল ১২ লাখ এবং জার্মানীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে

ফিনল্যাণ্ড এখন রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াকে অনুসরণ করছে। জোডল জানালেন যুদ্ধের গতি না পাল্টালে মিত্র বাহিনী যে জার্মানী আক্রমণ করবে তা প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিটলার জোডলকে মাঝ-পথে থামিয়ে দিলেন এবং ম্যাপে আঙুল দিয়ে দেখালেন, "আমরা মাস অতিক্রম করব এবং তারপর যাব এনটার্পে"। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আক্রমণ হবে যতটা না সামরিক কারণে তার চাইতেও বেশী রাজনৈতিক কারণে। নাজীরা স্পষ্টতঃ বৃটিশ বাহিনীর জন্য আরেকটি ডানকার্কের স্বপ্ন দেখছিল কিন্তু এবার তা দেখছিল ভিন্ন রকম রাজনৈতিক সমাপ্তিসহ। জার্মানরা পরিকল্পনা করে তারা প্রথমে দক্ষিণ দিকে অবস্থানকারী মার্কিন বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাবে এবং তারপর বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করে উত্তর সাগরে ঠেলে দেবে এবং এনটার্প দখল করে নেবে। নাজী বাহিনী ভেবেছিল এভাবে তারা ২৫ থেকে ৩০ ডিভিশন বৃটিশ সৈন্যকে খতম করে দিতে পারবে। তখন বৃটিশ ও মার্কিনরা আপনা থেকেই জার্মানীর সাথে পৃথক একটা শান্তি চুক্তি সম্পাদনে এগিয়ে আসবে।

২৫শে সেপ্টেম্বরের ব্রিফিং-এ আক্রমণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা হয়। রণাঙ্গনে মিত্রদের ৬২ ডিভিশন সৈন্য আছে। এভাবে যদি তাদের ৩০ ডিভিশন সৈন্যও ধ্বংস করা যায় তাহলেই জার্মানী অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে চলে আসতে পারে এবং রণাঙ্গনের পরি-স্থিতিতে তখন "সাধারণভাবেই একটা স্থিতাবস্থা" চলে আসবে। জার্মানরা মনে করেছিল পশ্চিমের আক্রমণের পর "সোভিয়েত বাহিনীর প্রত্যাশিত শীতকালীন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পূর্ব রণাঙ্গনে সৈন্য সরিয়ে আনাও সম্ভব হবে।" নাজীরা জানত পাশ্চাত্যের সাথে সফল আলোচনার জন্য পূর্ব রণাঙ্গনেও স্থিতাবস্থা আনতে হবে। কাজেই আর্ডেনেস অভিযানের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হল এই স্থিতাবস্থা সৃষ্টিকরণ।

সামরিক-রাজনৈতিক আক্রমণের প্রস্তুতি তখন পুরোমাত্রায় চলছে। বন এলাকায় এস এস-এর ষষ্ঠ প্যান্থার বাহিনীতে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত নিয়োগ চলতে লাগল। হিটলার তার প্রিয় এস এস অফিসার জেনারেল ডিয়েট্রিচকে (জার্মান রাষ্ট্রীয় প্রচারণায় "মহান নাজী জেনারেল" হিসেবে প্রশংসিত) অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। আক্রমণকারী বাহি-নীকে বিমান সমর্থন দেয়ার জন্য হিটলার জেনারেল ক্রেপকে নভেম্বরের মধ্যে একহাজার জঙ্গীবিমান তৈরী রাখার আদেশ দিলেন।

১৯৪৪ সালের ১২ই অক্টোবর হিটলার জোডলের উপস্থাপিত আক্রমণ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এতে অতর্কিত আক্রমণ চালানো এবং বৈরী আবহাওয়ায় উড্ডয়নের জন্য তৈরী থাকার কথা বলা হয়, যাতে মিত্র বাহিনীর বিমান শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়। জার্মান বাহিনী প্রথমে মন্সচু ও একতারনাখের মধ্যবর্তী আর্ডেনেসে বৃটিশ-মার্কিন ফ্রন্টে ঢুকে পড়বে। সেখানে ১০০ কিলোমিটার জায়গায় মাত্র ৪ ডিভিশন সৈন্য রয়েছে। এবং এস এসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্যান্থার বাহিনী লীজে ও নামুরের মাঝামাঝি দিয়ে মাস অতিক্রম করে দ্রুত এনটার্প দখল করে ফেলবে। এতে রণাঙ্গন দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। মন্টোগোমারীর ২১তম বাহিনী পেছনের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলবে এবং উত্তর সাগরে পতিত হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন গতি থাকবে না। ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ সময় দিয়ে নভেম্বরের শেষ দশদিন ধরে অপারেশনের পরিকল্পনা করা হয়। হিটলার কিন্তু জোডলের দেয়া নাম অনুমোদন করেন নি। জোডল অপারেশনের নাম দিয়েছিলেন "খ্রীস্টমাস রোজ"। হিটলারের ভাষ্য ছিল "খ্রীস্টমাসের মধ্যে অভিযান শেষ হয়ে যাওয়া উচিত"। তিনি এর নাম দেন "ওয়াচ অন দি রাইন"। একই সময়ে হিটলার আর একটি পরিকল্পনা বাতিল করে দেন যাতে বৃটিশ ও মার্কিনদের বিরুদ্ধে সীমিত আক্রমণের কথা বলা হয়েছিল। এর প্রস্তাবক ছিলেন পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ ফিল্ড মার্শাল রাউণ্ডস্টেট ও ফিল্ড মার্শাল মোডেল, যাকে হিটলার আর্ডেনেসে অপারেশন ("অটাম ফগ")-এর অধিনায়ক করেছিলেন। ফিল্ড মার্শাল দু'জন জার্মান বাহিনীর সংখ্যা ও সামরিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আক্রমণ আরো স্থানীয় পর্যায়ে করার এবং এত দূরবর্তী লক্ষ্য নিয়ে না এগোবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হিটলার তাদেরকে বলেছিলেন যে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত তবে আসন্ন আক্রমণ যতটা না সামরিক তার চেয়ে বেশী হল রাজনৈতিক।

পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়কদের উদ্দেশে বক্তৃতায় জোডলও আক্রমণের রাজনৈতিক চরিত্রের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেন বেশী। তিনি বলেন যে, মিত্ররা এর ফলে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাবে এবং তাদের বর্তমান নীতির পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে।

পশ্চিম রণাঙ্গনের জার্মান কমাণ্ডিং অফিসারদের মধ্যে আসন্ন আক্রমণ

ও হিটলারের "শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ" নীতি নিয়ে কিছুটা মতভেদ দেখা দেয়। তা নিরসনের জন্য নাজী নেতৃবৃন্দ ব্যাপক ও জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পরিকল্পিত আর্ডেনেস আক্রমণের মাত্র কয়েকদিন আগে ১১-১২ ডিসেম্বর ডিভিশন কমাণ্ডারদের দু'টি দলকে রাউণ্ডস্টেটের সদর দফতরে আহ্বান করা হয়। অফিসারদের অস্ত্র ও ব্রিফকেস জমা নিয়ে তাদেরকে বিরাট এক কংক্রিট বাংকারে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এটি হল পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের সদর দপ্তর বাড নাউহেম শহরের নিকটবর্তী অ্যালডারহোর্স্টের ঘটনা। একদল এস এস রক্ষীর সার্বক্ষণিক প্রহরায় এসব অফিসারদেরকে সেখানে ফুয়েরারের সামনে আনা হয়। তারা দেখল একজন কুঁজো লোক সেখানে আর্মচেয়ারে বসে আছেন, মুখটা মৃতের ন্যায় বিবর্ণ, হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁপছে আর বাম হাতটা ঝাঁকাচ্ছে অনবরত। ইনিই হলেন তাদের ফুয়েরার। কুর্স্ক ও স্টালিনগ্রাদ যে শুধু জার্মানীরই শিরদাঁড়া গুড়িয়ে দিয়েছিল তাই নয়, তা হিটলারেরও মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল। প্রত্যেক অফিসারের পেছনেই একজন করে রক্ষী অস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘাড় ফেরাবারও সাধ্য ছিলনা তাদের। প্যান্থার বাহিনীর একজন ডিভিশন কমাণ্ডার পরে এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, এস এস রক্ষীরা তাদেরকে এমনি ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলো যে তারা "কেউ তাদের রুমাল বের করার মত সাহসও পায়নি।" হিটলার দু'ঘন্টা পর্যন্ত অফিসারদেরকে আসন্ন আক্রমণের তাৎপর্য এবং ডিভিশনগুলোর দায়িত্ব কি হবে তা বলে গেলেন। তিনি আবারো সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন যে, আসন্ন আর্ডেনেস আক্রমণের সাফল্য পশ্চিম রণাঙ্গনে একটা স্থিতাবস্থা সৃষ্টি করবে এবং যার ফলে সেখান থেকে পূর্ব রণাঙ্গনে সৈন্য সরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। আসলে জার্মানীর জনগণের নিঃশেষিত মনোবল পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য এবং মিত্রদেশগুলোর জনমতের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্যই নাজী নেতৃবৃন্দের কাছে আর্ডেনেস আক্রমণের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই তারা এই শেষ সুযোগের জন্য সব কিছু বাজী রাখতেও প্রস্তুত ছিল।

জার্মান সমরনায়করা আক্রমণকে সফল করার জন্য মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনীর পেছন থেকে অন্তর্ঘাতি আঘাত হানার ওপর গুরুত্ব দেয় খুব বেশী পরিমাণে।

আর্ডেনেস আক্রমণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুমোদনের পরপরই ১২ই অক্টোবর হিটলার এস এস অফিসার অটো স্করজেনীকে ডেকে পাঠান। স্করজেনী ছিলেন ইম্পেরিয়াল সিকিউরিটি এজেন্সীর "গ্রুপেনলেইটার আই ভি এস"। স্করজেনী হিটলারের গোপন মিশন সম্পাদনকারী হিসাবেই খ্যাত ছিলেন। ১৯৪৩ সালে ইনি মুসোলিনীকে কৌশলে জেল থেকে বের করে দখলকৃত জার্মান এলাকায় পাঠিয়ে দেন। পরে, হিটলারের আদেশে তিনি এডমিরাল হৰ্থির ছেলেকে হত্যা করেন। কারন, হর্থির ছেলে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। হিটলার স্করজেনীকে অপারেশন "গ্রীফ" এর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন, উদ্দেশ্য নাজী বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি নিশ্চিত করা। যেসব জার্মান ভাল ইংরেজী বলতে পারে তাদের নিয়ে এই শেষ ১৫০তম ব্রিগেডটি গঠিত হয়। মার্কিন বাহিনীর ইউনিফর্ম পরে, অস্ত্র নিয়ে ও দখলকৃত মার্কিন জীপে চড়ে বাহিনীটি অতর্কিতে লীজে ও নামুরের মধ্যবর্তী স্থানে মাসের ওপরকার সেতুটি দখল করে ফেলবে এবং শত্রুর মাঝে ভীতি ও সন্দেহ সৃষ্টি করে দেবে-- এটিই ছিল তাদের পরিকল্পনা। এ জন্য স্করজেনীকে মিত্র-বাহিনীর সদর দফতর দখল করার ও উর্ধ্বতন অফিসারদের নির্বিচারে হত্যা করারও আদেশ দেয়া হয়। "স্টসার" এই কোড নামে পরিচালিত আরেকটি অন্তর্ঘাতি আক্রমণে এইপেন ও মালমেডির মধ্যবর্তী সড়ক যোগাযোগ ছত্রীসেনারা বিচ্ছিন্ন করে দেবে যাতে আক্রমণ স্থানে মিত্রবাহিনীর পুনরায় শক্তি মোতায়েন ঠেকানো যায়।

আর্ডেনেস আক্রমণের গুরুত্ব নাজীদের কাছে এত বেশী ছিল যে তার প্রস্তুতির খবর যাতে কোনক্রমে ফাঁস না হয়ে যায় সেজন্য অসম্ভব রকম সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়। যে সব আর্মি ও ডিভিশন কমাণ্ডার পরিকল্পনার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিল তাদেরকে আদেশ দেয়া হয় সবকিছু একান্ত গোপন রাখার জন্য। হিটলার নিজেই সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ ফিল্ড মার্শাল রাউণ্ডস্টেটকে বলেছিলেন, শত্রুর কাছে যদি আক্রমণের খবর ফাঁস হয় তবে অবিলম্বে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। পঞ্চম প্যান্থার বাহিনীকে একেবারে চূড়ান্ত সময়ে নেদারল্যাণ্ড থেকে তুলে আনা হয়। এর আগে পর্যন্ত গুজব ছিল এদেরকে পূর্ব রণাঙ্গনে সরিয়ে নেয়া হবে। আসন্ন আক্রমণকে গোপন করার জন্য ১২ই

অক্টোবর পশ্চিম রণাঙ্গনের জার্মান বাহিনীর প্রতি আদেশ দেয়া হয়, এখন কোন প্রতি-আক্রমণ সম্ভব নয়, কারণ, "পিতৃভুমির জন্য অত্যন্ত জরুরী প্রাচ্য প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করতে" সকল রিজার্ভ বাহিনী সেখানে পাঠানো হচ্ছে।

১৯৪৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আর্ডেনেস আক্রমণ শুরু হয়। আক্রমণের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক যা সামরিক কূটনৈতিক অগ্রগতিতে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে তা এখানে আলোচনা করা দরকার। একটি হল, আক্রমণের জন্য নাজীরা যতটা শক্তি সংগঠিত করা প্রয়োজন মনে করেছিল ততটা তারা করতে পারেনি। কারণ সোভিয়েত রণাঙ্গনে তখন তাদের ১৮৫ ডিভিশন সৈন্য, ৫৬০০০ গোলন্দাজ অস্ত্র, ৮১০০ ট্যাংক ও ৪১০০ জঙ্গীবিমান ছিল। এখান থেকে কোন কিছু প্রত্যাহার করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। সোভিয়েত বাহিনী তখনও রণাঙ্গনের দক্ষিণ অংশ দিয়ে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করছিল, বাল্টিক অঞ্চলে সক্রিয় যুদ্ধ চলছিল এবং প্রুশিয়ার পূর্বাঞ্চল দিয়েও তারা এগিয়ে আসছিল। আর্ডেনেস আক্রমণের মাত্র কয়েকদিন আগে হাঙ্গেরীর ফ্যাসিস্ট সর-কারের প্রধান ফেরেঙ্ক জালাসিকে হিটলার জানিয়েছিলেন যে, যেসব রিজার্ভ বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে অচিরেই ফিরিয়ে নেয়া হবে, কারণ, খুব শীগগীর পূর্ব রণাঙ্গনে রুশরা পূর্ব প্রুশিয়া ও উত্তর সাইলেসিয়াতে আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে। সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গন এমনভাবে নাজী বাহিনীকে আটকে রেখেছিল যে তারা এমনকি এক ডিভিশন সৈন্যও অন্যত্র পাঠানোর সাহস পায়নি বরং অন্যত্র থেকে সৈন্য এখানে আনার প্রয়োজনটাই তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে নাজীরা তাদের পরিকল্পিত ২৫ ডিভিশনের স্থলে সৈন্য সংগ্রহ করতে পারে মাত্র ২১ ডিভিশন, ১০০০ জঙ্গী বিমানের স্থলে ৮০০, ট্যাংকের জ্বালানী ছিল মাত্র অর্ধেক অপারেশনের উপযোগী এবং অনেক গাড়ী শুধু চালকের অভাবেই অচল হয়ে পড়ে থাকে।

তথাপি জার্মান বাহিনী প্রথমটায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। মার্কিন বাহিনী প্রতিরোধে অপারগ হয়ে বেশ কিছু হতাহতের পর পিছু হটতে থাকে। মিত্র রণাঙ্গন বিভক্ত হয়ে যায়। প্যান্থার বাহিনী ও মটরবাহিত পদাতিক ডিভিশন ১০০ কিলোমিটারের ভাঙ্গন দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যায়। মার্কিন বাহিনীর ইউনিফর্ম পড়া স্করজেনীর লোকেরা আগে

ভাগেই মিত্র বাহিনীর সদর দফতর ও ফ্রন্টের পেছনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সক্ষম হয়। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন মার্কিন সাংবাদিক রালফ ইনগেরসল পরে লিখেছেন যে শত্রু বাহিনী "বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ছুটে আসছিল। আর তাদের আগে আগে প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল আমেরিকানরা।"

আক্রমণের চতুর্থ দিনে জার্মান অগ্রবাহিনী লীজেতে হানা দেয় আর একই সময়ে পঞ্চম প্যান্থারের মূল বাহিনী অগ্রসর হয় মাসের একটি ক্রসিং-এর দিকে। মিত্র বাহিনীর জন্য এই পরিস্থিতি ছিল খুবই জটিল এবং সংকটপূর্ণ। অপারেশনের প্রথম দিকে নাজী বাহিনীর আক্রমণের অতর্কিত তীব্রতা তাদের অপ্রতুলতা ঢেকে ফেলেছিল, বুঝতে দেয়নি তাদের অভাবগুলোকে।

"অপারেশন আলট্রা" সম্পর্কে পাশ্চাত্যে বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। সেসবে বলা হয় ১৯৪০ সাল থেকে বৃটিশরা নাজীদের গুপ্ত সংকেত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা নাজীদের বহু পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে স্পষ্ট ধারণা পেতে সক্ষম হয়। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে জার্মানীতে মার্কিন দখলদার বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল আই-সেনহাওয়ার "অপারেশন আলট্রা" প্রধান বৃটিশ জেনারেল মেনজেসকে মূল্যবান তথ্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠান। এটি বোধগম্য নয় যে, নাজী বাহিনীর বিরুদ্ধে যাকে প্রধান আঘাত সহ্য করতে হয়েছে সেই মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন এসব তথ্য দেয়া হয়নি। চার্চিল এসব তথ্য গোপন রাখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আদেশ দিয়েছিলেন।

এখানে আমাদেরকে আর একটি বিবেচনায় এগোতে হয়। বৃটিশ ও মার্কিনদের কাছে আর্ডেনেস আক্রমণ এত আকস্মিক ছিল কেন? কেন তারা নাজীদের এই গুপ্ত সংকেতটি উদ্ধারে সক্ষম হয় নাই? একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক জন টোলাণ্ড আর্ডেনেস আক্রমণ সম্পর্কে বহু গবেষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এখতেরনাখ থেকে মনসাউ পর্যন্ত গোটা ভুতুড়ে ফ্রন্টে ৭৫০০০ মার্কিন সৈন্য ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যরাত বিষয়ে আলাদা কিছু ভাবেনি। যারা কিছু ভেবেছিল তাদের ভাবনা ছিল খ্রীস্টমাসের দিকে তারা আর একটি রাত অতিক্রম করলেন।" নবম মার্কিন বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল হজেস সেই সময় আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা তৈরী করছিলেন। দ্বাদশ মার্কিন বাহিনীর অধি-

নায়ক জেনারেল ব্রাডলী জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে তার পদোন্নতি হয়ে "জেনারেল অব আর্মি" হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাতে প্যারিস যাবার পরিকল্পনা করছিলেন। এমনকি ২১তম আর্মি গ্রুপ যেটি ছিল আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য সেখানেও একটা প্রসন্নভাব বিরাজ করছিল। ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কমান্ডিং অফিসার বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারী তার স্টাফ অফিসারদের বলেছিলেন জার্মানরা আপাতত "কোন বড় ধরনের আক্রমণ করবেনা।" তিনি রণাঙ্গনের অবস্থা এতটা স্বাভাবিক মনে করেছিলেন যে তিনি মনস্থ করলেন ইংলণ্ডে তার বাড়ীতে খৃীস্টমাসের ছুটি কাটানোর জন্য জেনারেল আইসেনহাওয়ারের কাছে অনুমতি চাইবেন। এদিকে যখন আক্রমণ শুরু হয় মন্টোগোমারী তখন ডাচ শহর ইণ্ডনোবেনে। সেখানে গিয়েছিলেন তিনি স্টাফ অফিসারদের সাথে গলফ খেলার জন্য। নাজী আক্রমণের খবর শুনে কমাণ্ডিং অফিসার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অবাক হয়েছিলেন তথ্যের অভাবের জন্য নয়, রাজনৈতিক কারণে। কারণ লণ্ডন ও ওয়াশিংটন জানত যে নাজীরা "২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রকারীদের" প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ সূত্রে প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছে তাই তারা এরপর বার্লিনের কাছ থেকে শুধু কূটনৈতিক সাড়াই আশা করছিল, আক্রমণ নয়। আর তাই হয়ত, গুপ্ত সংকেত উদ্ধারের চেষ্টাও ততটা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়নি।

নাজী নেতৃবৃন্দ আর্ডেনেস অভিযানের প্রাথমিক সাফল্যে খুবই উৎফুল্ল ছিল। হিটলার অবিলম্বে ইটালীতে অবস্থিত আর্মি গ্রুপ সি'র সদর দফতরকে জানালেন, "পাশ্চাত্যে সব কিছু বদলে গেছে। সাফল্য, পুর্ণ সাফল্য এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।"

জার্মান বেতার তাদের নিয়মিত প্রচার বন্ধ করে ঘোষণা করল, "আমাদের বাহিনী আবার আক্রমণ করছে।" নববর্ষের বেতার ভাষণে হিটলার ঘোষণা করেন, "ভস্মীভূত শহর থেকে ফিনিক্স পাখির মত জার্মানী আবার জেগে উঠবে।" সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ হেইন্‌জ গুডেরিয়ানের নববর্ষের বার্তায় ছিল আশ্বাসের সুরঃ "যুদ্ধের অগ্নিশিখার মধ্য দিয়েই বিজয় নিশান আকাশে উড়ে।" যে চিন্তা থেকে নাজীদের এই উল্লাস তাহল শত্রুরা (পাশ্চাত্য শক্তি) এবার বুঝতে পারবে যে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। এখন একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে "রাজ-নৈতিক নিষ্পত্তি"র পথ খুলে দেয়া।

যুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্যে উল্লসিত নাজী নেতৃত্ব আলোচনার পথ প্রশস্ত করতে আরো সাফল্য হাতে নিতে চাইল। ২২শে ডিসেম্বর সিদ্ধান্ত হয় আক্রমণ আরো ব্যাপক করা হবে। ২৭শে ডিসেম্বর হিটলার জেনারেলদের কাছে কৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "একমাত্র আক্রমণই আমাদেরকে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে সাফল্য এনে দিতে পারে।"

১৯৪৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর নাজী সুপ্রীম কমাণ্ড "নর্থ উইণ্ড" অপারেশনের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। আর্ডেনেস থেকে আইসেনহাওয়ারকে তার কিছু সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা এবং জার্মান আঘাতকারী বাহিনীকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়াই ছিল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। নতুন বছরের শুরুতে ফিল্ড মার্শাল ব্লাসকোভিচের নেতৃত্বে ৮ ডিভিশন সৈন্য আলসেসে আক্রমণ চালায়। উদ্দেশ্য যত বেশি সম্ভব শত্রু খতম করা। এরপর জার্মান কমাণ্ডিং অফিসারেরা আশা করেছিল মাস থেকে এনটার্প জুড়ে আক্রমণ চালাবে। ইতিমধ্যে মোডেল আক্রমণের আদেশ দেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে নতুন ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য জার্মানরা যেদিক দিয়ে আগায় মার্কিনরা তার বিপরীত দিক দিয়ে আক্রমণ আশা করে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়।

যাহোক, ১৯৪৫ সালের ৮ই জানুয়ারী হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়ক গার্ড ভন রাউণ্ডস্টেটের কাছে জরুরী তারবার্তা পাঠান, আর এগোবার দরকার নেই, যত শীঘ্র সম্ভব সৈন্য আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনো। জার্মান সশস্ত্র বাহিনী ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে গিয়ে পূর্ব দিকে পিছু হটতে শুরু করে।

কিন্তু কেন ? ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এমন কি ঘটেছিল যার জন্য নাজী বাহিনী প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও পুনঃ আক্রমণের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে পিছু হটতে শুরু করে। এখানেই রয়েছে আর্ডেনেস আক্রমণের ব্যর্থতার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা। আর্ডেনস আক্রমণের পর আইসেনহাওয়ার ওয়াশিংটনে জরুরী তারবার্তা পাঠালেন যে অবিলম্বে প্রাচ্যে সোভিয়েত আক্রমণ শুরু হওয়া উচিত। তা নাহলে আর্ডেনেসে জার্মান আক্রমণ দুর্বল হবে না। যুদ্ধ দপ্তরে প্রেরিত রিপোর্টে তিনি বলেন, প্রাচ্যে রাশিয়া বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করলেই আর্ডেনেসের উত্তেজনাকর অবস্থা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।

১৯৪৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর চার্চিল ও রুজভেল্ট স্টালিনের কাছে টেলিগ্রাম করেন। চার্চিল লেখেন, "...আপনাদের পরিকল্পনা না জানলে স্পষ্টত আইসেনহাওয়ারের পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আপনাদের সৈন্য সমাবেশ ও প্রধান কর্মধারা জানাটা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। রুশ বাহিনীর আক্রমণ অভিযানে আমাদের আস্থা এত বেশী যে এ বিষয়ে আগে কখনো আমরা প্রশ্ন করিনি এবং আশা করি জবাব আমাদের আশ্বস্ত করবে।" রুজভেল্ট স্টালিনকে বলেছিলেন যে তিনি আইসেনহাওয়ারকে "পশ্চিম রণাঙ্গনে তার অবস্থা ও পূর্ব রণাঙ্গনের সাথে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার জন্য একজন সুযোগ্য অফিসারকে মস্কো পাঠাতে" নির্দেশ দিতে চান। স্টালিনের অনুমতি পেয়ে রাজকীয় বিমান বাহিনীর মার্শাল আর্থার টেডারকে মস্কো পাঠানো হয়।

১৯৪৫ সালের ৬ই জানুয়ারী সোভিয়েত সাহায্যের জরুরী প্রয়োজন নিয়ে আইসেনহাওয়ার চার্চিলের সাথে আলোচনা করেন। চার্চিল এসময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ খারাপ আবহাওয়ার জন্য টেডারের বিমান কায়রোতে আটকা পড়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আলোচনায় কি ফলাফল দাঁড়াল সেটাও জানতে পারছিলেন না। আইসেনহাওয়ার চার্চিলকে প্ররোচিত করতে থাকেন তিনি যাতে স্টালিনের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের আবেদন করেন। সেই সন্ধ্যায়ই স্টালিনের কাছে চার্চিল নিম্নোক্ত টেলিগ্রাম পাঠান: "পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে এবং যে কোন সময় সুপ্রীম কমাণ্ডের কাছ থেকে বড় রকম সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হতে পারে। আপনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন আক্রমণ উদ্যোগ সাময়িকভাবে হারানোর পর ব্যাপক রণাঙ্গনে যুদ্ধকে প্রতিহত করতে হলে অবস্থা কতটা উদ্বেগজনক হতে পারে। জেনারেল আইসেনহাওয়ারের খুব ইচ্ছা এবং প্রয়োজনও আপনারা কি করতে যাচ্ছেন তার রূপরেখা জানা, যেহেতু তা তার ও আমাদের প্রধান সিদ্ধান্তগুলোর ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। আপনি যে সব বিষয়ে উল্লেখ করতে চান সেগুলোসহ জানুয়ারীতে ভিসতুলা রণাঙ্গনে বা অন্য কোথাও বড় ধরনের কোন রুশ আক্রমণ আমরা প্রত্যাশা করতে পারি কিনা তা জানালে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আমি এসব অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য শুধুমাত্র সর্বোচ্চ গোপনীয়তার শর্তেই ফিল্ড মার্শাল

ব্রুক ও জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে দেখানো ছাড়া আর কাউকে জানতে দেব না। আমি বিষয়টিকে অত্যন্ত জরুরী মনে করছি।"

৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় চার্চিলের টেলিগ্রাম মস্কোতে এসে পেঁছে। স্টালিন উত্তর দিলেন: "জার্মানদের বিরুদ্ধে স্থল ও আকাশ পথে আমরা যে সাফল্য অর্জন করছি তার সুযোগ নেয়াটা খুবই জরুরী। এখন আমাদের প্রয়োজন শুধু বিমান ওড়ার মত একটু ভাল আবহাওয়া এবং নীচু কুয়াশাটা সরে যাওয়া, যা আমাদের গোলন্দাজ লক্ষ্যবস্তু ঢেকে রাখছে। আমরা অচিরেই একটি আক্রমণ চালাতে যাচ্ছি কিন্তু এ মুহূর্তে আবহাওয়াটা বিশেষ সুবিধাজনক নয়। তবু পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রদের অবস্থা দৃষ্টে আমাদের সুপ্রীম কমাণ্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে দ্রুত প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে এবং আবহাওয়া যেমনই থাকুক না কেন আমরা শীঘ্র সমস্ত মধ্য রণাঙ্গনে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করব আর তা কোনমতেই জানুয়ারীর দ্বিতীয়ার্ধের পরে যাবেনা। পরিশেষে, এই নিশ্চয়তা দিতেছি যে, বীরোচিত মিত্রদের জন্য আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী সবকিছু করব।"

৯ই জানুয়ারী চার্চিল জবাব দেন: "আপনার সাড়া জাগানো বার্তার জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আমি জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে বার্তাটি পাঠিয়েছি দেখবার জন্য। আপনার মহতী উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে সফল হউক।"

স্টালিনের বার্তা সম্পর্কে আইসেনহাওয়ারকে জানানো হলে ১০ই জানুয়ারী তিনি চার্চিলকে এই বলে টেলিগ্রাম পাঠান যে "আপনার খবর অত্যন্ত উৎসাহজনক।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যিকার মিত্রের মতোই বৃটিশ ও মার্কিন শক্তির সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে নাজী জার্মানীর বিরুদ্ধে মরণাঘাত হানার জন্য সোভিয়েত সুপ্রীম কমাণ্ড তার শক্তিশালী আক্রমণকারী বাহিনী মোতায়েন করে। শুধুমাত্র বাইলোরুশীয় ও ১ম ইউরোপীয় রণাঙ্গনেই তারা মোতায়েন করে ২২ লক্ষের বেশী সৈন্য, ৩৩ হাজারেরও বেশী গোলন্দাজ কামান ও মর্টার, ৭ হাজারেরও বেশী ট্যাংক এবং ৫ হাজারেরও বেশী বিমান।

সোভিয়েত বাহিনীর সামনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এসে পড়ে; যেমন পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা, বার্লিনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত

হানার মত পরিবেশ তৈরী, পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে যথেষ্ট পরিমাণে নাজী সৈন্য স্থানান্তর করানো এবং পাশ্চাত্যের মিত্রদের বিপদমুক্ত হতে সাহায্য করা।

মিত্রশক্তির বিপদের কথা ভেবে সোভিয়েত সুপ্রীম কমাণ্ড তাদের আক্রমণের তারিখ ২০শে জানুয়ারী থেকে ১২ই জানুয়ারীতে এগিয়ে নিয়ে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে সেদিন একটি চরম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাল্টিক থেকে কার্পেথিয়ান পর্যন্ত ব্যাপক এলাকা ছিল ঐই ভিসলা-অডার আক্রমণের আওতায়। এই যুদ্ধে নাজীদের ৬০টি ডিভিশন ধ্বংস হয়ে যায়, পোল্যাণ্ড মুক্ত হয় এবং বার্লিনে চূড়ান্ত আঘাত হানার ভিত্তি তৈরী হয়ে যায়। ২৭শে জানুয়ারী চার্চিল স্টালিনকে লিখেছিলেন, "আমাদের অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের মহতী বিজয় এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের বাহিনীর শক্তিমত্তা দেখে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য আমাদের উষ্ণতম অভিনন্দন ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

১৯৪৫ সালের অগাস্টে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর জেনারেল আইসেন-হাওয়ার মার্শাল জুকভকে বলেছিলেন, আমেরিকান ও বৃটিশরা সেদিন শুধু আপনাদের আক্রমণের অপেক্ষায় দিন গুণছিল, আপনাদের বিজয়ের সংবাদ পেয়ে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিল। জুকভকে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, সোভিয়েত আক্রমণের পর মিত্ররা নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে নাজীদের পক্ষে আর পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্য মোতায়েন করা সম্ভব হবে না।

যাহোক, ১৯৪৫ সালের প্রথম কটি দিনে আবার ফিরে আসা যাক। জানুয়ারী ৬-৭ এর পর পশ্চিম ফ্রন্টে মিত্র বাহিনীর কমাণ্ড কার্যকর থাকতে পেরেছে শুধু এই কারণেই যে সোভিয়েত বাহিনী শীঘ্র শীতকালীন অভিযান শুরু করবে যা আর্ডেনেসের যুদ্ধকেও প্রভাবিত করবে।

নাজী কমাণ্ড নিশ্চয়ই তাদের গোপন সূত্রে ব্যাপক সোভিয়েত আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পর্কে সজাগ ছিল। পশ্চিম জার্মান সামরিক আর্কা-ইভের দলিলপত্র থেকে জানা যায়; ১০ই নভেম্বর জার্মান গোয়েন্দা সূত্রে গুডেরিয়ান জানতে পারেন যে সোভিয়েত বাহিনী বার্লিনে আসার জন্য মধ্যরণাঙ্গন দিয়ে আক্রমণ চালানোর ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। তথাপি নাজীরা ভেবেছিল সোভিয়েত আক্রমণ শুরু হবার আগেই তারা আর্ডেনেস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। কাজেই তারা আপাতত সোভিয়েত

আক্রমণের মোকাবেলা করার কথা ভাবেনি। নভেম্বর থেকেই গুডেরিয়ান তার সামরিক ব্রিফিংএ আসন্ন সোভিয়েত হুমকির কথা উল্লেখ করতে শুরু করেন।

১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তার চেয়ে খারাপ সংকেত এল নাজীদের জন্য। গুডেরিয়ান একটি মেমোরেণ্ডাম পেলেন, তাতে উল্লেখ রয়েছে ঃ সোভিয়েত বাহিনীর শীতকালীন আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ এবং যে কোন মুহূর্তে তারা সম্ভাব্য সকল শক্তি নিয়ে মধ্য রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাতে পারে। ১৯৪৫ সালের ৫ই জানুয়ারী গুডেরিয়ান হিট-লারের কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাবমালা হাজির করেন ঃ প্রথমত পশ্চিম রণাঙ্গনের সকল সহযোগী ইউনিটকে পূর্ব রণাঙ্গনে সরিয়ে আনা হোক; দ্বিতীয়তঃ এসব বাহিনীকে গজনানে মোতায়েন করা হোক যাতে সোভিয়েত আঘাতকারী বাহিনীকে একই সাথে পাল্টা আঘাত হানা যায়; তৃতীয়তঃ সোভিয়েত আক্রমণকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে পূর্ব রণাঙ্গনে একটি আক্রমণ সংগঠিত করা হউক।

স্বাভাবিকভাবেই এসব ব্যবস্থা কেবলমাত্র আর্ডেনেসে জার্মান আক্রমণ দ্রুত বন্ধ করেই নেয়া সম্ভব। অবশ্য হিমলার, ৫ই জানুয়ারী এক সভায়, ঘোষণা করেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন আক্রমণ করার মত অবস্থায় নেই। কিন্তু যে সব নাজী নেতা স্বভাবগতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তিকে খাটো করে দেখতে অভ্যস্ত তারাও সেদিন হিমলারের এ ঘোষণা বিশ্বাস করেন নি।

যাহোক বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ চালাতে যাবে এমন সময় ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্যান্থার বাহিনীকে আদেশ দেয়া হয় অবিলম্বে যুদ্ধ এলাকা ত্যাগ করার জন্য। এস এস ডিভিশনকে মিত্র বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের দায়িত্বে রেখে ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্যান্থার বাহিনীকে উঠিয়ে আনা হয়। প্রকৃতপক্ষে আর্ডেনেস থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের এটিই হল প্রথম পর্যায়।

সোভিয়েত আক্রমণের প্রথম দিন অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী থেকেই জার্মান ডিভিশনগুলোকে দ্রুত পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়ে আসা শুরু হয়। ৮০০ ট্যাঙ্ক ও সেলফ্ প্রপেংড গানসহ ৮ ডিভিশন সৈন্য ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে পূর্ব রণাঙ্গনে আনা হয়। জেনারেল ওয়েস্টফলের মতে, পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে তারা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সৈন্যকে পূর্ব রণাঙ্গনে সরিয়ে এনেছিল।

এভাবেই "ওয়াচ অন দি রাইন" অপারেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর্ডেনেস অপারেশন থেকে নাজীরা যে সামরিক ও রাজনৈতিক ফললাভের আশা করেছিল, তা' চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

## রিবেনট্রপের স্মারকপত্র ও ক্রিমিয়া সম্মেলন

সোভিয়েত বাহিনীর শীতকালীন আক্রমণ জার্মানীকে নিয়ে আসে অনিবার্য পরাজয়ের মুখোমুখি। রাইখের পতন এখন আর কয়েকটি সপ্তাহের ব্যাপার মাত্র।

হতাহত মিলিয়ে জার্মান বাহিনী ওয়েরমাক্ট তার ৫ লাখেরও বেশী সৈন্য হারায়। যুদ্ধ এখন জার্মান ভূখণ্ডেই চলতে থাকে এবং নাজীরা পেছনে ফেলে যায় তাদের ১ শ'রও বেশী গোলাবারুদের কারখানা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, তারা রূরের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প এলাকা সাইলেশিয়াকেও পেছনে ফেলে যায়। ধ্বংস হয়ে যায় সামরিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি। আগ্রাসী যুদ্ধের দ্বারা শিল্পপতিদের লাভবান হবার আশাও ফুরিয়ে যায় এবং ফুরিয়ে যায় নাজী নেতৃত্বের আকাশচুম্বি অহংকার। এখন রাইখের অনিবার্য পতনের মুখে শাসকমহলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নটাই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে বড়।

এ অবস্থায় সমর-শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শক্তিমান জার্মান শিল্পপতিরা রাইখের সামরিক-রাজনৈতিক সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিটলারকে চাপ দিতে শুরু করে অবিলম্বে পাশ্চাত্যের সাথে কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্য। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে সেখানকার সম্পূর্ণ বাহিনী পূর্ব রণাঙ্গনে সরিয়ে আনা ও সোভিয়েত বিজয় ঠেকানো।

হিটলারকে চরমপত্র দেয়ার দায়িত্ব নেন শিল্পপতিদের আস্থাভাজন তিনজন সরকারী ব্যক্তি। তারা হলেন যুদ্ধ অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী

স্পিয়ার, অর্থমন্ত্রী শেরিন ভন ক্রসিগ ও সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ গুডেরিয়ান।

১৯৪৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে বার্লিন ফিরে আসার সাথে সাথে তাকে চরমপত্র সম্পর্কে জানানো হয়। এটি ছিল সেই একই দিন যেদিন হিটলার ও হাই কমাণ্ডের চীফ অব স্টাফ কীটেল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর্ডেনেস অপারেশন বাতিল করে দেবেন। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্ম হতে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিক ও সামরিক নেতারা যেখানে থেকে সোভিয়েত-জার্মান ও অন্যান্য রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালিয়েছেন এখন সেই উলফশানজেতে ফিরে আসাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে যায়। কয়েকদিন পর যে এলাকায় হিটলারের সদর দফতর ছিল সেটা সোভিয়েত বাহিনী দখল করে নেয়। সোভিয়েত বাহিনী সারলটেনবার্গের নিকটবর্তী ক্রয়েরারের সাইলেশিয়ার সদর দফতরেও আক্রমণ চালায়। নাজীরা নিশ্চিত ছিল যে, তাদেরকে আর পিছু হটতে হবে না। (এখানে ২৮০০ শ্রমিক খাটিয়ে এক বিরাট আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছিল। এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এতে এত বেশী কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছিল যে জার্মানীর সমস্ত বেসামরিক জনগণকে বোমার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও এত কংক্রিট ব্যবহৃত হয়নি।) সব কিছু সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতেই জার্মানরা বাধ্য হয়েছিল সাইলেশিয়া ছেড়ে যেতে।

ফ্যাসিস্ট নেতার এমন বাধ্যতামূলকভাবে বার্লিনে প্রত্যাবর্তন কোন অর্থেই বিজয় ছিল না। শহরের অধিবাসীরা তাকে কোন সাহায্য করতে পারেনি, শুধু স্মরণ করল ১৯৪০ সালে ফ্রান্স বিজয়ের পর হিটলার দুনিয়ার প্রতি কেমন ঔদ্ধত্য নিয়ে এই শহরে ফিরে এসেছিলেন। হিটলার তখন সদর্পে রাজকীয় ভবনে প্রবেশ করেছিলেন—নবগঠিত সে কমপ্লেক্স শহরের কেন্দ্রস্থলে গোটা একটা এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। "রাইখের হাজার বছরের" স্থায়ীত্ব, ক্ষমতা ও মহত্বের চিহ্ন হিসেবে সুইডেন থেকে আনীত মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল বহু উঁচু উঁচু তোরণ। রাজকীয় ভবনের অভ্যর্থনা কক্ষে সেদিন নাজী জেনারেলদের দেয়া হয়েছিল বিভিন্ন উপাধী। বিমান বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিংকে দেয়া হয়েছিল চমৎকার পদমর্যাদা—রাইখস্‌মার্শাল।

হিটলারের এবারের প্রত্যাবর্তন ছিল ভিন্ন রকমের। সোভিয়েত বাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসছিল শহরের দিকে। রেলস্টেশনে গৃহত্যাগীদের ভীড় উপচে পড়ছিল এবং সমস্ত শহর বৃটিশ ও মার্কিন বিমানের বোমা বর্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এমনকি রাজকীয় অফিস ভবনেও আঘাত হানছিল বিমানগুলো। বাড়ীঘরগুলোর কাচের শার্সির জায়গা করে নিয়েছিল কার্ডবোর্ড। ফুয়েরার স্বয়ং বসতি নিয়েছিলেন রাজকীয় অফিস ভবনের নীচে আট মিটার পুরু কংক্রিটের বাংকারে।

নুডেরিয়ান নিয়মিত ব্রিফিংএর সময় হিটলারকে জানালেন যে, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরাজয় ঘটে গেছে। অতএব আর বিলম্ব না করে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ করা হোক এবং কুরল্যাণ্ডে আটকে পড়া সৈন্যদের উদ্ধার করে যত শীঘ্র সম্ভব অডারে মোতায়েন করার ব্যবস্থা করা হোক। যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা নুডেরিয়ানের বলার ভংগী দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যে সর্বদা প্রশ্নহীনভাবে ফুয়েরারের আদেশ পালন করত সেই অনুগত ভৃত্যটি আজ এমন শিক্ষকের মতো আচরণ করছে যেন নির্বোধ ছাত্রটিকে দিয়ে কোন একটা ব্যবস্থা নেয়াতেই হবে। আশ্চর্য হবার কিছুই ছিলনা, কারণ নুডেরিয়ান ভাল করেই জানতেন তিনি কাদের হয়ে কথা বলছেন।

ঐ সন্ধ্যায় হিটলার স্পিয়ারের কাছ থেকে একটা মেমোরেণ্ডাম পেলেন। কি করা প্রয়োজন এ সম্পর্কে স্পিয়ারের মত ছিল ভিন্ন রকম। যখন থেকে রাইখের যুদ্ধ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছিল তখন থেকেই স্পিয়ারের মত ছিল সকল যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সরবরাহ কেবল পূর্ব রণাঙ্গনে প্রেরণ করা হোক। তিনি সাইলেশিয়ায় জেনারেল স্করনারের বাহিনীকে আরো বেশী শক্তিশালী করার ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জানুয়ারী মাসের সমর উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ অতিরিক্ত সরবরাহ হিসেবে সেখানে পাঠানোর প্রস্তাব করেন। তাছাড়া পশ্চিম রণাঙ্গনে এখন যত বিমান আছে তা সকলি পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়ে আসার আবেদন করেন।

২১শে জানুয়ারী স্পিয়ার ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের সাথে দেখা করেন এবং পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সকল সৈন্য পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়ে আসার জন্য খোলাখুলি আবেদন জানান।

হিটলার কিন্তু সময় অর্জনের জন্য চাল চালছিলেন। তার বিশ্বাস করার কারণও ছিল যে পাশ্চাত্যের সাথে ভিন্নরূপ ব্যবস্থার দ্বারাই তার ভাগ্য ফিরতে পারে। শুধু শুধু আত্মসমর্পণ আর যাই হোক তাকে অন্তত বাঁচাতে পারবে না। স্পিয়ার তখন আরো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ারই চেষ্টা করলেন। ২৭শে ডিসেম্বর তিনি হিটলারের কাছে একটি স্মারকপত্র দেন যাতে স্বাক্ষর করেছিলেন জার্মানীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ৩০০ জন ব্যাংকার, শিল্পপতি ও যুদ্ধ অর্থনীতিতে জড়িত প্রতিনিধিরন্দ। স্মারকপত্রে বলা হয়, দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে এবং দেশীয় শিল্পের ধাতু ও বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ও শিল্পে কাঁচামাল যোগান অব্যাহত রাখার জরুরী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। হিটলারের সামনে এখন একটাই করণীয় আছে তা হল পাশ্চাত্যের সাথে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির বিষয়ে আলোচনা শুরু করা। বরাবরের মতোই জার্মানীর প্রকৃত শাসকদের নির্দেশ নাজী নেতৃত্বকে মেনে নিতেই হল। ৫ই ফেব্রু-য়ারী হিটলার স্পিয়ারের কাছে বর্তমান অবস্থা থেকে প্রয়োজনীয় উপসংহার টানার কি কি সুযোগ আছে তা জানতে চাইলেন।

অর্থমন্ত্রী শেরিন ভন ক্রসিগ নিলেন পরবর্তী পদক্ষেপ। তিনি গোয়ে-বলসের মাধ্যমে একটি চিঠি পাঠিয়ে হিটলারকে বলেন, "বর্তমান সামরিক অবস্থার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নের কথা বলা সম্ভব নয়, তবু কার্ল বারকইলাটের মত তার পুরানো বন্ধু ও পর্তুগীজ এক-নায়ক সালাজারকে পশ্চিমা শক্তির সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে।"

স্পিয়ার তার স্মৃতিপত্রে লিখেছিলেন, "১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চে হিটলার আকারে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে শত্রুর (পশ্চিমা শক্তিসমূহ) সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করছেন।" স্পিয়ার লেখেন যে, তিনি আলোচনার বিস্তারিত বিষয়ে অবগত ছিলেন না। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নাজী জার্মানীর দ্বারা গৃহীত সোভিয়েত-বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ মোটামুটিভাবে জানা সম্ভব।

সাধারণভাবে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা লিখে থাকেন "ভলফ মিশন," "হিমলার-বারনাদোতে আলোচনা," "রিবেনট্রপের স্মারকপত্র" ইত্যাদি বিভিন্ন নামে খ্যাত কূটনৈতিক পদক্ষেপগুলো ছিল কতগুলো বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টামাত্র, এগুলো ঘটেছে হিটলারকে না

জানিয়ে অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তারা লিখে থাকেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিগুলো সর্বান্তকরণে সেসব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যদি কোনো আলোচনা চলেও থাকে তবু এটা বলা যায় না যে মিত্র শক্তি সে সময় তাদের দায়িত্ব পালনে পিছপা হতো। একজন পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিক রেইমার হানসেন লিখেছেন, "শর্তাধীন আত্মসমর্পণের ব্যাপারে নাজীদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।"

বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের এ দাবী কি সত্য? অথবা জার্মানীতে সে সময়ে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল? প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায় নাজী সরকারের গোপন দলিল-পত্র থেকেই, জানা যায়, নাজী সরকার শেষ কয়মাসে কি ধরনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল এবং কারা কিরূপ সাড়া দিয়েছিল। হিটলার প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গই এসব দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যেমন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ, সিকিউরিটি সার্ভিসের প্রধান এবং ইতালী ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিমলার।

সামরিক শিল্পপতি মহল এবং জেনারেলদের চিন্তাধারার সূত্রেই ঘটেছিল একাধিক ঘটনা। ১৭ই জানুয়ারী হিটলার রিবেনট্রপকে "শান্তি প্রস্তাবসমূহ" ব্যাখ্যা করেন। সে ব্যাখ্যা অনুযায়ী পররাষ্ট্র দফতরের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ "শান্তি প্রস্তাবমালা" চূড়ান্ত করেন। ১৯শে জানুয়ারী হিটলার আবার তা' অনুমোদন করেন। এটিই "রিবেনট্রপের স্মারকপত্র" বলে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল রাইখের অস্তিত্বের শেষ কয়মাসে নাজী সরকারের সম্পাদিত সকল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার একটি সারাংশ মাত্র। অধিকন্তু ১৯৪৫ সালের ২রা মে সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন দখল করে নেবার পর রিবেনট্রপ এ স্মারকপত্রটি দিয়েছিলেন হিটলারের "উত্তরাধিকারী" কার্ল ডয়েনিজকে—পাশ্চাত্যের সাথে ভবিষ্যৎ আলোচনার কাঠামো হিসেবে তা ব্যবহারের জন্য।

"রিবেনট্রপের স্মারকপত্র" সম্পর্কে প্রথম জানা যায় নাজী কূটনীতিক ফ্রিজ হেসের স্মৃতিকথা থেকে। হেস ছিলেন জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৃটেন সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ। যুদ্ধের আগে লণ্ডনস্থ জার্মান দূতাবাসের প্রেস এ্যাটাচি হিসেবে হেস রিবেনট্রপের পক্ষে অনেক জটিল দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মাত্র একদিন আগে ১৯৩৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রিবেনট্রপের নির্দেশে হেস বৃটিশ

প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিনের একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা হোরেস উইলসনের সাথে গোপনে দেখা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যমান সমস্যা মিটমাট করে ফেলা। যুদ্ধের সময় হেস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন পরামর্শদাতা হিসেবে ফুয়েরারের সদর দফতরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্মারকপত্র প্রণেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কিন্তু স্মৃতি-কথায় তিনি এ ব্যাপারে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে মিথ্যাচারণ করেছেন এবং স্পষ্টতঃই নাজী কূটনীতি ও আগ্রাসনের কতিপয় সংগঠক ও সহযোগী যারা নুরেমবার্গ বিচারে দোষী প্রমাণিত হয়েছিলেন তাদের-কেও কালিমামুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। হেসের মতে, পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনার বিনিময়ে নাজী নেতৃত্ব কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তুলে দেয়া, নাজী বিরোধীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করা, ধর্মীয় স্বাধীনতা দান, কারাগার থেকে ধর্মীয় নেতাদের মুক্তি দান এবং অবশিষ্ট ইহুদীদের বিদেশ গমনের সুযোগ দিতে আগ্রহী ছিল। অধিকন্তু হেস ইঙ্গিত করেছিলেন যে, পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনা সফল হলে নাজী নেতৃত্ব ক্ষমতা ছেড়ে দিতে এবং "অন্তর্বর্তী সরকারের" জন্য "পথ পরিষ্কার" করে দিতেও আগ্রহী ছিল। সুইডিশ সাংবাদিক আরবিড ফ্রেডবর্গ "রিবেনট্রপের স্মারকপত্র" সম্পর্কে "স্ভেন্সকা ডগব্লাডেট" পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। নিবন্ধটি সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং হেসের বহুল পরিচিত দাবীসমূহ অনুযায়ী লিখিত হয়। এতদসত্ত্বেও, বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা রিবেনট্রপের স্মারকপত্রের উল্লেখে বলে থাকেন যে স্মারকপত্রের মূল কপিটি হারিয়ে গেছে। যাহোক, বর্তমান গ্রন্থের লেখক পশ্চিম জার্মান আর্কাইভ থেকে স্মারকপত্রের একটি কপি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য অনেক দলিলপত্রসহ মূল কপিটি এখন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আছে। তারা এসব দলিলপত্র যুদ্ধের পরে হস্তগত করেছেন।

এই স্মারকপত্রটিও শুরু হয়েছিল নাজীদের সেই একই পুরনো বুলি "পাশ্চাত্যের প্রতি সোভিয়েত হুমকি" দিয়ে। আজকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবক্তারা যদি রিবেনট্রপের স্মারকপত্রটি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন যে "সোভিয়েত হুমকি" নামক জুজুটির আবিষ্কারক কিন্তু তারা নন বরং তারা এজন্য নাজীদের কাছেই ঋণী। "সোভিয়েত হুমকি" প্রমাণ করার জন্য নাজীরা এমন কি একথাও বলে যে, সবরকম কাঁচা মালের

সম্পদে বলীয়ান এককালের অশিক্ষিত রুশরা এখন আধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী এবং কাজেই তারা বলে যে, রুশ সাম্রাজ্যবাদের পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে ইউরোপ বিজয়। এখন মিত্র শক্তি অবিলম্বে যদি জার্মানীর সাথে কোন "বন্দোবস্তে" না আসে তাহলে যুদ্ধের পর মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে চলে যাবে এবং "৩০ কোটি মানুষের একটি শিবির" তৈরী হবে। জার্মানরা হুশিয়ার করে দেয় যে, "সোভিয়েত বাহিনী আরো অগ্রসর হবার জন্য অচিরেই তারা পশ্চিম ইউরোপে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাবে" এবং খুব শীগগীর ইংল্যাণ্ড নিজেই সে অবস্থার শিকার হবে। অধিকন্তু মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটবে ও পাশ্চাত্য তেল সরবরাহের জন্য "রাশিয়ার কৃপার ওপর" নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

স্মারকপত্রে বলা হয় একমাত্র জার্মানীর পক্ষেই সম্ভব "সোভিয়েত হুমকি" মোকাবেলা করা এবং জার্মানীতে যেহেতু জাতীয় সমাজতান্ত্রিকেরাই ক্ষমতায় রয়েছে সেহেতু শুধুমাত্র জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলই পারে পাশ্চাত্যে কমিউনিজম ও বলশেভিজমের অগ্রগতি ঠেকাতে। এটি আশা করাটা বাড়াবাড়ি যে, জার্মান জনগণই বুর্জোয়া দলগুলির কোয়ালিশন সরকার৻ সমর্থন করবে। স্মারকপত্রে দু'টো মহাযুদ্ধে গ্রেট বৃটেন ও ফ্যাসিস্ট ইতালীর মধ্যকার সহযোগিতার কথাও নজরে আনা হয়। হেস যদিও বলেছেন নাজী নেতৃত্ব "পদত্যাগ" করতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু স্মারকপত্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্যের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে নাজী নেতৃত্বকেই ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা। জার্মান যে সব কূটনীতিক স্মারকপত্রটি পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তারাও নাজী নেতৃত্বকে টিকিয়ে রাখার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী।

স্মারকপত্রে বলা হয় এ অবস্থায় "জার্মানী যদি আরো দুর্বল হয়" তাহলে মার্কিন ও বৃটিশরাও রক্ষা পাবে না। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য মহাদেশের শক্তিশালী সরকারগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার বৃটিশ কূটনীতির যে পুরোনো ঐতিহ্য রয়েছে স্মারকপত্র অনুযায়ী সেটাও এখন অচল হয়ে গেছে। নাজীরা ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি নতুন কূটনৈতিক প্রস্তাব দেয়, তা হলো সোভিয়েত ইউ-নিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান-ইউরোপ-ইংল্যাণ্ডের সমন্বয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে আসন্ন 'সোভিয়েত হুমকির প্রতি সতর্ক করে

দিয়ে স্মারকপত্রে কতগুলো নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়া হয়। প্রথমতঃ পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলতে থাকা যেহেতু জার্মানীর জন্য ক্ষতিকর এবং কৌশলগতভাবে বৃটেনের জন্য আরো বেশী ক্ষতিকর সেহেতু অবিলম্বে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। অর্থাৎ যে যুদ্ধ-বিরতির মাধ্যমে জার্মানীর "সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি" অক্ষত থেকে যেতে পারত। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে, অনিবার্য পতনের মুখে এসেও স্মারকপত্রে জার্মানী ফ্রান্সের আলসেস ও লরেন প্রদেশ, লুক্সেমবার্গ, অষ্ট্রিয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়ার পশ্চিমাঞ্চল ও পোল্যাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ নিজেদের দখলে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আর তার বিনিময়ে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের সাথে একটি সামরিক রাজনৈতিক শিবির গঠন করবে। তাছাড়া সে শিবিরে তারা তাদের দূর প্রাচ্যের মিত্র জাপান-কে অন্তর্ভুক্ত করারও ইচ্ছা ব্যক্ত করে। এ সবই হল রিবেনট্রপের স্মারকপত্রের সারকথা।

স্মারকপত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যা পরে নাজীদের পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সহায়ক হবে। স্মারকপত্রে যদিও গোটা পাশ্চাত্যকেই জড়ানো হয়েছে, তবু এটি মূলতঃ বৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে উদ্দেশ্য করে তৈরী। আগে থেকেই নাজীদের বিশ্বাস ছিল যে, সোভিয়েত বাহিনী বিরাট বিজয় অর্জন করলে "মিউনিক ডিল" এর ইংরেজ সমর্থকরা দেশে আবার প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। কাজেই এখন তারা মোটামুটি ধরে নিয়েছিল যে ১৯৪১ সালে নাজী দূত রুডলফ হেস যা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবার হিটলার রিবেন-ট্রপ কূটনীতি তাই করতে পারবে। লণ্ডনকে তারা সতর্ক করে দেয় যে, আমেরিকার ওপর তারা যেন খুব বেশী নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে, কারণ যে কোন মুহূর্তে সেখানে আবার "পৃথকতাবাদীরা" ক্ষমতায় চলে আসতে পারে। তার চেয়ে বরং "সোভিয়েত হুমকির" প্রেক্ষিতে তারা জার্মানীর উপরই অধিক আস্থা রাখতে পারে। এভাবে রিবেনট্রপ স্মারকপত্রের দুরভিসন্ধি শুধু যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে মিত্রদের থেকে আলাদা করার মধ্যেই সীমিত ছিল তাই নয় বরং তা পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে।

১৯৪৫ সালের ২০শে জানুয়ারী থেকে জার্মানীর কূটনৈতিক যন্ত্র তার পুরো কর্মক্ষমতা নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। এমনকি বিকারগ্রস্তের

মতো জার্মানদের কূটনৈতিক তৎপরতায় মেতে উঠার পেছনে শুধুমাত্র ভয়াবহ সামরিক বিপর্যয়ই দায়ী ছিল না। আঙ্কারাস্থ বৃটিশ দূতাবাসে সক্রিয় একজন জার্মান গুপ্তচর তাদের জানিয়েছিল খুব শীগগীর সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেন এই তিন শক্তির নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রথমে জার্মানরা ধরে নিয়েছিল, তাদের শান্তি প্রস্তাবসমূহ বৈঠকের ফলাফলের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে। শান্তি প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিক রেইমার হানসেন লিখেছেন, "জার্মানদের ইচ্ছা ছিল পশ্চিমা শক্তিগুলোকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া এবং শত্রু-জোটকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট শান্তি প্রস্তাব দেয়া।"

যদিও রিবেনট্রপ দায়িত্বে ছিলেন কিন্তু পর্দার আড়ালে হিটলারই আসলে শান্তিপূর্ণ কূটনীতির সব কলকাঠি নাড়েন। তবুও প্রকাশ্যে হিটলারের এসব কাজকর্মের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীই "ব্যক্তিগতভাবে দায়ী" ছিল। হেসের সাথে যা করেছিলেন সেভাবেই অন্ততঃ কূটনৈতিক তৎপরতার প্রাথমিক অবস্থায় হিটলার ছায়াতেই থাকতে চেয়েছিলেন। তার অর্থ হল যদি "শান্তি মিশন" সফল হয় তবে কৃতিত্ব হোক তার আর যদি ব্যর্থ হয় তাহলে অপবাদ চাপুক রিবেনট্রপের ঘাড়ে।

১৯৪৫ সালের শুরুতে বিপর্যস্ত নাজী কূটনৈতিক তৎপরতার মতোই রিবেনট্রপের অবস্থাও ফ্যাসিস্ট ক্ষমতার কাঠামোতে বড় নাজুক হয়ে পড়ে। যিনি ছিলেন এককালের অপরিচিত শ্যাম্পেন বিক্রেতা, দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও আগ্রাসনমূলক কাজকর্ম তাকে করে তুলেছিল একজন "বিশিষ্ট" নাজী, ফুয়েরারের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য, হিটলারের প্রধান সদর দফতরের একজন কর্মকর্তা ও এস এস বাহিনীর একজন জেনারেল।

পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানীর পরাজয় অবিলম্বে তার পররাষ্ট্র নীতি ও নেতৃবৃন্দের উপরও প্রতিফলিত হয়। ১৯৪৫ সালের শুরুতে প্রায় ৫০টি দেশ জার্মানীর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং অনেকেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিদেশে জার্মানদের মাত্র গুটিকয়েক প্রতিনিধি ছিল। বার্লিনের বিশ্বস্ত অনুচর জালাসি, কুইসলিং ও পাভেলিকের মত লোকের নেতৃত্বাধীন নাজী পুতুল সরকারগুলো ছাড়া ইউরোপে জার্মানীর দূতাবাস ছিল শুধুমাত্র বার্ন, স্টকহোম, ডাবলিন, লিসবন ও মাদ্রিদে। এ ছাড়া

ভ্যাটিকানেও জার্মানীর একজন প্রতিনিধি ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেই ভবনটি যেখানে রিবেনট্রপ কাইজার আমলের প্রাক্তন মন্ত্রীদের চেয়ারে বসে কেতাদুরস্ত ভাবভঙ্গী দেখাতে পছন্দ করতেন সেটিও এখন চূর্ণবিচূর্ণ। দলিলপত্র ও কর্মকর্তাদের দক্ষিণ ব্যাভারিয়াতে সরিয়ে নেয়া হয়।

জার্মান কূটনীতির সাথে সাথে ম্লান হতে থাকে রিবেনট্রপের তারকা। পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে বেশীদিন আর ডাকা হয়নি হিটলারের দৈনন্দিন ব্রিফিংএ। গোয়েবলসের ডাইরীতে নাজী নেতাদের বহু নিন্দাসূচক মন্তব্য রয়েছে এবং এগুলোর লক্ষ্য ছিল মূলতঃ এককালের শক্তিমান ব্যক্তি যিনি নিজেকে বিসমার্কের সাথে তুলনা করে আনন্দ পেতেন সেই রিবেনট্রপ।

ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী রিবেনট্রপের মনে এরপরও বিশ্বাস ছিল, পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আবার তিনি ফ্যাসিস্টদের মধ্যে বর্তমান নাজুক অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবেন।

১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী শেষবারের মত সংশোধিত এবং হিটলার কর্তৃক অনুমোদিত রিবেনট্রপের স্মারকপত্র সুইজারল্যাণ্ড, সুই-ডেন, স্পেন ও পর্তুগালে অবস্থিত জার্মান দূতাবাসগুলোতে বিতরণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল এসব "প্রভাবশালী নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী দেশ-গুলোর" মাধ্যমে বৃটেন ও অন্যান্য যে সব দেশের সাথে জার্মানী প্রথম সুযোগে যোগাযোগ করতে চায় সেসব দেশের কাছে হস্তান্তর করা।

নাজী নেতৃবৃন্দ রিবেনট্রপের স্মারকপত্রের সাফল্য সম্পর্কে যে কতটা আশাবাদী ছিল তা প্রকাশ পায় ১৯৪৫ সালের ৩০শে জানুয়ারীর সাম-রিক ব্রিফিংএ। বার্লিনের প্রতিরক্ষা জোরদার করার জন্য কুরল্যাণ্ডে আটকে পড়া বাহিনীকে তুলে আনার একটি প্রস্তাব হিটলার সরাসরি নাকচ করে দেন। কারণ, হিটলার আশা করেছিলেন চুক্তি সম্পাদনের পর বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীর সাথে মিলে সে বাহিনী লেনিনগ্রাদ আক্র-মণ করবে।

কিন্তু সপ্তাহ পার হয়ে গেল, জার্মান শান্তি প্রস্তাবের কোন জবাব নেই, কোন সাড়া নেই কারো কাছে থেকেই। এবার কি করা যায়? পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হল বার্ন, স্টকহোম, মাদ্রিদ ও লিসবনে বিশেষ দূত পাঠানো হোক। নাজী নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবটি সানন্দে লুফে

নেয়। বিশেষ দূতদের এই মিশনটিকে পাশ্চাত্যের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তারা প্রার্থী বাছাইয়ের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব নেন রিবেনট্রপ নিজে এবং ফুয়েরার নিজে নেন চূড়ান্ত অনুমোদনের দায়িত্ব। প্রার্থী নির্বাচনে প্রধান বিবেচনা লাভ করেছিল প্রার্থীদের রাজনৈতিক জীবন। যাহোক, এমন ঝানু কূটনৈতিকদেরই এই অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ মিশনটিতে বাছাই করা হয় যাদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বহু প্রতিনিধিদের অতীতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

গ্রেটব্রটেনের শাসকমহলে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে হেসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাকে পাঠানো হয় স্টকহোমে। রুডলফ রানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফ্রেডারিখ ময়েলউসেনকে পাঠানো হয় মাদ্রিদ ও লিসবনে। রান ছিলেন মুসোলিনী "সরকারের" কাছে বার্লিনের প্রতিনিধি এবং সে সময় পাশ্চাত্যের বহু প্রতিনিধির সাথে তার যোগাযোগ হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ দূত হিসেবে রিবেনট্রপ রানকে নিয়োগ করেন নি। তার একমাত্র কারণ ছিল রান হিটলারের পরিচিত এবং হিটলার তাকে পছন্দ করতেন। রিবেনট্রপ সজ্ঞানে তার কোন শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমন কোন দায়িত্ব দিতে পারেন না যেখানে রাইখের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিক ওয়ার্নার ভন শ্মিয়েডেনকে পাঠানো হয় বার্নে এবং তাকে মার্কিন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব দেয়া হয়।

বার্লিনে স্মারকপত্রের বিভিন্ন সূক্ষ্ম দিক নিয়ে বারবার আলোচনা হয়। দূতগণ স্মারকপত্রের বার্তা মৌখিকভাবে উপস্থাপন করবেন বলে এই ব্যবস্থা। সবাই একমত হয় যে "যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটব্রটেনের বন্ধু মহলে" এই কূটনীতিকরা সাড়া জাগাবে এবং "প্রতিপক্ষ যাতে নাজী প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাখ্যান করতে না পারে সে চেষ্টা করতে হবে।" এমনি আলোচনা চলাকালে হেসে রিবেনট্রপের কাছে একটি রিপোর্ট হস্তান্তর করেন তাতে বলা হয় "তিন বৃহৎ-এর বৈঠকের অব্যবহিত আগে মিত্রদের মাঝে জার্মানীর ভবিষ্যৎ প্রশ্নে কোন রাজনৈতিক ঐকমত্য বিরাজ করছেনা" এবং "এ অবস্থায় বিদ্যমান মতবিরোধের সুযোগ নেয়া সম্ভব।" হেসে পরামর্শ দেন হিটলার যেন জনসমক্ষে পাশ্চাত্যের উদ্দেশে "শান্তি প্রস্তাবের" তিনটি মূলনীতি ঘোষণা করেন। প্রথমতঃ, "জার্মানী ভবিষ্যৎ লীগ;অব নেশন্স্-এ ফিরে আসবে," দ্বিতীয়তঃ,

"জার্মানী একতরফা কাজকর্ম পরিহার করবে" ও "আন্তর্জাতিক সহ-যোগিতায় ফিরে আসবে" এবং তৃতীয়তঃ, "পাশ্চাত্য যে বিশ্বব্যবস্থা গঠন করবে তাতে যোগদানের" আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি দেবে। হিটলার তা ঘোষণা করতে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু হেসে ও বিশেষ দূতদেরকে বলে দেয়া হয় তারা যেন পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের কাছে নীতিগুলি ব্যক্ত করেন।

এমনকি দূতদেরকে প্রয়োজনে স্মারকপত্রের বিষয়বস্তু পর্যন্ত সাজিয়ে নেবার নির্দেশ দেয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ, বৃটিশ প্রতিনিধির সাথে আলোচনার সময় জার্মান প্রতিনিধি বলেন, জার্মানী শুধু পশ্চিমা গোষ্ঠির মাঝে ফিরে আসতে এবং বৃটেনের তৈরী "ইউরোপীয় কাঠামো" মেনে নিতেই আগ্রহী নয় বরং জার্মানী দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছে যে, সে প্যাক্স ব্রিটেনিকা তথা বিশ্বে বৃটিশ শাসনও মেনে নেবে।

একথা অবশ্য স্বীকৃত যে পাশ্চাত্য প্রতিনিধিদের কাছে দূতগণ "শান্তি প্রস্তাবের" সরকারী রূপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মোট কথা, এ কাজটি কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। পরিশেষে দূতদেরকে বলে দেয়া হয় তারা যেখানে সমস্যায় পড়বেন সেখানে যেন আবার "সোভিয়েত হুমকির" কথা উত্থাপন করা হয়। কিন্তু স্মারকপত্রের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে নমনীয় নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও একটি ব্যাপারে হিটলারের অনুমোদন নিয়ে বার্লিন খুব কড়া নির্দেশ দেয়, তাহলো "জাতীয় সমাজ-তান্ত্রিক সরকারের সদস্যদের পদত্যাগ দাবী করা হলে জার্মানী এককভাবে সোভিয়েত পক্ষে চলে যাবে অথবা কমিউনিস্টদের হাতে জার্মানীর পতন ঘটবে।"

নাজীদের "শান্তি প্রস্তাব" প্রকৃতপক্ষে "সোভিয়েত হুমকি"কে মোড়ক-বদ্ধকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। রিবেনট্রপ জার্মান দূতদের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার জন্য ১৭ই ফেব্রুয়ারী সুইডেনের কাউন্ট ফোক বার্না-দোতের সাথে বার্লিনে সাক্ষাৎ করেন। বার্নাদোতে সুইডেনের রাজ-পরিবারের একজন সদস্য ও সুইডিশ রেডক্রসের পরিচালক। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বহু খ্যাতনামা রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন একজন মার্কিন একজন নাগরিক।

তাদের মধ্যে দু'ঘন্টা ধরে আলোচনা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল রিবেন-ট্রপেরই একতরফা বক্তৃতা, যাতে তিনি কেবলি সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি

সম্পর্কে বিষোদগার করেন। এমনকি রিবেনট্রপ এ হেন মিথ্যার আশ্রয় নেন যে, ১৯৪১ সালের অগাস্ট মাসেই সোভিয়েত ইউনিয়ান জার্মানী আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল, এবং তাদের দৃষ্টি ছিল ডেনিশ প্রণালী স্কাগেরাক ও কাটেগাটের দিকে। রিবেনট্রপ বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ইচ্ছা ছিল গোটা ইউরোপকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার। রিবেনট্রপ কিন্তু এখানেই থামেননি, বার্নাদোতেকে সতর্ক করার জন্য তিনি আরো এগিয়ে গিয়ে বলেন, যুদ্ধে যদি জার্মানী হেরে যায় তাহলে স্টকহোমে অবশ্যই বোমা বর্ষিত হবে এবং ছয় মাসের মধ্যে সুইডেনের রাজপরিবার বলশেভিকদের বুলেটে প্রাণ দেবে।

পাশ্চাত্যের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনের আশায় এবং নাজীদের "শেষ গোপন প্রচেষ্টা" বার্নাদোতেকে আস্থার সাথে ব্যক্ত করতে গিয়ে রিবেনট্রপ সোভিয়েত বিরোধী বাগ্মীতার আশ্রয় নেন। তিনি জার্মান শান্তি প্রস্তাবের প্রসঙ্গে বহুবার উল্লেখ করেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী জার্মান লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা বন্ধ করুক, যাতে জার্মানী হিটলারের একনায়কতন্ত্র চালিয়ে যেতে পারে।

বার্নাদোতে রিবেনট্রপের প্রস্তাবসমূহে খুশী হতে পারেন নি। তিনি বৃটিশ ও যুক্তরাষ্ট্র এবং হিটলার সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে অস্বীকৃতি জানান এবং তা জানান খুব সঙ্গত কারণেই। ১৯৪৫ সালের বসন্তকাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রভাব ও সামরিক শক্তি বিশ্বের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আন্দোলনসমূহকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। কাজেই পাশ্চাত্য সরকারগুলো রাইখের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে বিশেষভাবে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীর স্তরে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানায়।

১৯৪৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তিন মিত্র দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের নেতৃবৃন্দ জনসমক্ষে ক্রিমিয়া সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। নাজী নেতৃবৃন্দ এতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সরকারগুলোর সাথে সোভিয়েত বিরোধী মানসিকতার ভিত্তিতে যে চুক্তি সম্পাদনের অপেক্ষায় ছিল এ ঘোষণা তাদের সে আশাও শেষ করে দেয়।

ক্রিমিয়া সম্মেলনে তিনদেশের নেতৃবৃন্দ একমত হন যে, জার্মানীর আত্মসমর্পণ হবে বাধ্যতামূলক। তাঁরা জার্মানীর বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে সমন্বিত পদক্ষেপের জন্য কতগুলো

মূলনীতি নির্ধারণ করেন। তাতে সিদ্ধান্ত হয়, মিত্রবাহিনী দেশটি দখল করবে এবং তা মিত্র শক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। এই দখল ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হলো "দেশটি থেকে সামরিকবাদ ও নাজী-বাদের অবসান ঘটানো এবং জার্মানী আবার যাতে বিশ্ব শান্তি ক্ষুণ্ণ করতে সক্ষম না হয় তা নিশ্চিত করা"। মিত্র শক্তিত্রয় ঘোষণা করে যে জার্মান সামরিক বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হবে, নাজী সদর দফতর বিলুপ্ত করা হবে, জার্মানীর সকল অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস অথবা বাজেয়াপ্ত করা হবে, সমর সরঞ্জাম তৈরী করতে সক্ষম যত শিল্প আছে হয় সেগুলোর বিলুপ্তি ঘটনা হবে নতুবা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা হবে, সকল যুদ্ধঅপরাধীকে দ্রুত বিচার করা হবে ও সাংস্কৃতিক জীবন থেকে নাজী প্রভাব মুছে ফেলতে হবে এবং ভবিষ্যতে জার্মান জনগণের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে জার্মান জনগণকে অবদমিত করার কোন ইচ্ছা তাদের নেই। পুনরায় তারা একথাও বলেন যে, জার্মানী থেকে "নাজীবাদ ও সমরবাদের মুলোৎপাটন করা গেলেই কেবল জার্মানদের জন্য সুন্দর জীবন আশা করা যাবে এবং তারা আবার বিশ্ব সম্প্রদায়ে ফিরে আসতে পারবে।"

হিটলার সরকারের সাথে বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করে স্টালিন ১৯৪৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী চার্চিল ও রুজভেল্টকে প্রশ্ন করেছিলেন, "হিটলার যদি শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করে তাহলে আমরা কি তার সরকারকে টিকিয়ে রাখব? একটি অপরটিকে খারিজ করে দেয়।"

চার্চিল এই উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, "যদি হিটলার কিংবা হিমলার কেউ শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয় তাহলে পরিষ্কার উত্তর —আমরা কোন অবস্থাতেই স[illegible]দের সাথে আলোচনায় বসবোনা।"

কাজেই ক্রিমিয়া সম্মেলনের পর নাৎসীদের পাশ্চাত্যের সাথে আনু-ষ্ঠানিক আলোচনার সকল আশা ভন্ডুল হয়ে যায়।

আসলে, রিবেনট্রপ স্মারকপত্রের প্রথম সাড়া পাওয়া যায় ভ্যাটিকান থেকে। সেখানকার নাজী প্রতিনিধি আর্নেস্ট ফন ভিসেকার কিছু সমঝোতার জন্য পশ্চিমা প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। নিউইয়র্কের বিশপ স্পেলম্যান (অধিনায়ক কার্ডিনাল) ১৯৪৪ সালের

শেষদিকে ভ্যাটিকানে এলেন। নাজী প্রতিনিধি ভিসেকার জার্মান ধর্মানুরাগীদের নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে নিয়ে যাবার জন্য স্পেলম্যানের কাছে স্মারকপত্রের একটি কপি পৌঁছে দেবার জন্য। স্মারকপত্রে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে আবেদন জানানো হয় অন্য মিত্রকে বার্লিনে আসতে না দিয়ে শুধু যেন বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীই জার্মানী দখল করে। ভিসেকার পরে জার্মানীস্থ প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যাগ উইলসন ও যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসের প্রধান জেনারেল ডনোভানের সাথেও কয়েক দফা গোপন আলোচনায় মিলিত হন। নাজী প্রতিনিধি সেখানে রাজনৈতিক উপায়ে "যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত করার" প্রশ্নটিই বড় করে তুলে ধরেছিলেন। তবে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী মার্কিন প্রতিনিধিদের একটা বড় কৃতিত্ব হল তারা সেদিন বলে দিতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধের পর জার্মানী ভেঙ্গে গিয়ে বেশ কিছু "স্বাধীন সত্তা" লাভ করবে।

রিবেনট্রপের স্মারকপত্র হস্তগত হবার পর পরই ভিসেকার এর সারবস্তু ভ্যাটিকানে অবস্থিত অন্যান্য পাশ্চাত্য প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু যে উত্তর পাওয়া গিয়েছিল তা তাদের জন্য আশাব্যঞ্জক ছিল না। বলা হল, যতক্ষণ পর্যন্ত না হিটলারের সরকারের লোকজন বদল হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা অসম্ভব। এবার কি করা হবে ভিসেকার জানতে চাইলে রিবেনট্রপ উত্তর দিয়েছিলেন, "আমরা সরকারের লোক বদল নিয়ে আলোচনা করব না ——একমাত্র জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলই পারে জার্মানীকে বাঁচাতে।"

স্মারকপত্রের প্রতি সুইজারল্যাণ্ড থেকেও ভাল কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। ভন শ্মিয়েডেন বার্লিনকে জানালেন যে, পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হল এস এস কর্তৃক ধর্মীয় নেতা, ইহুদী ও নাজী বিরোধীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করা।

মাদ্রিদে ফ্রাংকো প্রশাসন খুব দ্রুত নাজী দূত ময়েলউসেন ও বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যামুয়েল হোরের সহকারীর মধ্যে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছিলেন। হোর ছিলেন একজন প্রখ্যাত বৃটিশ কূটনীতিক, এককালীন পররাষ্ট্রসচিব ও যুদ্ধপূর্ব কালে বৃটেনের রক্ষণশীল দলের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের নেতা। একগুয়ের মতোই তিনি ছিলেন হিটলার ও মুসোলিনী সরকারের সাথে বৃটেনের সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পা-

দনের পক্ষে। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর তিনি বেশী দিন আর তার উল্লেখ-যোগ্য রাজনৈতিক অবস্থানে থাকতে পারেন নি। রাষ্ট্রদূত করে তাঁকে পাঠানো হয় তাঁরই বন্ধু ফ্রাঙ্কো শাসিত দেশ স্পেনে।

হোর স্পেনে তার বিশেষ ধারায় কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুর্বল না হয়ে বরং তার শক্তিমত্তা ও প্রভাব নিয়েই বেরিয়ে আসবে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানীর উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ফ্রান্ক ভন পপেন মাদ্রিদে এসেছিলেন এবং হোরের সহকারীর সাথে দেখা করেছিলেন। এর আগে পপেন যথাক্রমে ভাইস চ্যান্সেলর, অস্ট্রিয়ায় জার্মানীর রাষ্ট্রদূত ও যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কূটনৈতিক মিশনে তিনি তার দক্ষতার জন্য "লম্বা হ্যাট পরা শয়তান" উপাধি লাভ করেছিলেন। জার্মানীর পক্ষে পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা এবং ১৯৩৯ সালের সীমারেখা (অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশবিশেষ সহ) কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব পপেন সে পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। যা হোক, রিবেনট্রপের স্মারকপত্র নিয়ে ময়েলউসেনের সাথে আলোচনা করতে হোরের সহকারীরও উৎসাহ কম ছিল না।

স্পেন থেকে জার্মানীর রাষ্ট্রদূত বার্লিনে একটি তারবার্তা পাঠালেন, "ফুয়েরার যদি শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তার কাজকর্ম সীমিত না করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরকারের দায়িত্ব না দেন তাহলে কোন শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে না।" হোর জার্মানীর নাজীদের ও শিল্পপতিদের বললেন, হিটলারকে মঞ্চ হতে সরিয়ে রাখা হলেই পাশ্চাত্যের সাথে শান্তি আলোচনা সম্ভব। কিন্তু হোর একথা বলেছিলেন কর্তৃত্ব বহির্ভূতভাবে। আসলে তৃতীয় রাইখের সাথে সরকারী পর্যায়ে আলোচনা করা লণ্ডনের পক্ষে ছিল অসম্ভব। ইয়াল্টা সম্মেলনের আগেই হোরকে তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। এবং বৃটিশ চার্জ দ্য এফেয়ার্সকে বলা হয় তিনি যেন ময়েলউশেনকে জানিয়ে দেন যে বৃটিশরা তার ওপর আস্থা রাখেনা এবং তার সাথে কোন আলোচনা চালানো সম্ভব নয়।

ক্রিমিয়া সম্মেলনের পর শেষবারের মত নাজীরা রিবেনট্রপের স্মারকপত্র থেকে ইতিবাচক ফললাভের চেষ্টা চালায়। সুইডিশ

ব্যাঙ্কার জ্যাকব ও মার্কাস ওয়েলেনবার্গের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টির আশায় হেসে স্টকহোমে যান। এর আগে হেসে ড্রেসডেন ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হারবার্ট গাটম্যানের সহায়তায় দু'জন ব্যাংকারের পিতার সাথে বার্লিনে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী হেসে স্টকহোমের এনস্কিলদা ব্যাংকে জ্যাকব ওয়েলেনবার্গের সাথে দেখা করেন। ওয়েলেনবার্গ হেসেকে জানান যে, চারমাস আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি চার্চিলের সাথেও আলোচনা করেছেন। কাজেই দেশ দুটির বর্তমান চিন্তাভাবনা সম্পর্কে তিনি মোটামুটিভাবে অবগত আছেন। ওয়েলেনবার্গ হেসেকে বলেন, যদিও জার্মানীতে তিনি তার ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার কথা ভাবেন এবং আশা করেন "জার্মানী রক্ষা পাবে, তবু তিনি নাজী সরকার ও পাশ্চাত্যের নেতাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য প্রস্তুত নন, কারণ, তিনি মনে করেন পাশ্চাত্য শক্তিগুলো রাশিয়ার সাথেই থাকবে এবং তাদেরকে পৃথক করা সম্ভব নয়।" হেসে বার্লিনকে জানালেন, "ওয়েলেনবার্গ পাশ্চাত্যের সাথে মধ্যস্থতা করতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।"

কূটনীতির এ ব্যর্থতায় বার্লিন খুবই মর্মাহত হল। গোয়েবলস তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন যে রিবেনট্রপের শান্তি প্রস্তাব বৃটেন ও আমেরিকা ভালভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছে। পাশ্চাত্যের এ প্রত্যাখ্যান নাজী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার ফুয়েরারের প্রতি ছিল চরম অপমান স্বরূপ।

এদিকে হেসের স্টকহোম ছাড়বার কোন তাড়া নেই। নাজী নেতৃবৃন্দের হতাশ হবার উপায় ছিলনা। আবার তারা "শান্তির" জন্য নতুন ফন্দি আটতে শুরু করেন এবং এ কাজে "লণ্ডন সম্পর্কিত একজন বিশেষজ্ঞকে" যোগাড় করেন।

## নাজী বিশেষ মিশনের দূত

রিবেনট্রপের স্মারকপত্র ব্যর্থ হয়ে যাবার অর্থ মোটেও এই ছিলনা যে, জার্মানী তার কূটনৈতিক ফন্দি ফিকির বন্ধ করে দেবে। সামরিক উপায়ে রাইখ রক্ষা করা যেহেতু তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা, সেহেতু কূটনৈতিক উপায়ে লক্ষ্য হাসিল করা ছাড়া তাদের আর কোন গতি

ছিল না। এরপর তাদের পরিচালিত অত্যন্ত গোপন অপারেশনটি "ভলফ মিশন" নামে খ্যাত। এ সম্পর্কে আরকাইভে এমন কিছু গোপনীয় তথ্য পাওয়া যায়, যা ইতিপূর্বে অজানা ছিল।

এই মিশনটির উদ্দেশ্য বোঝার জন্য জার্মানীর শাসক শ্রেণীর তৎকালীন অবস্থানটা একটু ভেবে দেখা দরকার। কূটনৈতিক উপায় ছাড়া যে যুদ্ধ শেষ করার আর কোন বিকল্প নেই এ ব্যাপারে যদিও নাজী নেতৃবৃন্দের কোন দ্বিমত ছিল না কিন্তু তা বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল।

হিটলার, বোরম্যান, গোয়েবলস সহ নাজী নেতৃত্বের একাংশ কখনোই মনে করত না যে, পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনার জন্য জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রয়োজন আছে। হিটলার তার বিশ্বস্ত অফিসারদের বলেছিলেন, "শত্রুরা যাই করুক না কেন, আমাদের সব কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এটাই আমরা প্রকাশ করব শর্তহীন আত্মসমর্পণের উপর শত্রু কখনো নির্ভর করতে পারবে না। কখনো না! কখনো না!"

হিটলার ও তার সমর্থকরা চেয়েছিলেন, পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সর্বপ্রথম নিজেদের জটিল সামরিক অবস্থানকে একটু সহজ করে নিতে। দুই রণাঙ্গনের যুদ্ধ জার্মানীকে বিপদে ফেলেছিল এবং দেশটিকে ক্রমেই সংকুচিত করে ফেলেছিল। আলোচনার মুখোশ পরে নাজীরা মিত্রদের অগ্রগতি বন্ধ করতে চেয়েছিল। তাদের আশা ছিল আনুষ্ঠানিক কিংবা কার্যত যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে ইতালীয় ও পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সবচেয়ে দক্ষ সেনাদলগুলোকে পূর্ব রণাঙ্গনে সরিয়ে আনবে। কোন রিজার্ভ বাহিনী বিলীন ঘটানোর জন্য এই সেনাদলের গুরুত্ব হলো অপরিসীম। তদুপরি তারা মহিলা ব্যাটেলিয়ন গঠনের ব্যাপারেও খুব গুরুত্বের সাথে আলোচনা শুরু করেছিল।

এসব নাজী নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্যের সাথে যুদ্ধবিরতির জন্য মিত্র বাহিনীকে জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার দেবার কথা ভাবছিলোনা। অথচ একটা যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন তারা খুব বেশী পরিমাণেই অনুভব করছিল। ১৯৪৫ সালের ৫ই মার্চ গোয়েবলস তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন, "পশ্চিম রণাঙ্গন ধরে রাখতে না পারলে আমরা শেষ রাজনৈতিক সুযোগটিও হারাব, বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী তখন জার্মানীর মধ্যভাগে আসবে এবং আমাদের সাথে আলোচনা করার সামান্যতম কারণও

থাকবে না।" এ কারণেই পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল মোডেলকে হিটলার আদেশ দিয়েছিলেন, যে কোন মূল্যে হোক রাইনের পূর্ব তীরের জার্মান অবস্থান রক্ষা করতে হবে।

১৯৪৫ সালের শুরুতে হিটলারের "কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় একটি নজীর সৃষ্টি করেছিলেন ফুয়েরারের বিশ্বস্ত অনুচর ফিল্ড মার্শাল কীটেল। দৃশ্যতঃ মনে হয়েছিল সেনাপ্রধানরা এর পেছনে রয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ফুয়েরার, যিনি সেনাবাহিনীরও সর্বাধিনায়ক, এর জন্য দায়ী। পশ্চিম ইউরোপে মিত্র বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল আইসেনহাওয়ার ও তাঁর সহযোগী বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারীর কাছে কীটেল পশ্চিম রণাঙ্গনে "১০০ দিনের যুদ্ধবিরতির" অনুরোধ জানান। উদ্দেশ্য ছিল এসময়ে যথেষ্ট সৈন্য মোতায়েন করে ভিসলা ও অডার নদীর মধ্যবর্তী সোভিয়েত বাহিনীকে পরাস্ত করা। মন্টোগোমারী এই শর্তে সে অনু-রোধে রাজী হন যে, বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীকে শান্তিপূর্ণভাবে জার্মান নিয়ন্ত্রণাধীন ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও লুক্সেমবার্গের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে হবে এবং জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা রেখার দখল দিতে হবে। নাজী কম্যাণ্ড মন্টোগোমারীর এসব শর্ত প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু যুদ্ধ বিরতির জন্য আলোচনা চালাতেই থাকে। এসব কি সোভি-য়েত বাহিনীকে বাধাদানের জন্য ছিল না? তবে কতদিন যে এ সব ষড়যন্ত্র চলত তা বলা যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে তাদের অভিসন্ধি ধরা পড়ে গেলে আইসেনহাওয়ার বার্লিনের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করতে বাধ্য হন।

ভলফ মিশনের সাথে সম্পর্কিত কূটনৈতিক পরিকল্পনায় হিটলার ও তার সহযোগীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট-বৃটেনের শাসক মহলে সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলা ও নাজী বিরোধী জোট ভেঙ্গে দেবার জন্য আলোচনাকে ব্যবহার করে আরো কিছুটা সময় সংগ্রহ করা।

অপর দিকে, হিমলার, গোয়েরিং ও বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় নাজী কর্মকর্তার পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনার ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। তবে এটা ঠিক, হিটলারের মতো তারাও মনে করতেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্যের মিত্রদের মাঝে অসন্তোষ বৃদ্ধি করার জন্য আলোচনাকে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু সে সাথে তারা এটাও বিশ্বাস করতেন যে,

পাশ্চাত্যের সাথে সোভিয়েত বিরোধী একটি ভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করাও সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে গোয়েরিং হিটলারকে বুঝিয়েছিলেন যে, রুশভীতি থেকে পাশ্চাত্য জার্মানীর সাথে ভিন্ন শান্তি চুক্তি সম্পাদন করবে। এ দলের সদস্যরা বিশ্বাস করতেন, চুক্তির জন্য জার্মানীকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে—সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যে নাজী অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দিতে হতে পারে এবং বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীর সাথে মিলিতভাবে জার্মান বাহিনীর "পূর্বে অগ্রসরের" জন্য এমন কি হিটলারকেও বিসর্জন দিতে হতে পারে।

সোভিয়েত বিরোধী চুক্তির আয়োজন করার জন্য অতি অবশ্যই পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ করা এবং সে সাথে পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক ওয়াল্টার গোয়ারলিজ লিখেছেন, "গোয়েরিং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি পশ্চিমা মিত্রদের সাথে একটি যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করতে পারবেন" এবং তার ফলে (জার্মান) বাহিনী বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুক্তহস্ত হয়ে যাবে। গোয়েরিং-এর সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন হিমলার। উভয়ে একে অপরকে ঘৃণা করতেন এবং উভয়েই মনে করতেন সোভিয়েত বিরোধী চুক্তির ব্যবস্থা করতে তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণকারী তৃতীয় দলটি হলেন সমর শিল্পের নেতা ও প্রভাবশালী ব্যাংকারগণ। তাদের দ্বারাই পাশ্চাত্যের সাথে চুক্তির সর্বাধিক বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এরাই হলেন আসল লোক যারা জার্মানীর অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। "২০শে জুলাই ষড়যন্ত্র" ব্যর্থ হয়ে গেলে ও ষড়যন্ত্রকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হয়ে গেলে এরা মুখ ফেরান তাদের বিশ্বস্ত বন্ধুদের প্রতি, যারা আবার একই সাথে হিটলারেরও বিশ্বস্ত। তারা হলেন সমর উৎপাদনের পরিচালক স্পিয়ার ও অর্থমন্ত্রী ভন কৃসিগ। এরা দু'জন বিশেষ করে স্পিয়ার ছিলেন নাজী সরকারের মধ্যে বর্তমান দলটির স্বার্থের একজন প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী।

নাজীরা ক্ষমতায় আসার আগে অপরিচিত স্থপতি স্পিয়ার ছিলেন হিটলারের বিয়ারপার্টির একজন পুরনো বন্ধু এবং একজন চমৎকার সংগঠক ও তোষামোদে ব্যক্তি। নাজীদের ক্ষমতার সোপানে

আরোহণের সাথে সাথে স্পিয়ার শিল্পপতি ও ব্যাংকারদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে থাকেন। জার্মানীর "৪০ পরিবার" একজন চতুর ও যোগ্য মধ্যস্থতাকারী খুঁজছিলেন, যে তাদের মতামত নাজী নেতৃত্বকে জানাতে পারবে এবং লক্ষ্য রাখবে সেসব যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না। হিটলার ও একচেটিয়াদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে স্পিয়ার ক্রমে রাইখপ্রেটার, রাইখস্টাগের একজন সদস্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংক্রান্ত রাজকীয় মন্ত্রী ও সমরাস্ত্র পরিষদের চেয়ারম্যানে পরিণত হন। স্পিয়ার তার ক্ষমতাকে কাজে লাগালেন সামরিক কনট্রাক্টে একচেটিয়াদের কোটি কোটি মার্ক বরাদ্দ করতে ও জোরপূর্বক লক্ষ লক্ষ বিদেশী শ্রমিকের শ্রম আদায় করতে। একচেটিয়াদের মুনাফা রক্ষা করতে সক্ষম কোন অপরাধই তার কাছে অপরাধ ছিল না। পশ্চিম জার্মানীর জেইট পত্রিকা সম্প্রতি তেমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছে ঃ স্পিয়ারের আদেশে ভি-টু রকেট উৎপাদনের জন্য হার্জ পর্বতে একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ কারখানা নির্মাণে দশ হাজার বিদেশীকে জোরপূর্বক কাজে লাগানো হয়েছিল। নুরেমবার্গ বিচারের সময় এই স্থানটিকে "দুনিয়ার নরক" বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

স্পিয়ার এবং তাকে সমর্থনকারী শিল্পপতি ও ব্যাংকারগণ ১৯৪৫ সালের বসন্তে তাদের আন্তর্জাতিক কর্মসূচীর জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা নিয়ে এগিয়ে যান ঃ জার্মানী ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হেরে গেছে, কাজেই এ মুহূর্তে প্রধান কাজ হল জার্মানীর গুরুত্বপূর্ণ সমরশিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং সোভিয়েত বাহিনী যাতে জার্মানীর ব্যাপক অঞ্চল দখল করতে না পারে সে ব্যবস্থা করা। যত দ্রুত সম্ভব বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীকে জার্মানী দখল করতে দেয়া এবং পশ্চিমা মিত্রদের কাছে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণই হল তা করার সর্বোত্তম উপায়। যাহোক, স্পিয়ার ও তার সমর্থকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের জনগণের নাজীবিরোধী মনোভাবই উভয় সরকারকে জার্মানীর সাথে পৃথক কোন শান্তি চুক্তি না করতে বাধ্য করছে। এমতাবস্থায় একমাত্র সমাধান "নীরবে" সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটসহ সকল বাহিনীর ও সবশেষে গোটা পশ্চিম রণাঙ্গনের আত্মসমর্পণ। পাশ্চাত্যের সোভিয়েত বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যুক্তি দেখাল, এগুলো হল সামরিক কৌশল, এর সাথে মিত্রদের

রাজনৈতিক চুক্তির কোন সম্পর্ক নেই, যে চুক্তিতে সকল রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর শর্তহীন আত্মসমর্পণের দাবী করা হয়েছে।

স্পিয়ার ও তার সমর্থকরা তাদের প্রচেষ্টায় আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল রুর অঞ্চলে বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী ১৮ ডিভিশনের একটি জার্মান বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। বাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল মোডেল ফুয়েরারের "শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করার" আদেশ না মেনে স্পিয়ারের প্রত্যক্ষ আদেশ মেনে নেন। তিনি প্রতিরোধ বন্ধ করে দেন এবং বাহিনী ভেংগে দেন। কম বয়সী ও বেশী বয়সী সৈন্যদের ছুটি দিয়ে দেয়া হয় এবং বাদবাকিরা আত্মসমর্পণ করে। ফলে বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীর জন্যে জার্মানীতে প্রবেশের পথ খুলে যায়।

মিউনিখের আধুনিক ইতিহাস প্রতিষ্ঠানের আর্কাইভে অস্ত্র ও সমর সরঞ্জাম উৎপাদন বিষয়ে স্পিয়ারের রুটিন ডেসপাচের একটি চমৎকার দলিল পাওয়া গেছে। তাতে বলা হয়, "পশ্চিম রণাঙ্গনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি পরাজয় এড়ানো এবং অসীম সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দেবে।" পশ্চিমা মিত্রদের ছত্রচ্ছায়ায় জার্মানী কি ধরনের "ভবিষ্যৎ" প্রত্যক্ষ করেছিল? যাহোক, যে সব "হারানোর ক্ষতি" স্বীকার করতে জার্মানী সম্মত ছিল সেগুলো হল পোল্যাণ্ড (যদিও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জার্মানীর নিয়ন্ত্রণে থাকবে), বাল্টিক অঞ্চল, ফিনল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক। "দক্ষিণ পূর্বে পুরাতন অস্ট্রিয়ার সীমান্ত বরাবর" অবশ্যই "শক্তিশালী জার্মান প্রভাব" বজায় থাকবে অর্থাৎ আত্মসমর্পণের পরও জার্মান একচেটিয়ারা অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও যুগোশ্লাভিয়ার একাংশে তাদের প্রভাব বজায় রাখতে চায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে নির্মমভাবে পরাজিত হতে থাকা সত্ত্বেও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি লোলুপ ইচ্ছাই পোষণ করতে থাকে। তারা চেয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে জার্মানী ও পাশ্চাত্যের কাঁচামালের যোগানদার বানাতে। দলিলে বলা হয়, "বলশেভিকরা কয়েক বছরের বেশী হুমকি হয়ে থাকবে না।" পাশ্চাত্যের কাছে "গ্রহণযোগ্য" একটি শাসকগোষ্ঠি বলশেভিকদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

এটা সঠিকভাবে বলা কঠিন এত জোর দিয়ে তারা কি বলতে চেয়ে-

ছেন। হতে পারে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অতিধারণা যা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস অথবা অন্যান্য সরকার ও জনগণের প্রতি বর্ণবাদী ঘৃণা।

১৯৪৫ সালের বসন্তে জার্মান একচেটিয়ারা তাদের রাজনৈতিক হিসেব তথা বাজি খেলাকে যুদ্ধ বন্ধের আশু উদ্যোগের নির্ভর করে তোলে। তারা বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীকে সাময়িকভাবে দেশ দখলের সুযোগ দিতে সম্মত হয়। আগেই বলা হয়েছে জার্মানীর শাসক মহলের কতিপয় প্রভাবশালী সদস্য মিত্র বাহিনীর কাছে জার্মান বাহিনীর পর্যায়ক্রমিক আত্মসমর্পণই উত্তম পন্থা বলে বিবেচনা করত, যাতে মিত্ররা দ্রুত জার্মানী দখল করতে সক্ষম হয়। কম গুরুত্বপূর্ণ ইতালীয় রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণকে এই "নীরব" আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়ারই একটি পরীক্ষা হিসেবে দেখা হয়।

১৯৪৫ সালের বসন্তে অনুষ্ঠিত কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র বোঝার জন্য তাই হিটলারের চারপাশের নাজী কর্মকর্তাদের মধ্যকার অস্থির সম্পর্কটা জানা দরকার, এর একদিকে ছিলেন বোরম্যান, গোয়েবলস ও তাদের অনুসারীরা এবং অন্যদিকে ছিলেন জার্মানীর প্রকৃত শাসক প্রভাবশালী ব্যাংকার ও শিল্পপতিগণ।

অনিবার্য পতনকে বিলম্বিত করার জন্য নাজী নেতৃত্ব জার্মানীকে পোড়া মাটিতে রূপান্তরিত করারই পক্ষে ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৯শে মার্চ হিটলার নিম্নোক্ত আদেশ জারী করেছিলেন, "...... এমনকি রাইখ ভূখণ্ডেও আমাদের শত্রুকে দুর্বল করার জন্য ও তাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য সর্ব উপায়ে চেষ্টা চালাতে হবে---।" পশ্চাদপসরনের আগে জার্মান বাহিনীকে পরিত্যক্ত এলাকায় কারখানা এবং সকল প্রকার যোগাযোগ, যানবাহন ও সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলার আদেশ দেয়া হয়। হিটলার বলেছিলেন, "আমরা শত্রুর জন্য পোড়ামাটি রেখে যাব।" জার্মান একচেটিয়ারা হিটলারের এ আদেশের তীব্র বিরোধিতা করেন। এরা "সর্বাত্মক যুদ্ধ" ততক্ষণই সমর্থন করেছিল, যতক্ষণ তা জার্মানীর সীমানার বাইরে ছিল। এখন যুদ্ধ চলছে জার্মানীর অভ্যন্তরে এবং তারা কিছুতেই তাদের ক্ষমতার বস্তুগত ভিত্তি নষ্ট হতে দিতে পারে না। হিটলারের আদেশ যাতে কার্যকরী না হয় একচেটিয়ারা সে জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা চালাতে থাকেন

এবং মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনী দ্বারা জার্মানী দখল প্রশ্নে পাশ্চাত্যের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। তারা ভেবেছিলেন এতে "ফুয়েরার সমস্যারও" সমাধান হবে-- যে এমন দৃঢ়ভাবে ক্ষমতা আক্‌ড়ে আছে এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য আর সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত রয়েছে।

হিটলারের পোড়ামাটি নীতির বিপরীতে একচেটিয়াদের গৃহীত পদক্ষেপ পরিষ্কারভাবে এটাই প্রমাণ করে যে কারা প্রকৃতপক্ষে জার্মানী শাসন করছিল এবং কূটনীতি কাদের নির্দেশে পরিচালিত হত। হিটলারের আদেশ ঘোষণার পরদিনই স্পিয়ার শিল্পপতিদের পক্ষে হিটলারের কাছে একটি স্মারকপত্র পাঠিয়ে তাদের বিরোধিতার কথা জানিয়েছিলেন। এরপর স্পিয়ার সীমেন্স কোম্পানীর পরিচালক লুফেন ও প্রখ্যাত শিল্পপতি রুডলফ স্টালকে সাথে নিয়ে পূর্ব রণাঙ্গনে গিয়ে জার্মান বাহিনীর অধিনায়ক ওয়েকস, হেনরিখ, এমন কি তৎকালে ভিসলা বাহিনীর অধিনায়ক হিমলারের সাথেও দেখা করেছিলেন এবং তাদেরকে হিটলারের পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরে স্পিয়ার গুডেরিয়ানকেও সর্বাত্মক ধ্বংসের আদেশের প্রতি তার বিরোধিতার কথা জানিয়ে একটি স্মারকপত্র পাঠান এবং সারের একজন প্রভাবশালী শিল্পপতি হারম্যান রকলিংকে নিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে যান একইভাবে ফিল্ড মার্শাল মোডেলকে বোঝাবার জন্য। স্পিয়ারের সাথে বৈঠকের পর মোডেল যে শুধু লিভারকুশেনের বায়ার কেমিকেল কারখানাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করতে অস্বীকার করেছিলেন তাই নয় বরং শত্রুকেও তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। হিটলার রুরের তিনজন স্থানীয় প্রতিনিধিকে আদেশ দেন, "পশ্চাদপসরণের আগে সব-কিছু ধ্বংস করে দিতে হবে।" কিন্তু তার পরপরই রুরের সবচেয়ে ক্ষমতাশীল বিশজন শিল্পপতি ল্যাণ্ডসবার্গের থিসেন ক্যাসলে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং উল্টো আদেশদানের জন্য প্রতিনিধিদের সেখানে হাজির করা হয়। প্রতিক্রিয়ায় হিটলার স্পিয়ারকে অনুরোধ করেন স্বপদে বহাল থাকতে এবং বিজয়ের জন্য আশাবাদী হতে। এরপর ৩০শে মার্চ হিটলার নাজী পার্টি, রাষ্ট্রীয় ও সামরিক সংস্থাগুলোকে আদেশ দেন এখন থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবে স্পিয়ারের মন্ত্রণালয়। এভাবেই সব কাজ গুছিয়ে নেয়া হলো।

এখন এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার যে, ভলফ মিশন বলে খ্যা-স্যাগ করার অন্তরালের কূটনীতি আসলে কারা পরিচালনা করতেন। ...দিল।

প্রথমে কার্ল ভলফের বিষয়টি ধরা যাক। হিটলার তাকে একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন। ভলফ ছিলেন হিটলারের "ওল্ড গার্ডের" লোক। ১৯২০-এর দশকে তিনি মিউনিখে ফ্যাসিস্ট পীড়ন কাজে অংশ নেন এবং হিটলার তাকে ব্যাভারিয়ান গলিটার জেনারেল ভন এ্যাপের সহকারী নিযুক্ত করেন।

একই সময়ে ভলফ হিমলারেরও বিশ্বাস অর্জন করেন। হিমলার তাকে প্রথমে তার সহকারী ও পরে তার ব্যক্তিগত স্টাফের প্রধান নিযুক্ত করেন। ১৯৩৯ সাল থেকে এস এস অভারগ্রুপেনফুয়েরার ভলফ হিমলারের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে নাজী সদর দফতরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছিলেন। নাজী মহলের শীর্ষ পর্যায়ে তাকে বলা হত "হিমলারের ক্ষুদে নেকড়ে (উলফ)" এবং "হিমলারের চোখকান"। ওয়াল্টার শেলেনবার্গ লিখেছেন যে, হিমলারের ওপর ভলফের প্রভাব এত বেশী ছিল যে শেষ দিকে তিনি ভলফের সাথে আলোচনা না করে কদাচিৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন।

হিমলারের ওপর এবং কিছু পরিমাণে হিটলারের ওপরও ভলফের এই অমিত প্রভাবের পেছনে রহস্যটা কি এবং কেন তিনি এত বিশ্বস্ত ছিলেন? উত্তর রয়েছে কোবলেনজে অবস্থিত পশ্চিম জার্মানীর সামরিক আর্কাইভে। আমরা জানি প্রভাবশালী জার্মান শিল্পপতি ও ব্যাংকারদের সাথে হিমলারের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যারা হিমলারের তথাকথিত বন্ধুমহল তৈরী করেছিল। এই বন্ধুমহলে ছিলেন সীমেন্স-সুকার্ট-এর রুডলফ বিনগেল, আইজি ফার্বেনইণ্ডাস্ট্রির হাইনরিখ বুটেফিশ, ডয়েটশে ব্যাংকের ফ্রেডারিখ ফ্লিক, কমারস ব্যাংকের ফ্রিটজ রাইনহার্ট, ড্রেসডনার ব্যাংকের এমিল মায়ার ও, কার্লবাশে এবং অন্যান্যরা। সব মিলিয়ে জার্মানীর একচেটিয়া পুঁজি ও ব্যাংকের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি এই বন্ধুমহলে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ সালে এই মহলের সদস্যরা একটি বিশেষ "আর" অ্যাকাউন্টে নিয়মিতভাবে লক্ষ লক্ষ মার্ক জমা দিতে শুরু করেন--শীঘ্র সে অর্থ হিমলার ও ও অন্যান্য এস এস অফিসারদের পকেটে যেতে শুরু করে। জানা

যায় কার্ল ভলফ ছিলেন এসব অনুদান সংগ্রহ ও বিতরণের দায়িত্বে। কাজেই তিনি ছিলেন হিটলার ও হিমলারের কাছে একচেটিয়াদের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। নাজী আগ্রাসন ব্যর্থ হয়ে গেছে এটি বুঝতে পারার পর থেকে একচেটিয়ারা পাশ্চাত্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের কাজে ভলফকে ব্যবহার করতে শুরু করে। এ কারণে ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে তাকে অধিকৃত ইতালীর এস এস ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৪ সালের মে মাসে ভলফ পোপের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি পান। পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে রক্তপাতের জন্য তিনি সেখানে পোপের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ব ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাশ্চাত্যকে সাথে পাওয়া একান্ত প্রয়োজন বলেও পোপের কাছে উল্লেখ করেন। এরপর ভ্যাটিকান বিশেষ করে মিলানের কার্ডিনাল স্কাসটার পশ্চিমা মিত্রদের প্রতিনিধিদের সাথে ভলফের যোগাযোগ স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। আরো পরে তিনি "২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রকারীদের" এবং জার্মানীর সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এডমিরাল ক্যানারিজের গড়ে তোলা যোগাযোগ সূত্রও ব্যবহার করতে সক্ষম হন।

হিটলার এসব ব্যাপারে ভলফকে বিশ্বাস করার কারণ তার কাজে আশু তদারকিতে ছিলেন আর্মি গ্রুপ "সি"-এর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল ক্যাসেলরিং, যিনি সব সময় প্রশ্নহীনভাবে হিটলারের আদেশ পালন করতেন। শুধু এজন্যেই হিটলার নিশ্চিন্ত ছিলেন যে হিমলার তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনে ভলফকে ব্যবহার করতে পারবে না।

জার্মান কূটনীতিতে ভলফের অংশগ্রহণই ছিল তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। যাক, তবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ তার কাছে ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল আশা করতে থাকে।

১৯৪৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ভলফকে বার্লিনে ডাকা হয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার জন্য। রাজকীয় সরকারী অফিসের ভূগর্ভস্থ কক্ষের সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রিবেনট্রপ, হিমলার এবং নাজী সদর দফতরে তাদের প্রতিনিধি দু'জন দূত ওয়াল্টার হিউয়েল ও হারম্যান ফেজেলিন। পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনা চালানোর জন্য হিটলার যদিও অনুমোদন দিয়েছিলেন কিন্তু করণীয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব রাখেন নি। পরদিন হিটলার ভলফকে আদেশ দিলেন ইতালীয়

ও পশ্চিম রণাঙ্গনে সাময়িক যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে যোগাযোগ করার জন্য। কিন্তু "হিমলারের বন্ধুমহল" তাকে আরো বেশী কর্তৃত্ব দিল। পশ্চিমা মিত্ররা রাজী হলেই জার্মান বাহিনী একে একে আত্মসমর্পণ করবে এ আশায় তারা দিন গুণছিল।

লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের কাজে ভলফ এমন একটি সূত্র ব্যবহার করেন যা এর আগেও নাজীরা প্রায়ই ব্যবহার করত। যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিস বা ও এস এসের বিশেষ প্রতিনিধি ও সিআইএ'র ভবিষ্যৎ পরিচালক এলেন ডালেস ১৯৪২ সাল থেকে সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান করছিলেন। বার্নে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ডালেস ছিলো মার্কিন সরকারের সরাসরি প্রতিনিধি এবং তার ওপর দায়িত্ব ছিল ইউরোপীয় বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপীয় সমস্যা অনুধাবন করার। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমর্থক জন ফস্টার ডালেসের ভাই এলেন ডালেস যুক্তরাষ্ট্রের শাসক মহলের সেই অংশের প্রতিনিধিত্ব করতেন যারা বিশ্বাস করত জার্মানীকে ধ্বংস করে তাদের কোন লাভ নেই বরং ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীকে শক্তভাবে টিকিয়ে রাখাটাই অধিক লাভজনক। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে পরিস্থিতি আঁচ করার জন্য ডালেস নাজী সমর্থক প্রিন্স হোহেনলোহেকে তার প্রতিভূ মার্কিনীদের মতামত জানান। তাদের মূল প্রস্তাবগুলো ছিলঃ

"শৃঙ্খলা ও পুনর্গঠনের কাজে জার্মান রাষ্ট্রকে হতে হবে অন্যতম" শক্তিশালী। একে ভাগ করা বা অস্ট্রিয়াকে পৃথক করার প্রশ্নই ওঠেনা।

"পূর্বে পোল্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে এবং রুমানিয়া ও শক্তিশালী হাঙ্গেরী রক্ষা করে বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে একটি বাফার জোন গঠন অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।"

বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ইউরোপে ( আমেরিকার মতো ) একটি ফেডারেল জার্মানী গঠনেও ডালেস সম্মত হন, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় যে রাষ্ট্র হবে গ্যারান্টি। তবে হিটলারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও কাজকর্ম বিবেচনা করে পাশ্চাত্যের জনমত আবার যে কখনো তাকে জার্মানীর অবিসংবাদিত শাসক হিসেবে মেনে নেবে তা কল্পনা করাও খুব কঠিন। হোহেনলোহের সাথে ডালেসের বৈঠকের পর ও এস এস এবং হিমলারের প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ক জোরদার হয়।

১৯৪৪ সালের নভেম্বরে ইতালীর সর্ববৃহৎ সিনথেটিক বস্ত্র উৎপাদন-কারী কোম্পানী স্নিয়া ভিসকোসার মহাপরিচালক ইতালীয় শিল্পপতি ম্যারিনট্টি ও অলিভেট্টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন এবং এস এস সদস্যদের কাছ থেকে একটা বার্তা ডালেসের কাছে নিয়ে যান। বার্তায় পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধ বন্ধ করা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বাহিনীসমূহের একত্রকরণ প্রসঙ্গে ডালেসকে আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৪৫ সালের আগেই ডালেস জার্মানীর প্রধান রাজকীয় নিরাপত্তা সংস্থার ষষ্ঠ বিভাগের (বৈদেশিক গোয়েন্দা) প্রধান ওয়াল্টার শেলেনবার্গ, উত্তর ইতালীতে সংস্থার প্রতিনিধি উইলহেল্ম হার্সটার এবং এমনকি সংস্থার প্রধান আর্নেস্ট কাল্টেনব্রুনারের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করেন।

ডালেসই যে পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করতে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ভলফ ও তার নিয়োগকর্তাদের সে কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ছিল। কাল্টেনব্রুনার ও ডালেসের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ছিলেন কাউন্ট পট্টকি এবং এস এস অফিসার উইলহেম হটল। যা হোক, ভলফ ও ডালেসের মধ্যে এবার আলোচনার পথ খুলে যায়।

অধুনা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা প্রক্রিয়ার একটি মোটামুটি চিত্র দাঁড় করানো সম্ভব। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন ডালেসের বর্ণনা এবং প্রকৃত ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ডালেস এমন কোন ঘটনার উল্লেখ করতে অস্বীকার করেছেন যা তাকে একটা বিব্রতকর অবস্থায় নিয়ে ফেলবে।

মার্কিন ঐতিহাসিক জন টোলাণ্ড আলোচনার একটি অধিকতর সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি ডালেস, ডালেসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী গেরো ভন গেভারনিজ এবং মধ্যস্থতাকারী ও আলোচনায় উপস্থিত থাকা সুইস নিরাপত্তা সংস্থার একজন অফিসার মেজর ম্যাক্স ওয়াইবেলের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন।

সুইস পত্রিকা নয়ে জুরকার জাইটুং-এর সাথে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে ভলফ নিজেই এ ব্যাপারে বহু তথ্য প্রদান করেন।

উত্তর ইতালীতে ক্যাসেলরিং-এর সদর দফতরে ফিরে এসে ভলফ জানতে পারেন যে "কালো ব্রিগেড" (নাজী অধিকৃত ইতালীতে মুসোলিনীর পুতুল সরকারের বাহিনী) কোমোতে কিমব্যাল ট্যাকার নামধারী একজন

বৃটিশ ক্যাপ্টেনকে আটক করেছে। ট্যাকার মিত্র বাহিনীর (ভূমধ্য সাগরীয়) কমান্ডার-ইন-চীফ ফিল্ড মার্শাল আলেক্সান্দরের ব্যক্তিগত নির্দেশে মুসোলিনী "সরকারের" সমর মন্ত্রী মার্শাল গ্রাজিয়ানির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এসেছিলেন। ডলফ ইতালীয়দের নির্দেশ দেন ট্যাকারকে অবিলম্বে তার হাতে তুলে দেবার জন্য। এরপর তিনি ফিল্ড মার্শাল আলেক্সান্দর ইতালীস্থ জার্মান কম্যাণ্ডের নিকট কি কি রাজনৈতিক ও সামরিক দাবী উত্থাপন করবেন তা জেনে আসার জন্য ট্যাকারকে ছেড়ে দেন।

এসময় ডলফ তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এস এস অফিসার ইউগেন ডলম্যান (ইতালীয় মায়ের সূত্রে তার ভ্যাটিকানে এবং উত্তর ইতালীর শিল্পমহলে বহু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল) ও মুসোলিনী "সরকারের" কাছে জার্মান রাষ্ট্রদূত রুডলফ রান আলোচনায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রতিপক্ষের কমিউনিজম বিরোধী ও সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগা-বার চেষ্টা করেন। ডলফ ফিল্ড মার্শাল আলেক্সান্দরকে জানান যে, তিনি উত্তর ইতালীর ভবিষ্যৎ নিয়ে তার সাথে আলোচনা করতে চান। তিনি বলেন, হঠাৎ করে যদি এখান থেকে জার্মানরা তাদের প্রতিরোধ উঠিয়ে নেয় তাহলে ইতালীর পার্টিজানরা অবিলম্বে "কমিউনিস্ট সরকার" গঠন করে ফেলবে। তখন পশ্চিমের ফরাসী কমিউনিস্টরা এবং পূর্বের ইতালীয় কমিউনিস্টরা মিলে সারা দক্ষিণ ইউরোপ জুড়েই একটি লাল বন্ধনী সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। অতএব, ডলফ জানালেন, জার্মান বাহিনীর সংগঠিত আত্মসমর্পণ স্বীকার করে নিয়ে তারা এ সমস্যার সমাধান করতে চায়, যাতে কমিউনিস্টরা নিয়ন্ত্রণ নেবার আগেই পশ্চিমা মিত্ররা এ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে।

মজার ব্যাপার, মিত্রদের মাঝে ফাটল ধরাতে তার মিশন যে এতটা সফল হবে ডলফ নিজেই কিন্তু তা ভাবতে পারেন নি। এলেন ডালেস খুব আগ্রহ নিয়ে ডলফের সোভিয়েত বিরোধী কুৎসাপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতেন। ডালেস লিখেছিলেন, "যদি আমরা ইতালীতে জার্মানদের দ্রুত আত্মসমর্পণ করাতে সক্ষম হই তাহলে আমরা আড্রিয়াটিকের চাবি ত্রিয়েস্ত দখল করতে পারি—অন্যথায় সোভিয়েত বাহিনী হাঙ্গেরী দিয়ে প্রবেশ করে অথবা টিটোর বাহিনী যুগোস্লাভিয়া থেকে এগিয়ে এসে ত্রিয়েস্ত দখল করে নেবে, এমনকি তারা আরো পশ্চিমে অগ্রসর হতে পারে।"

১৯৪৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ডালেস জুরিখে ভলফের দূত লুইগি প্যারিলিকে বলেন, তিনি যেন ভলফকে সুইজারল্যাণ্ডে আসতে বলেন। এই প্যারিলি যুদ্ধের আগে যুক্তরাষ্ট্রের রেফ্রিজারেটর (কেলভিনেটর) উৎপাদনকারীদের ইতালীস্থ প্রতিনিধি ছিলেন। ভলফ কিন্তু প্রথমেই নিজে আসেন নি, ডলম্যানকে জুরিখে পাঠান বৈঠকের খুটিনাটি বিষয় ঠিক করার জন্য। ডলম্যান ডালেসের প্রতিনিধি গেরো ভন গেভারনিজের সাথে দেখা করেন। গেভারনিজ এর আগে ডালেস ও "২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রকারীদের" মধ্যেও মধ্যস্থতা করেছিলেন। লুগানোর রোটারী ক্লাবের অফিসে তাদের মধ্যে বৈঠক হয়। গেভারনিজ ডলম্যানকে জানালেন ইতালীয় ফ্রন্টে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয়টিই শুধু আলোচিত হবে। ৬ই মার্চ ভলফ ডালেসের কাছ থেকে আলোচনার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যাবার আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পান। কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে আলোচনা করছেন কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্য ডালেস একটি শর্ত উপস্থাপন করেন, তা হল কারাগার থেকে দু'জন ইতালীয় বুর্জোয়া ব্যবসায়ী ফ্যারাসিও প্যারি ও এন্টনিও উসমিয়ানিকে মুক্তি দিতে হবে। ভলফের নির্দেশে অবিলম্বে তাদের মুক্তি দেয়া হয়।

ফিল্ড মার্শাল ক্যাসেলরিং ভলফকে আলোচনার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি দেন। মজার ব্যাপার, আলোচনা শুরু হতেই ক্যাসেলরিংকে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সম্ভবতঃ তা করা হয় পশ্চিম রণাঙ্গনের জন্যও পাশ্চাত্যের সাথে একটি পৃথক শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য।

১৯৪৫ সালের ৮ই মার্চ জুরিখে মার্কিন কনসাল জেনারেলের গোপন বাসভবনে ভলফ ও ডালেসের মধ্যে প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তির জন্য ভলফ নিম্নোক্ত শর্তগুলো আরোপ করেন: পশ্চিমা মিত্ররা ইতালীয় রণাঙ্গনে তাদের পরিকল্পিত আক্রমণ বন্ধ রাখবে এবং জার্মান বাহিনীও উত্তর ইতালীর শিল্প কারখানা ধ্বংস করবে না; ইতালীয় রণাঙ্গনে সকল শত্রুতা বন্ধ করতে হবে এবং জার্মান বাহিনীকে অপ্রতিহতভাবে ফিরে যেতে দিতে হবে। এভাবে জার্মান রাষ্ট্রের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে।

ডালেস নীতিগতভাবে এসব শর্ত মেনে নেন। ভলফ পরে ক্যাসেলরিংকে জানান যে, ডালেসের সাথে আলোচনায় তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আত্মসমর্পণের পরও জার্মান বাহিনী তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে এবং পূর্ব রণাঙ্গনে শক্তিব্যবহার করতে সক্ষম হবে। বিনিময়ে ডালেস একটি জিনিসই খুব জোর দিয়ে দাবী করেন, তাহল আলোচনার চরম গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে অন্য মিত্রদের কিছু জানানো যাবে না।

ভলফ বার্লিনে প্রণীত কৌশল অনুযায়ী ডালেসকে সতর্ক করে দিলেন যে, ক্যাসেলরিং-এর অনুমোদন পেলেই কেবল চুক্তি কার্যকর হতে পারে, " যদি ফিল্ড মার্শাল শর্তহীনভাবে এটি গ্রহণ করেন তাহলে অন্যান্য রণাঙ্গনের অধিনায়করাও আত্মসমর্পণের ব্যাপারে প্রেরনা লাভ করবেন।"

আলোচনার প্রথম অবস্থায় উভয় পক্ষই যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল। সেইন্ট গটহার্ড এক্সপ্রেসে বার্ন থেকে ফিরে এসে জার্মান দূতগণ হিটলার পরবর্তী সরকারের পরিকল্পনা করছিলেন। ক্যাসেলরিং হবেন নতুন প্রেসিডেন্ট, রিবেনট্রপের আগে যিনি দায়িত্বে ছিলেন সেই ভন নিউরাথ হবেন নতুন পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী, জালমার শাখট হবেন অর্থমন্ত্রী এবং ভলফ হবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

মার্কিনীরাও আলোচনায় খুব খুশি। ডালেস যখন তার উর্ধ্বতন কর্তা ও এস এসের পরিচালক জেনারেল ডনোভানকে ভলফের সাথে আলোচনার বিষয়ে অবগত করালেন, ডনোভান তখন "সানরাইজ" সাংকেতিক নামে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ডালেসকে আদেশ দেন।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে এলে ভলফকে বার্লিনে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি হিমলারকে জানান যে, মনে হয় আলোচনা আপোষের দিকেই যাচ্ছে, রুশদের হস্তক্ষেপ আর সম্ভব হবে না। আলোচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, ইতালীয় রণাঙ্গনে আত্মসমর্পণের পর জার্মান বাহিনীকে কারাগারে নেয়া হবে না এবং জার্মানীতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা অটুট থাকবে। ভলফ ও ডালেসের আলোচনা হিটলারও অনুমোদন করেছিলেন। তিনি ভলফকে নির্দেশ দেন মিত্রদের মাঝে কৌশলের খেলা হিসেবে আলোচনা করা এবং সময় নেয়ার জন্য।

ভলফের সাথে আলোচনায় ডালেস নাজীদের প্রস্তাবে শুধু সম্মতই হননি বরং এগুলিকে তিনি অধিকতর সোভিয়েত বিরোধী চরিত্রদানেরও

চেষ্টা করেন। নাজীদের সাথে পৃথক চুক্তির বিষয়টি যেহেতু গোপন ছিল সেহেতু একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পরিকল্পনা করছিল কিভাবে ইতালীর ভিতর দিয়ে আরো উত্তরে এগিয়ে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ায় নাজীদের প্রতিষ্ঠিত শাসনকেই টিকিয়ে রাখা যায়। চার্চিল তার স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, "পশ্চিমে অথবা দক্ষিণে সামরিক আত্মসমর্পণে আমাদের সম্মত হওয়া উচিত, তাহলে আমাদের বাহিনী সামান্য অথবা বিনা বাধায় এলব নদী কিংবা এমন কি বার্লিনে পৌঁছে যেতে পারবে ---।"

লণ্ডন ও ওয়াশিংটন ডালেসের এসব কাজকর্মে অনুমোদন দিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ১০ই মার্চ বৃটিশ চীফ অব স্টাফ ফিল্ড মার্শাল অ্যালান ব্রুক তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন, "সুইজারল্যাণ্ডের একটি নির্দিষ্ট স্থানে আমাদের প্রতিনিধি প্রেরণের" সিদ্ধান্ত হয়েছে। নাজীদের সাথে "চুক্তির নির্দিষ্ট খুটিনাটি বিষয়ে" আলোচনার জন্য উচ্চ পদমর্যাদার অফিসারদের একটি দল গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ফিল্ড মার্শাল আলেক্সান্দরকে। যে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল পঞ্চম মার্কিন বাহি-নীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল লিম্যান লেমানিটজার ও অষ্টম বৃটিশ বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ ও ইতালীস্থ বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান মেজর জেনারেল টেরেন্স এ্যারেকে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই মার্চ উভয় প্রতিনিধি বেসামরিক পোষাকে ও মার্কিন সৈনিকের পরিচিতি-পত্র নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে পৌঁছান। বার্নে ডালেসের সাথে দু'দিনের আলোচনার পর গেভারনিজকে নিয়ে জেনারেলগণ ইতালীয় সীমান্তের নিকট এ্যাসকোনা শহরে যান এবং অধীর আগ্রহ নিয়ে ভলফের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের আগ্রহে ডালেস এতটা উত্তে-জিত হয়ে পড়েছিলেন যে ভলফ বার্লিনে থাকাকালে তিনি ডলম্যান কিংবা রানের সাথেও আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাকে বলা হল আলোচনার জন্য একমাত্র ভলফই স্বীকৃত ব্যক্তি। অগত্যা ডালেসকে অপেক্ষা করতেই হল।

১৯শে মার্চ পুরো প্রতিনিধি দল এ্যাসকোনায় গেভারনিজের ভিলাতে মিলিত হলেন। বার্লিনের প্রতিনিধিত্ব করলেন ভলফ ও ডলম্যান; ডালেস নেতৃত্ব করলেন বৃটিশ মার্কিন প্রতিনিধিদলের যাতে ছিলেন

দু'জন জেনারেল। গেভরনিজ অনুবাদকের কাজ করেন। সুইস গোয়েন্দা অফিসার মেজর ম্যাক্স ওয়াইবেল পর্যবেক্ষক হিসেবে সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার গোপনীয়তার খাতিরে আর কাউকে এতে উপস্থিত থাকতে দেয়া হয় নি।

আলোচনার শুরুতে ডালেস ঘোষণা করেন অবিলম্বে চুক্তির "নির্দিষ্ট খুটিনাটি বিষয়" নিয়ে আলোচনা এবং তা অনুমোদন করা প্রয়োজন, বৃটিশ মার্কিন প্রতিনিধি তা করার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত।

কিন্তু ভলফের প্রতি হিটলারের নির্দেশ রয়েছে চুক্তিতে পৌঁছার জন্য তাড়াহুড়া না করার। সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের প্রতি বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধি দলের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে জার্মানী দরকষা-কষিতে আগ্রহী হয়ে উঠে। নাজীরা ইতিমধ্যেই কুটনৈতিক কাজ-কর্মের ফল পেতে শুরু করে। কারণ, আলোচনা শুরুর পর থেকেই বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী ইতালীয় রণাঙ্গনে তাদের আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস করে। বস্তুতঃ ইতালীয় রণাঙ্গনে একটা অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতিই হয় এবং সে সুযোগে জার্মানী তাদের তিন ডিভিশন সৈন্য সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সরিয়ে নিয়ে আসে।

ভলফ ও ডালেসের আলোচনার ফলে সৃষ্ট ইতালীয় রণাঙ্গনের অবস্থা হিটলার ও তার অনুসারীদের জন্য ছিল সন্তোষজনক। ভলফকে এ চেষ্টা চালিয়ে যাবার এবং পশ্চিম রণাঙ্গনকেও জড়িত করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ কারণেই ভলফ আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে ক্যাসারলিং-এর অনুমোদন নিয়েছিলেন। মনে রাখা দরকার, ক্যাসারলিং ছিলেন সে সময়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ।

বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীকে দক্ষিণ দিক থেকে জার্মানীতে ঢুকতে দেয়ার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই যে চুক্তিতে উপনীত হওয়া গেছে ভলফ তা স্বাক্ষর না করার কতগুলো যুক্তি পেয়ে যান। তিনি বলেন, জার্মান বাহিনীর নতুন অধিনায়ক জেনারেল ভেটিংহফকে আত্মসমর্পণে রাজী করাতে হবে এবং এ জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন। অন্যথায় তিনি দেশে ফেরার সাথে সাথে কাল্টেনব্রুনার তাকে গ্রেফতার করবেন এবং সম্ভবতঃ তার স্ত্রীকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। সবশেষে ভলফ আত্মসমর্পণের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। আর এসব করার জন্য ভলফ পাঁচ থেকে সাত দিনের সময় চান।

এই অনাহুত বিলম্বের জন্য ডালেস খুবই বিরক্ত হলেন, তবুও তাকে তা মেনে নিতেই হল। জেনারেল লেমনিটজার ও এ্যারেকে সুইজারল্যাণ্ডেই থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। ভলফের সাথে আর একটি বৈঠকের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের জন্য তারা ও ডালেস অপেক্ষা করতে থাকেন।

সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের বিলম্বে শুধু যে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনই অসন্তুষ্ট হয়েছিল তাই নয়। ভলফ যখন উত্তর ইতালীর ফাসানোতে তার সদর দফতরে ফিরে আসেন তখন ইনসব্রুক থেকে তিরলের গলিটার ফ্রানৎজ হফারও সেখানে এসে পেঁছান। হফার নাজী উচ্চ মহলে স্পিয়ারের বন্ধু বলে পরিচিত। সেই মিউনিখ অভ্যুত্থানের সময় থেকে তারা পরস্পরকে জানেন। তাছাড়া রকলিং পরিবারের সদস্য তার স্ত্রীর দ্বারা সারের অঘোষিত শাসকদের সাথেও তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। হফার ভলফকে খোলাখুলিভাবে জানালেন, "যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং চূড়ান্ত প্রতিরোধ সংগঠিত করার জন্য ফুয়েরার যদি আলপসে আসেন তাহলে আমি তাকে স্বাস্থ্য নিবাসে আটকে রাখার নির্দেশ দেব।" হফার জোর দিয়ে বলেন, শুধু ইতালী নয় অস্ট্রিয়া ও পশ্চিম জার্মানীতেও যাতে "অনভিপ্রেত শক্তির কেন্দ্রায়ন" প্রতিরোধ করা যায় সেজন্য বৃটিশ ও মাকিন বাহিনীর জন্য ইতালীয় রণাঙ্গন খুলে দেওয়াটা জরুরী। তা না হলে হফার যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন সেই সার ও দক্ষিণ জার্মানীর কয়লা ও ইস্পাত শিল্প মালিকদের জন্য দুঃখজনক পরিণতি নেমে আসবে।

২৬শে মার্চ হিমলার ভলফকে "আলোচনার বদ্ধ দ্বার খুলে দেবার" নির্দেশ দেন। ৩০শে মার্চ এ্যাসকোনায় অপেক্ষমান বৃটিশ-মার্কিন প্রতিনিধিদল ভলফের কাছ থেকে একটি বার্তা পায়। তাতে ভলফ জানান যে, ক্যাসারলিং ইতালীতে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুমোদন করেছেন এবং এর ফলে ভেটিংহফের উপরও আত্মসমর্পণ স্বীকার করার জন্য চাপ সৃষ্টি হবে। ভলফ আরো ব্যক্ত করেন যে, চুক্তি সম্পাদনের জন্য খুব শীগগীরই তিনি সুইজারল্যাণ্ডে আসছেন।

যাহোক, ভলফ মিশনের সাথে সম্পর্কিত পরবর্তী ঘটনাসমূহ লণ্ডন, ওয়াশিংটন ও নাজী জার্মানীর শাসক মহলের বিভিন্ন গ্রুপের পরিকল্পনা মাফিক আগায়নি।

নাজীদের সাথে গ্রেটবৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী প্রতিনিধি দলের

এই আলোচনা ছিল মিত্রদের মধ্যকার প্রতিশ্রুতির গুরুতর লংঘন। আমাদের মনে করা দরকার, মস্কোতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে (১৯৪৩ সালের ১৯—৩০ অক্টোবর) 'শত্রু দেশ থেকে প্রেরিত শান্তি ইঙ্গিত' নামক একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ঃ "গ্রেটবৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার এই মর্মে সম্মত হন যে, তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত কোন দেশের সরকার বা কোন গ্রুপ বা কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষ থেকে কোন শান্তি ইঙ্গিত তাদের কাছে এলেই প্রত্যেকে একে অপরকে সে বিষয়ে অবহিত করবেন। তিন সরকার এ ধরনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেও সম্মত হয়।"

ভলফের সাথে বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধিরা যে আলোচনা চালাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন সে বিষয়ে সচেতন ছিল। সে কারণেই লণ্ডন ও ওয়াশিংটন এ ব্যাপারে কিছু কিছু গোপনীয়তা তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১২ই মার্চ মস্কোস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূত আর্কিবাল্ড কার সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিষয়ক গণ-কমিশার মলোটভের কাছে ফিল্ড মার্শাল আলেক্সান্দর কর্তৃক বৃটিশ সরকারের কাছে প্রেরিত টেলিগ্রামের একটি কপি প্রদান করেন। আলেক্সান্দর জানান যে, উত্তর ইতালীতে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ বিষয়ে আলোচনার জন্য জেনারেল ভলফ সুইজারল্যাণ্ডে পৌঁছেছেন এবং ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনের বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীকে সাথে নিয়ে ও এস এসের প্রতিনিধি "ভলফের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।" তবু সোভিয়েত ইউনিয়নকে এ কথা জানানো হয় নি যে, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের সরকারী প্রতিনিধিরাও এ আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।

১৯৪৫ সালের ১২ই মার্চ তারিখেই মস্কোস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত এভরেল হ্যারিম্যানও মলোটভকে জানান যে ভলফের সাথে আলোচনা চালানো হচ্ছে। তার চিঠিতে বলা হয় ফিল্ড মার্শাল আলেক্সান্দর তাদের অফিসারকে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে ভলফের সাথে দেখা করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি এ ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতামত জানানোর অনুরোধ করেন।

একই দিনে মলোটভ বৃটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতদেরকে জানিয়ে দেন

যে, ভলফের সাথে আলোচনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন আপত্তি করবে না, যদি আলোচনায় সোভিয়েত সামরিক কম্যাণ্ডকেও উপস্থিত থাকতে দেয়া হয়। লণ্ডন ও ওয়াশিংটন এতে রাজী হলেই মনে করা হবে আলোচনা প্রকৃত অর্থেই সামরিক প্রকৃতির এবং সোভিয়েত ইউ-নিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়। কিন্তু মিশন যে আসলেই সুদূর প্রসারী সোভিয়েত বিরোধী পরিকল্পনার সাথে জড়িত, তাই উভয় রাষ্ট্র-দূত মলোটভকে জানালেন আলোচনায় সোভিয়েত সামরিক কম্যাণ্ডের কোন প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়া যাবে না।

পররাষ্ট্র বিষয়ক গণ-কমিশার দূতদেরকে সাথে সাথে জবাব পাঠা-লেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেন পরস্পরের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও আলোচনায় সোভিয়েত প্রতিনিধির অংশগ্রহণে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ সরকার যে আপত্তি জানিয়েছে তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অবোধগম্য। সোভিয়েত সরকার জোর দিয়ে বলছে যে, বার্নে যে আলোচনা শুরু হয়েছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে তৃতীয় সদস্যকে বাদ দিয়ে জার্মানীর সাথে মিত্রজোটের কোনো এক বা দুই সদস্যের এ ধরনের আলোচনার সম্ভাবনাও নাকচ করতে হবে।

বিষয়টিকে ঘোলাটে করার জন্য ১৯৪৫ সালের ২১শে মার্চ বৃটিশ রাষ্ট্রদূত সোভিয়েত সরকারকে আশ্বাস দেন যে, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এ আলোচনা হয়নি, আসলে যোগাযোগকারী জার্মান প্রতিনিধি যথার্থ কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতা রাখে কিনা তা যাচাই করার জন্য তার সাথে এটি একটি প্রাথমিক বৈঠক ছিল মাত্র।

২২শে মার্চ সোভিয়েত সরকার দৃঢ়তার সাথে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কাছে অবিলম্বে আলোচনা বন্ধের দাবী জানান।

ভলফের সাথে আলোচনার প্রশ্নটি নিয়ে সোভিয়েত মন্ত্রী পরিষদের চেয়ারম্যান জোসেফ স্টালিন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও গ্রেটবৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলের মধ্যেও পত্রালাপ হয়। ১৯৪৫ সালের ২৯শে মার্চ স্টালিন রুজভেল্টকে লিখেছিলেন, "—শত্রুর সাথে এ ধরনের আলোচনায় আমি রাজী আছি, শুধু যদি তা শত্রুর অবস্থানকে সুবিধাজনক না করে, যদি আলোচনাকে ব্যবহার করে জার্মানদের কৌশলে সৈন্য সমাবেশ এবং অন্য রণাঙ্গণে বিশেষ করে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সৈন্য সরিয়ে নেবার সুযোগ থাকে

তবে তা বন্ধ করা উচিত। জার্মানদের ওপর পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব-দিক থেকে আক্রমণ চালানো সহ সমন্বিত আক্রমণের ব্যাপারে ক্রিমিয়া সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী শত্রুকে স্ব স্ব অবস্থানে ধরে রাখা ও অধিক প্রয়োজনীয় স্থানে যাতে সৈন্য সরিয়ে নিতে না পারে সে ব্যবস্থা নেয়া কর্তব্য। সোভিয়েত কম্যাণ্ড সে কাজই করছে। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল আলেক্সান্দর তা করছেন না।" ১৯৪৫ সালের ৩রা এপ্রিল স্টালিন রুজভেল্টকে লিখেছিলেন, "স্পষ্টতঃ এ পরিস্থিতি আমাদের দেশগুলোর মধ্যকার আস্থা রক্ষণ ও বর্ধনে ব্যর্থ হচ্ছে।"

৫ই এপ্রিল রুজভেল্টের কাছে লেখা এক চিঠিতে চার্চিল সানরাইজ অপারেশনের সোভিয়েত বিরোধী প্রয়োগের কথা স্বীকার করেন। তিনি এই বিশ্বাস থেকে নাজীদের সাথে আলোচনায় রাজী হয়েছিলেন যে যথাসম্ভব পূর্বে অবস্থিত রণাঙ্গনে "সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে হাত মেলানোটাই" মিত্রদের জন্য জরুরী। সোভিয়েত সরকারের তীব্র বিরোধিতার মুখে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেন ভলফের সাথে আর কোন যোগাযোগ না করতে বাধ্য হয়। ১৯৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল রুজভেল্ট স্টালিনকে লিখেছিলেন যে, বার্ন ঘটনা অতীতের ব্যাপার।

মস্কোস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারিম্যান ঘোষণা করেন, "এসকোনা বৈঠক নিয়ে মতবিরোধকে একটি তাৎপর্যহীন ঘটনা হিসেবেই দেখা উচিত।" তার দু'দিন আগে মিত্র বাহিনী পুনরায় ইতালীয় রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাতে শুরু করে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের জীবনের শেষ কটি দিনে চার্চিলের সাথে যে পত্রালাপ হয়েছিল তাতে দেখা যায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সানরাইজ অপা-রেশন অব্যাহত রাখারই পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু রুজভেল্ট তাতে সম্মত হন নি।

১০ই এপ্রিল মিত্র বাহিনীর ইতালীস্থ সদর দফতর ডালেসকে জানায়, জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের আলোচনা অবশ্যই সামরিক প্রকৃতির হতে হবে এবং 'পুরোপুরি অনুমোদিত অফিসারদের' দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। ডালেসকে অবিলম্বে প্যারিসে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে জেনারেল ডনোভান তাকে বলেন, যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন আপত্তি করেছে সেহেতু জার্মানদের কাছ থেকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব এলে বৃটিশ কিংবা মার্কিনপক্ষ এককভাবে তা গ্রহণ করতে পারবে না।

চার্চিলের মত যুক্তরাষ্ট্রের শাসকমহল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক খারাপ করতে অতটা আগ্রহী হয় নি। মার্কিন কম্যাণ্ড খুব বেশী করে চেয়েছিল যে, সোভিয়েত কম্যাণ্ড জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিক। এ ব্যাপারে ক্রিমিয়া সম্মেলনে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। অবশ্য উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জর্জ মার্শাল ও প্রেসিডেন্টের চীফ অব স্টাফ উইলিয়াম লিহির সাথে আলোচনার পরই রুজভেল্ট ডলফের সাথে আলোচনা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের শাসকমহলও ডলফকে ধোকাবাজির জন্য সন্দেহ করতে শুরু করেছিল। ডলফ একদিকে জার্মান একচেটিয়াদের প্রতিনিধিত্ব করছিল, যারা পশ্চিম রণাঙ্গনে আত্মসমর্পণের বিনিময়ে মার্কিন ও বৃটিশ প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে একটি আপোষ রফায় আসারই পক্ষে ছিল, অন্যদিকে হিটলারের শাসনামলকে দীর্ঘায়িত করার জন্যও আলোচনাকে ব্যবহার করছিল।

ডলফ মিশন ব্যর্থ হবার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল সোভিয়েত আক্রমণের মুখে তৃতীয় রাইখ বাহিনীর নাজেহাল অবস্থা। "কমিউনিজমের হুমকির" বিরুদ্ধে সংগ্রামের শরিক হিসেবে জার্মানীর মূল্য যে কম নয় পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীলদের সে কথা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ১৯৪৫ সালের বসন্তে নাজীরা চেয়েছিল দর কষাকষিতে তাদের অবস্থানটা আরেকটু শক্ত করে নিতে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী পমেরানিয়ায় অবস্থিত ভিসলা আর্মি গ্রুপ অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর পশ্চিম পাশ দিয়ে আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করে। গুডেরিয়ান ও হিটলারের মধ্যে এক আলোচনায় জোর দিয়ে বলা হয় যে, পাশ্চাত্যের সাথে যুদ্ধ বিরতির আলোচনা চলবার মত সময় সংগ্রহ করতে এই আক্রমণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্চের প্রথম দিকে আর্ডেনেস থেকে হাঙ্গেরীতে সরিয়ে আনা ষষ্ঠ প্যান্জার বাহিনী সোভিয়েত বাহিনীকে ডানিয়ুবে হটিয়ে দেবার জন্য অন্যান্য বাহিনীর সাথে আক্রমণে যোগ দেয়। হিটলার গোয়েবলসের কাছে এ আক্রমণের রাজনৈতিক গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযানই সফল হল না। সোভিয়েত বাহিনী ভিসলা আর্মি গ্রুপের মূল বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং মার্চের শেষ দিকে অডারের কাছে চলে আসে। সোভিয়েত বাহিনী হাঙ্গেরীতেও নাজীদের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করে

এবং তাদের ৫ শ'রও বেশী ট্যাঙ্ক নষ্ট করে দেয়। সোভিয়েত বাহিনী এরপর জার্মান সীমানায় প্রবেশ করে এবং ভিয়েনাতেও আক্রমণ পরিচালনা করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট বিজয় যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের সাথে নাজীদের আনুষ্ঠানিক শান্তি আলোচনার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের অবস্থাদৃষ্টে পাশ্চাত্যের সাথে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি স্থাপনে হিটলারকে রাজী করানোর জন্য ২০শে মার্চ জেনারেল গুডেরিয়ান হিমলারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুডেরিয়ানকে অবাক করে দিয়ে হিমলার সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তাতে অবাক হবার কিছু ছিল না। কারণ হিটলারের আদেশে হিমলার নিজেই যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের সাথে গত কয়েক সপ্তাহের গোপন আলোচনায় সরাসরি সংযুক্ত ছিলেন।

## "এস এস বাহিনীর তৎপরতা"

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে প্রকাশিত একটি পুস্তকের এটি হলো শিরোনাম। অকাট্য সব তথ্য ও দলিলপত্রের ভিত্তিতে রচিত এই বইটিতে এস এস বাহিনী কৃত অপরাধসমূহের একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। আমরা এখানে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যা খুব কম লোকই জানেন এবং জানেনও খুব সামান্য পরিমাণে। রাইখের শেষ দিনগুলোতে এই নাজী সন্ত্রাসবাদী বাহিনী এমন একটি দায়িত্ব গ্রহণ করে, যা ছিল রাইখের পতন প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত নাজী এবং পাশ্চাত্যের সোভিয়েত বিরোধীদের কূটনৈতিক দুরভিসন্ধির একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে।

বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের এস এস-এর উপর নির্ভর করার কারণ ছিল। প্রথমতঃ, যুদ্ধে নাজী বাহিনীর পরাজয় এবং ক্ষমতা থেকে নাজীদের উৎখাত ঘটলে জার্মানীর "প্রকৃত ক্ষমতার" অধিকারী থাকবে কেবল এস এসরাই। দ্বিতীয়তঃ, নাজী নির্যাতন শিবিরে আটক বন্দীদের রক্ষার জন্যই হিমলার ও অপরাপর এস এস অফিসারদের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এমন একটি আবরণ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল।

হিমলারের নেতৃত্বে এস এস পাশ্চাত্য মিত্রদের সাথে আলোচনায় আরো বেশী করে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে সময়ে হিমলার ছিলেন সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী। এমনকি যুদ্ধের আগেও হিমলারের চরম নিষ্ঠুরতা তাকে জার্মানীর ত্রাস সংগঠনের প্রধান নিযুক্ত করেছিল। আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু হবার পর হিমলারের এস এস বাহিনী ইউরোপে জঘন্য নাজী "ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠায় যারাই বিরোধিতা করেছিল তাদেরকেই নির্বিচারে গুলি ক'রে, ফাঁসি দিয়ে, গ্যাস দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। এস এস বাহিনী জোর করে লক্ষ লক্ষ বিদেশীকে জার্মান একচেটিয়াদের দাসে পরিণত করেছিল। সারা ইউরোপে মারাত্মক নাজী ব্যাধি সংক্রামিত হলে নাজীদের মধ্যে হিমলারের ক্ষমতা আরোহণ ও শক্তিবৃদ্ধি শুরু হয়। যে সব অতিরিক্ত পদবী তার নামের পাশে যুক্ত হয় সেগুলো হল এস এস "রাইখ ফুয়ে-রার", পুলিশ বাহিনীর প্রধান, গেস্টাপোর সুপ্রীম কমিশনার ও "জার্মান জাতিকে শক্তিশালী" করার জন্য ইম্পেরিয়াল কমিশনার এবং ১৯৪৩ সালে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। "১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই ঘটনার" পর তিনি আভ্যন্তরীণ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন, অর্থাৎ হিমলার হলেন জার্মানীর অভ্যন্তরে জার্মান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রক। একই সময়ে তাকে সামরিক গোয়েন্দা ও প্রতি-গোয়েন্দা সংগঠন এবর-এর দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। বিদেশী জার্মান গুপ্তচরবৃত্তির সকল শাখার নিয়ন্ত্রণেও ছিলেন হিমলার।

স্টালিনগ্রাদ ও কুর্স্কে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের ফলে হিমলার বিশ্বকে ভাগবাটোয়ারার নতুন পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। পাশ্চা-ত্যের মিত্ররা যদি উরাল পর্যন্ত সোভিয়েত ভূখণ্ড রাইখকে ছেড়ে দিতে সম্মত হয় তাহলে হিমলার "উদারভাবে" গ্রেটবৃটেনকে "সাইবেরিয়া দিয়ে দেবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান দূরপ্রাচ্যকে ভাগ করে নিতে পারবে"। যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ওপর বিশ্বাস রেখে হিমলার নিশ্চিত ছিলেন যে দেশগুলোকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণে রাজী করানো যাবে।

পশ্চিম ইউরোপের ব্যাপারে স্থির হলো ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদার-ল্যাণ্ড রাজনৈতিকভাবে যুদ্ধ পূর্ববর্তী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ফিরে যাবে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে জার্মানীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকবে। দক্ষিণ

পূর্ব ইউরোপের বেলায়ও এই একই নীতি কার্যকরী হবে। ফরাসী প্রদেশ আলসেস, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সাডেটন অঞ্চল রাইখেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পাশ্চাত্যের সাথে সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে হিমলার রিবেনট্রপ ও তার সংস্থাকে রাইখের পররাষ্ট্র বিষয়ক কাজকর্ম থেকে বাদ দিয়ে "সিক্রেট সার্ভিসের রাজনৈতিক শাখাকে" দিয়ে সেসব করাতে চাইলেন। ১৯৪৩ সালে রাজকীয় নিরাপত্তা সংস্থার ষষ্ঠ বিভাগের বৈদেশিক গোয়েন্দা প্রধান ওয়াল্টার শেলেনবার্গকে হিমলারের ঘনিষ্ঠ এস এস অফিসার মহলে স্থান দেয়া হয়। শেলেনবার্গ পরে লিখেছিলেন, "হিমলার আমাকে পাশ্চাত্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখাকে যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার দিয়েছিলেন।"

শেলেনবার্গের পাশাপাশি হিমলার আরো কয়েকজন উঁচু স্তরের এস এস অফিসারকে কূটনৈতিক কাজকর্মে নিয়োজিত করেছিলেন, যেমন, রাজকীয় নিরাপত্তা সংস্থার প্রধান জেনারেল কাল্টেনব্রুনার, পূর্বোল্লিখিত হোটল, যার ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়াশীল মহলে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং আরো বহু সংখ্যক এস এস অফিসার।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে পাশ্চাত্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। হিমলার "২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রকারীদের" স্থাপিত যোগাযোগের "উত্তরাধিকার" নিয়ে নেন। পাশ্চাত্যের সাথে যে সব ষড়যন্ত্রকারীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল যেমন ক্যানারিজ, গোয়েরডেলার, পপিজ, হোশফার ও অন্যান্যকে সাথে সাথে দণ্ড না দিয়ে হিমলারের জিম্মায় ১৯৪৫ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত বিশেষ কারাগারে রেখে দেয়া হয়। পশ্চিম জার্মানীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গেরহার্ড রিটার লিখেছেন যে গোয়েরডেলার কারাগারে নীত হলে হিমলার তাকে প্রস্তাব করেছিলেন চার্চিলের সাথে উভয় পক্ষের জন্য "গ্রহণযোগ্য" একটি চুক্তি দ্রুত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তার ও সুইডিশ ব্যাংকার ওয়েলেনবার্গের মধ্যকার যোগাযোগ ব্যবহার করার জন্য।

যা হোক, আলোচনা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। হিমলার শেলেনবার্গকে অনুমতি দিলেন জুরিখে গিয়ে বৃটিশ কনসালের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং তাকে শান্তি প্রস্তাবসমূহ দেয়ার জন্য। বৃটিশ প্রতিনিধি খুব শীগগীর জবাব দিলেন যে, চার্চিল তাদেরকে অনানুষ্ঠানিক

আলোচনা চালাবার অনুমতি দিয়েছেন। সুইস গোয়েন্দা বিভাগের একজন উর্ধ্বতন অফিসারকে দিয়ে শেলেনবার্গকে জানানো হল যে বৃটিশরা তার প্রস্তাবসমূহ বুঝতে পেরেছে।

মনে হয় হিমলারের "শান্তিপূর্ণ" ও "সুদূরপ্রসারী" সেই প্রস্তাবমালা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে উৎসাহিত করেছিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও বৃটিশ মন্ত্রী পরিষদের কাছে স্মারকলিপিটি পেশ করতে যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে "ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র" (United States of Europe) গঠন সংক্রান্ত হীনতম পরিকল্পনা উল্লিখিত ছিল।

ডালেস সুইজারল্যাণ্ডে পৌঁছাতেই খবরটি হিমলারকে জানানো হয়। শেলেনবার্গের ডেপুটি ও সুইজারল্যাণ্ডে তার অনুমোদিত প্রতিনিধি ভিলহেম হোটল তাকে ডালেসের কমিউনিজম বিরোধী মনোভাব বিষয়েও অবহিত করেন। ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকেই প্রিন্স হোহেনলোহের মাধ্যমে শেলেনবার্গ ডালেসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯৪৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী থেকে ৩রা এপ্রিলের মধ্যে হোহেনলোহে, ডালেস ও ডালেসের সহকারী "রবার্টস" এর মধ্যে তিন দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেলেনবার্গকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে জার্মানী "রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে টিকে থাকবে এবং ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে"।

ডালেসের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য হিমলার কাল্টেনব্রুনারকেও নির্দেশ দেন। কিন্তু রাজকীয় নিরাপত্তা সংস্থার প্রধানের ওপর মূল দায়িত্ব ছিল ভ্যাটিকান, মাদ্রিদ ও লিসবনের প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক মহলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি।

হিমলার শেলেনবার্গকে সুইডেনের মাধ্যমে অন্যান্য উপায়ে পাশ্চাত্যের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টির আদেশ দেন। ড্রেসডনার ব্যাংকের পরিচালক কার্ল বাশের সহায়তায় শেলেনবার্গ প্রভাবশালী সুইডিস ব্যাংকার মার্কাস ওয়েলেনবার্গের সাথে দেখা করেন। বেশ কিছুকাল ওয়েলেনবার্গ যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী মহলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। শেলেনবার্গ এরপর সুপারিশ করেন হিমলারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক (হিমলারের বিশ্বস্ত বন্ধুও বটে) ফেলিক্স কার্সটেনকে স্টকহোমে পাঠানোর জন্য।

জার্মানীর পটাশিয়াম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিমলারকে কার্সটেনের ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন এবং ভলফের মতোই

সে জার্মান একচেটিয়াদের সেবা করে আসছিলো। ওয়েলেনবার্গের সহায়তায় কার্সটেন যুক্তরাষ্ট্রীয় ডানপন্থীদের সোভিয়েত বিরোধী দু'জন প্রতিনিধির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তারা হলেন, রাশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ব্রুস হপার, এবং আরেক জন, যিনি নিরাপত্তার খাতিরে নিজেকে আব্রাহাম হিউইট বলে পরিচয় দেন। হিউইট ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি "পূর্ব দিক থেকে সৃষ্ট হুমকি উপলব্ধি করছেন" এবং হিমলার ও ওয়াশিংটনের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে আগ্রহী।

১৯৪৩ সালের নভেম্বরে শেলেনবার্গ স্টকহোমে পৌঁছান এবং তিনি নিজেই মার্কিন কূটনীতিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মার্কিন পক্ষ জানায় যে, নিম্নোক্ত শর্তগুলোতে রাজী থাকলেই চুক্তি হওয়া সম্ভব ঃ জার্মানীর ১৯১৪ সালের সীমানা রক্ষিত হবে, অর্থাৎ, পোল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল এলাকা এবং ফরাসী প্রদেশ আলসেস ও লরেন জার্মানীর হাতেই থাকবে, জার্মান বাহিনী বিলুপ্ত করা হবে না কিন্তু সদস্য সংখ্যা মাত্র ত্রিশলাখে কমিয়ে আনা হবে, এস এস এবং নাজী পার্টি বিলুপ্ত করা হবে, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের অধীনে দেশে "অবাধ নির্বাচন" অনুষ্ঠিত হবে, এ দু'টো দেশ জার্মানীর সমর শিল্পের নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যুদ্ধ অপরাধীদের শাস্তি হবে।

সবগুলো মার্কিন প্রস্তাবই বার্লিনের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। শুধুমাত্র যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানের বিষয়টিতে প্রাথমিকভাবে আপত্তি উঠে। কিন্তু আরো বিচার বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয় যে, এতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। হিমলার জানান যে, তিনি বোরম্যান, রিবেনট্রপের মত যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দানে "সহায়তা" করতে রাজী আছেন।

সোভিয়েত আক্রমণের মুখে জার্মানীর ক্রমাবনতিশীল সামরিক পরিস্থিতি হিমলারকে বাধ্য করে যতশীঘ্র সম্ভব পাশ্চাত্যের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা চালাতে, সেই ১৯৪৩ সালে হিমলার কারস্টেনকে পাঠিয়ে দেন মার্কিনীদের জানাবার জন্য যে, তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজী আছেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে হিউইটের সাথে দেখা করতে আগ্রহী। একটি জিনিস নির্ধারণে বাকী রইল তা হল সময় ও স্থান। হিমলার নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, যেহেতু তার হাতে জার্মানীর শক্তিশালী সন্ত্রাসী সংগঠনটি রয়ে গেছে সেহেতু মার্কিনীরা তার সাথে চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী হবেন।

১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে হিমলার নিজেই বিদেশের সাথে যোগা-যোগ শুরু করেন। এ সময়েই লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যাকারী হিমলার পাশ্চাত্যের কতিপয় নির্দিষ্ট মহলের সাথে তার ঘৃণিত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চালান। নাজী জার্মানীকে রক্ষা এবং সোভিয়েত বিরোধী লক্ষ্য হাসিলের জন্য এসব মহল নির্যাতন শিবিরে বন্দীদের বিশেষ করে ইহুদীদের জীবন বাজী রাখার পরামর্শ দেয়।

১৯৪৪ সালের শেষদিকে সুইজারল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডঃ জীন মেরী মুজি এবং স্টার্নবাখ শেলেনবার্গ ও তার সহকারীর সাথে যোগাযোগ করেন। মুজি শেলেনবার্গকে জানান যে, তিনি জার্মানী যেতে এবং গোপনে হিমলারের সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক। ১৯৪৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর ভিয়েনার অদূরে হিমলারের ব্যক্তিগত রেলগাড়িতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে রেডক্রসের পতাকাতলে একদল ইহুদীর মুক্তির জন্য এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একটি ইহুদী সংগঠনের নামে মুজি এ কাজ পরিচালনা করেন এবং ইহুদীদের মুক্তির বিনিময়ে হিমলারকে ৫০ লাখ সুইস ফ্রাঙ্ক প্রদানের প্রস্তাব দেন। অবশ্য সেখানে সব ইহুদীদের মুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়নি। মুজি শুধুমাত্র কয়েকশত ইহুদী যারা একটি ইহুদী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন তাদেরই মুক্তি দাবী করেন। তিনি হিমলারকে তাদের নামের একটি তালিকা দেন।

হিমলার দেখলেন বৃহত্তর রাজনৈতিক ভিত্তিতে মুজির সাথে দর কষাকষির এই তো সুযোগ। তাদের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে। মুজি বললেন, মাসে দুইবার ২০০ থেকে ৩০০ ইহুদী বন্দী সুইজারল্যাণ্ডের মাধ্যমে আমেরিকা পাঠাতে হবে। বিনিময়ে তিনি জার্মানীর আইনজীবী হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে "রাজ-নৈতিক পট পরিবর্তনের" ঘটনা ব্যাখ্যা করবেন। শেলেনবার্গ উল্লেখ করেছেন যে, "পাশ্চাত্য রাজনীতিতে মুজির প্রভাব" বিবেচনা করে তার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়েছিলেন। হিমলার ও শেলেনবার্গ কয়েক সপ্তাহ পর বার্লিনে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী বৈঠকের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন: এতে জার্মানী পাশ্চাত্যের মিত্রদের কাছে স্থল ও আকাশ পথে কয়েকদিনের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করেন। এর দ্বারা দেশটির "সদিচ্ছা" প্রকাশ পাবে এবং তাহলেই মুজির দেয়া তালিকা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে

বন্দী প্রেরণ সম্ভব হবে। শেলেনবার্গ লিখেছিলেন, "আমরা আশা করি এই 'উদ্ধার' পাশ্চাত্যের সাথে আমাদের আলোচনার সুযোগ করে দেবে।"

হিমলারের সঙ্গে মুজির আলোচনা সাংবাদিক মহলে ফাঁস হয়ে যায় এবং তা জনসমক্ষে প্রচারিত হলে প্রাক্তন সুইস প্রেসিডেন্ট আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তবু তিনি হিমলারের সাথে আলোচনা বন্ধ করেন নি। ১৯৪৫ সালের ৭ই এপ্রিল শেলেন-বার্গ মুজিকে জিজ্ঞেস করেন, নাজীরা পাশ্চাত্যে পশ্চাদপসরণের সময় যদি নির্যাতন শিবিরে বন্দীদের পেছনে ফেলে যায় তাহলে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র বিনিময়ে তাদেরকে কি কি সুবিধা দেবে? আইসেনহাওয়ারকে কি অবিলম্বে এই প্রস্তাব জানানো হবে? তিনদিন পর মুজি জবাব দিলেন, "ওয়াশিংটনকে জানানো হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়া অনুকূলে।"

পাশ্চাত্যের সাথে নতুন করে আরেক দফা জরুরী আলোচনায় যাবার আগে হিমলার একচেটিয়াদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলেন। তিনি স্পিয়ারের সাথে দেখা করলেন এবং কাল্টেনব্রুনার দেখা করলেন স্পিয়ারের সমরসরঞ্জাম বিষয়ক উপমন্ত্রী থিউডোর হুপফাউয়ার এর সাথে। যদিও স্পিয়ার তার স্মৃতিকথায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবকিছুর বির্ণনা দিয়েছেন কিন্তু হিমলারের সাথে তার কি কথা হয়েছিল সেই জরুরী বিষয়টি একেবারেই বাদ দিয়ে গেছেন।

এস এস অফিসার এবং বৃটিশ, মার্কিন ও ইহুদী সংগঠনের নেতৃ-বৃন্দের (যারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে) মধ্যকার কথাবার্তা প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত আলোচনা করার আগে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে রিবেনট্রপের স্মারকপত্র ব্যর্থ হয়ে গেলে হেসে আর বার্লিনে ফিরেন নি। তিনি স্টকহোমেই থেকে যান। তিনি এ সময়ে হিটলারের জন্য নয়, হিমলারের জন্য কাজ করতে শুরু করেন। হিমলার অধিকৃত ডেনমার্কে "রাজকীয় প্রতিনিধি" ওয়ার্নার বেস্টকে নির্দেশ দেন এ্যালেন ভটের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সাথে তার যে যোগাযোগ রয়েছে তা হেসের কাছে হস্তান্তর করে দিতে। ভট শুধু সুইডেনেই একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন না, বৃটিশ লেবার পার্টিরও একজন সুপরিচিত নেতার সাথে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দায়িত্ব হিমলার হেসেকে দেন তা হল স্টকহোমে

গিয়েছিলেন স্টর্চের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা। স্টর্চ ছিলেন ইহুদী সংস্থার ও বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি। ট্রট জু সলজ ও অন্যান্য ২০শে জুলাই ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে তারা জানতে পেরেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মহলে এই কংগ্রেসের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

স্টর্চের সাথে প্রথম বৈঠকেই হেসে তাকে বলেন, বেশ কিছু প্রশ্নে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করার জন্য তিনি যেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অনুরোধ করেন। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, "যুদ্ধকে মানবিক" করা, বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবর্ষণ বন্ধ করা, অধিকৃত এলাকার বেসামরিক জনগণের জান ও মালের নিশ্চয়তা দান এবং এমনি আরো কিছু বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন। সন্দেহ নেই যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধের উদ্দেশ্যেই বার্লিন এসব বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে চেয়েছিল। পাশ্চাত্যকে প্রলোভিত করার জন্য নাজীরা নির্যাতন শিবিরের বন্দীদের জার্মানীর বাইরে পাঠাবার ব্যাপারে আলোচনার প্রস্তাব দেয়; এবং হেসে জানান যে তিনি তা করার জন্য রিবেনট্রপ ও হিমলারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও নিশ্চয়তা লাভ করেছেন।

ইভার অলেসেন নামক আরেকজন মার্কিনী আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। স্টর্চ তাকে "ইহুদী বিষয়ে রুজভেল্টের ডানহাত" বলে উল্লেখ করেছিলেন। হেসে যখন প্রশ্ন করেন সত্যি কি অলেসেন আলোচনায় অংশ নেবার জন্য মার্কিন সরকারের কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত? স্টর্চ বিনা দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন, বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেস এ ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলছেন! "স্টর্চ ও অলেসেন জটিল খেলায় নেমেছিলেন। তাদেরকে বলা হল, নির্যাতন শিবিরের ইহুদীদের মুক্তি দেয়ার চেয়ে "আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে" আলোচনা করতে হবে। "এটা স্পষ্ট যে জার্মানী যুদ্ধে হেরে গেছে। কাজেই আপনারা কেন আমাদের সাথে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে আলোচনা করছেন না।" হেসে যখন জিজ্ঞেস করলেন, তারা কিভাবে মিত্রদের শর্তহীন আত্মসমর্পণ দাবীর চুক্তি থেকে সুবিধা আদায় করতে পারে, অলেসেন খোলাখুলি বললেন, "অবশ্যই, একে শর্তহীন আত্মসমর্পণ বলা হবে, কিন্তু আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, মার্কিন সরকার একে শর্তাধীন আত্মসমর্পণ হিসাবেই বিবেচনা

করবে। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, রুজভেল্ট পূর্ব থেকে এগিয়ে আসা বিপদ উপলব্ধি করছেন। আমরা এ যুদ্ধকে শুধু জার্মানীর ক্ষেত্রেই নয়,. বরং সব জায়গা থেকেই স্বৈরাচার বিলুপ্তির প্রচেষ্টা হিসেবে পরিচালনা করছি।”

হেসে জবাব দিলেন যে, তিনি জার্মানীর আত্মসমর্পণ নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা রাখেন না, এবং স্টর্চকে বললেন হিমলারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন যে, স্টর্চের সতের জনের মত আত্মীয় জার্মানীর নির্যাতন শিবিরে বন্দী ছিলেন এবং তিনিও ভীত ছিলেন যে জার্মানীতে গেলে তিনি বন্দী হতে পারেন। কিন্তু স্টর্চ নিজেই পরে স্বীকার করেছেন যে, তা কোন ব্যাপার ছিল না। তিনি গেস্টাপোর ভয়ে ভীত ছিলেন না, সেখানে যারা কাজ করছিলেন তিনি ছিলেন তাদেরই মতো। তিনি ভয় করছিলেন যে তার বিমান পথ ভুল করতে পারে এবং ভুলে না সোভিয়েত অধিকৃত এলাকায় গিয়ে অবতরণ করে। কাজেই ইহুদী প্রতিক্রিয়াশীল, যারা মার্কিন সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন, তাদের সুদূরপ্রসারী গোপন ইচ্ছা দুনিয়ার কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়।

এ কারণেই সুইডিশ নাগরিক ও বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেসের প্রতিনিধি নরবার্ট মাজুরকে ইহুদী দূত হিসেবে হিমলারের কাছে পাঠানো হয়। ১৯৪৫ সালের ১৯শে এপ্রিল তিনি বার্লিনের তেমপেলহফ বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। ঐ দিন একটি বিশেষ গাড়ী পাঠানো হয় তাকে বার্লিন থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে হিমলারের সদর দফতর জিনটেন দুর্গে নিয়ে যাবার জন্য।

উভয়ের মধ্যে সর্বাত্মক গোপনীয়তায় ১১ ঘন্টাব্যাপী আলোচনা হয়। যখন চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় তখন এমন কি শেলেনবার্গকেও ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়।

আলোচনার প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে মাজুর যে কারণে বার্লিনে এসেছেন অর্থাৎ জার্মান বন্দী শিবিরের বহুসংখ্যক ইহুদী বন্দীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আলোচনা করতে, তাতে কিন্তু হিমলারের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। মাজুর শুনে গেলেন হিমলার সিনিকের মতো বলছেন এ সব লোক প্রতিরোধে সহায়তা করেছে। তারা তাদের ঘেটো এলাকা থেকে (ইতালীয় ও অন্যান্য শহরে ইহুদীদের

আবাস) আমাদের বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। সর্বোপরি তারা টাইফাসের মত রোগ বহন করে এনেছে। মহামারী প্রতিরোধ-কল্পে আমরা তাদেরকে চুল্লিতে পাঠিয়েছি। বন্দী শিবির নয়, এগু-লোকে শিক্ষা শিবির বলা উচিত---এটি অবশ্য ঠিক যে বন্দীদেরকে সেখানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু সব জার্মানরাই কঠোর পরিশ্রম করে।"

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এসে হিমলার মাজুরকে পাশ্চাত্যের সাথে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে বললেন। হিমলার তাকে নিশ্চিত করলেন ঃ "হিটলার যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করেছেন তাই কেবল বলশেভিকবাদকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এই ঘাঁটির যদি পতন হয় তাহলে বৃটিশ ও মার্কিনীদের বলশেভিকবাদের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলো সামরিক বিশৃঙ্খলায় পতিত হবে।" মাজুর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে রাজী হলেন।

হিমলার ও মাজুর জার্মানী ও পাশ্চাত্য মিত্রদের ভবিষ্যৎ চুক্তির শর্তাদিও আলোচনা করেন। হিমলার বুঝতে পারলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কোন চুক্তিতে আসা গেলে তা বৃটেনের সাথে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টিকে আরো জোরদার করবে। যে সময়ে হিমলার শেলেনবার্গ ও হেসে, স্টর্চ, অলেসেন ও মাজুরের সাথে আলোচনা চালাচ্ছিলেন সে সময়ে এস এস অফিসাররা লণ্ডনের সাথে ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পৃথক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন।

১৯৪৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সুইডিশ রেডক্রুসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সুইডেনের রাজার ভাইপো কাউন্ট বার্নাদোতে এলেন বার্লিনের বন্দী শিবিরে ডেনমার্ক ও নরওয়ের নাগরিকদের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করার জন্য। কাল্টেনব্রুনার এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রুসের প্রধান ও বৃটেনের শাসকমহলের ঘনিষ্ঠ কার্ল বারখার্টের সাথে প্রাথমিক আলো-চনার পরই তার বার্লিন সফরের আয়োজন হয়েছিল। বার্নাদোতে হিমলার ও মুজির মধ্যকার আলোচনা বিষয়ে অবগত ছিলেন। বার্লিনে তিনি প্রথমে হিমলারের অধীনস্থ কাল্টেনব্রুনার, শেলেনবার্গ ও জার্মান রেডক্রসের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর কার্ল গেবার্টের সাথে দেখা করেন এবং তারপর দেখা করেন হিমলারের সাথে।

বার্নাদোতে ও হিমলারের মধ্যে দুইমাস ধরে (১৯৪৫ সালের ১৭ই ফেব্রু-

য়ারী থেকে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত) আলোচনা চলে এবং হিটলার সে আলোচনা অনুমোদন করেন। বার্নাদোতে ও হিমলার তাদের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর প্রথম বৈঠকেই বুঝতে পারেন যে তাদের চিন্তা ভাবনা প্রায় একই রকম। হিমলার ঘুরে ফিরে বলশেভিকবাদের বিপদ নিয়েই আলোচনা করতে থাকেন। তিনি বার্নাদোতেকে আশ্বস্ত করলেন, যদিও জার্মানীর অবস্থা খুব জটিল তবে তা আশাহীন নয় এবং খুব শীঘ্র রুশদের বার্লিন দখলের কোন সম্ভাবনা নেই। হিমলার স্বীকার করেন যে, নাজী অধিকৃত নরওয়ের অবস্থাও খুব জটিল এবং তিনি এ ব্যাপারে সুইডেনকে জার্মানীর জন্য সহায়ক ভূমিকা নেবার আহ্বান জানান। যদিও মনে করা হয় বার্নাদোতে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান দেশগুলোর জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্যেই বার্লিনে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি হিমলারের সাথে কোন দ্বিমত করেন নি।

১৯৪৫ সালের ১২ই মার্চ বার্নাদোতে আবার জার্মানী এলেন। তিনি শেলেনবার্গকে বললেন হিমলারকে একটি চিঠি দেবার জন্য, তাতে পাশ্চাত্য দূতদের "মানবিক মিশনের" অতিকথাকে খণ্ডন করা হয়। বর্নাদোতের ঘন ঘন বার্লিনে আসার উদ্দেশ্য ছিল বন্দী মুক্তিতে সহায়তার নামে বিপর্যস্ত নাজী প্রশাসনকে রক্ষা করা। লক্ষ লক্ষ ইহুদী নিধন-কারীকে বার্নাদোতে লিখেছিলেন, "ইহুদীরা যেমনি জার্মানীতে অচ্ছুত তেমনি সুইডেনেও, কাজেই আমি ইহুদী প্রশ্নে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছি।" তিনি শেলেনবার্গকে বললেন তিনি যেন ব্যক্তিগতভাবে এ চিঠি হিমলারকে দেন এবং তা যেন "ভুল হাতে না পড়ে।"

কাল্টেনব্রুনার, শেলেনবার্গ ও কারস্টেনের মাধ্যমে বার্নাদোতে নাজী জার্মানীর শাসকমহলকে পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীলদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করলেন, তাই "সদিচ্ছা" স্বরূপ এবং ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পটভূমি হিসেবে জার্মানীর উচিত স্ক্যানডেনেভিয়া ও আটলান্টিকের সাথে শত্রুতার অবসান করা। কারস্টেন হিমলারকে বললেন, বার্নাদোতের ভাষায় "যুদ্ধের পর আমেরিকা বিচ্ছিন্নতাবাদে ফিরে যাবে— ইংল্যাণ্ড তার সাম্রাজ্য দেখাশুনা করবে, কাজেই ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নেরই সবচেয়ে বেশী প্রভাব থাকবে, শুধুমাত্র নরওয়েতে জার্মানদের যুদ্ধ থামিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আটলান্টিক থেকে খুব দূরে রাখা সম্ভব হবে কি?" হিমলার বললেন, তিনি এস

এস বাহিনীকে ডেনমার্ক ও নরওয়েতে শত্রুতার অবসান করতে ও আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দেবেন এবং হিটলারকে যত শীঘ্র সম্ভব পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার চেষ্টা করবেন।

১৯৪৫ সালের ২রা এপ্রিল পুনরায় হিমলার বার্নাদোতের সাথে মিলিত হন। এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল হোহেন লুশেনে প্রফেসর গেভার্টের ক্লিনিকে এবং চার ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। বার্নাদোতে পরে বলেছেন, "এক বৃহৎ রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে আমার অবস্থান বলে মনে হয়েছিল।" হিমলার বার্নাদোতের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তিনি অবিলম্বে আইসেনহাওয়ার ও চার্চিলের সাথে যোগাযোগ করে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানদের আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা জানতে পারবেন কি না। হিমলার শেলেনবার্গ ও কারস্টেনকে বার্নাদোতের "সঙ্গী" হিসেবে পাঠাতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ ও মার্কিনদের অবস্থার উল্লেখ করে বার্নাদোতে বললেন, "বোধগম্য কারণেই" এ ব্যাপারে উদ্যোগ হিমলারের কাছ থেকে আসা উচিত, পাশ্চাত্যের কাছ থেকে নয়।

হিমলার চার্চিল ও আইসেনহাওয়ারের কাছে যে সব প্রস্তাব করার কথা ভাবছিলেন বার্নাদোতেকে তার একটি খতিয়ান দিলেন। "বৃটিশ ও মার্কিনরা যদি আমাদের সাথে যুদ্ধবিরতিতে আসে তাহলে এস এস এবং ভেরমাখ্‌ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তৈরী। বলশেভিক রাশিয়ার সাথে কোন শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। রাশিয়াকে বাদ না দেয়া গেলে সব চুক্তিই হবে অর্থহীন। তাহলে আমরা ইউরোপকে বলশেভিকদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধই চালিয়ে যাব। আইসেনহাওয়ারকে সর্বতোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করুন যে সোভিয়েত রাশিয়া হলো মানবজাতির প্রকৃত শত্রু এবং একমাত্র জার্মানীর পক্ষেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো সম্ভব। আমি পাশ্চাত্য শক্তির বিজয় মেনে নিতে রাজী কিন্তু তার আগে আমাকে রুশদের তাড়ানোর সময় দিতে হবে। পাশ্চাত্য যদি আমাকে প্রয়োজনীয় সামরিক উপকরণ দেয়, তাহলে আমি এখনো তা করতে পারি।

কাজেই নরওয়ে ও ডেনমার্কে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত বার্নাদোতের প্রস্তাবে রাজী না হয়ে নাজীরা যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সাথে বৃহত্তর চুক্তির প্রস্তাব দেয়। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ বিরতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধে মিত্রদের সমর্থন দাবী করা হয়।

বার্নাদোতে ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমা শক্তির সামরিক ও রাজ-নৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে হিমলারের প্রস্তাবিত আলোচনা অবশ্যই "গুরুত্ব-পূর্ণ চরিত্রের" হতে হবে। আর এটি কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন হিমলার প্রকাশ্যে নিজেকে হিটলারের উত্তরাধিকারী এবং ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে ঘোষণা করবেন। বার্নাদোতে হিমলারকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ভেঙে দেবার এবং তৃতীয় রাইখ বিলুপ্ত করারও পরামর্শ দেন। হিমলারকে দেয়া এই পরামর্শের অর্থ ছিল অবিলম্বে তৃতীয় রাইখের মুখোশ বদলানো এবং পাশ্চাত্যের জনমতকে বিভ্রান্ত করা, যা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য ছিল একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। এর মাঝেই বার্নাদোতে সুইডেনের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ বোহেমানের মাধ্যমে হিমলারের এসব প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটব্রিটেন সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন।

১৬ই এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী পুনরায় আক্রমণ শুরু করলে হিম-লার-বার্নাদোতে আলোচনা আরো জোরদার করা হয়। এই আক্রমণ শুরুর কয়েকদিনের মধ্যেই গোটা পূর্ব রণাঙ্গন থেকে নাজী বাহিনীকে বিতাড়িত করা হয়। ১৯৪৫ সালের ২০শে এপ্রিল নাজী রাইখের রাজধানীতে প্রথম গোলাবর্ষণ করা হয়। এ অবস্থায় হিমলার বুঝতে পারলেন যে, পাশ্চাত্যের সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময় তার চলে যাচ্ছে। অবি-লম্বে এবং হিটলারের অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই তাকে একাজ করতে হবে। ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় বার্নাদোতে বার্লিনে এসে পৌঁছান এবং পরদিন সকালেই হিমলার ও শেলেনবার্গের সাথে দেখা করেন। তারা আশা করেন যে, হিটলার ও আইসেনহাওয়ারের মধ্যে সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠানের পথ তৈরী করতে বার্নাদোতে "নিজ উদ্যোগেই এবার হয়তো জেনারেল আইসেনহাওয়ারের কাছে যাবেন।" কিন্তু বার্নাদোতে জানালেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে (সোভিয়েত বাহিনীর বিজয়ের ফলে সৃষ্ট) তিনি হিটলার অথবা হিমলার কাউকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। "আমার প্রথম সফরের সময় অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ার -মার্চেই রাইখফুয়েরার-কে নিজের হাতে ক্ষমতা নেয়া উচিত ছিল।"

হিমলার কিন্তু এরপরও বার্নাদোতেকে ব্যবহার করার আশা কর-ছিলেন। ২৩শে এপ্রিলেও শেলেনবার্গ বার্নাদোতের সাথে ফ্লেন্সবার্গে আলোচনা চালান। শেলেনবার্গ বার্নাদোতেকে বলেন যে, হিমলার

ব্যক্তিগতভাবে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সাথে দেখা করে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানবাহিনীর আত্মসমর্পণের ব্যাপারে আলোচনা করতে চান। বার্নাদোতে আবারো সন্দেহ প্রকাশ করেন যে এ অবস্থায় পশ্চিমা শক্তিগুলো জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণে রাজী হবে কি না। তিনি তখন হিমলারকে নিম্নোক্ত দুটো সুপারিশ করার জন্য বলেন, প্রথমতঃ "ভাল হয় হিমলার যেন তার অনুরোধগুলো সুইডিশ সরকারকে জানান" তাহলে তারাই এগুলো পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর কাছে পাঠাতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ আত্মসমর্পণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে "হিমলারকেই আইসেনহাওয়ারের সাথে দেখা করা দরকার।"

এসবের মধ্য দিয়ে যে জিনিসটি ফুটে ওঠে তাহল পাশ্চাত্য শক্তি আনুষ্ঠানিক চুক্তি না করলেও তারা চাচ্ছে পশ্চিম রণাঙ্গনে নাজী বাহিনী আত্মসমর্পণ করুক এবং পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখুক।

হিমলার ও বার্নাদোতের মাঝে শেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় সুইডিশ দূতাবাসে, যা সে সময়ে বার্লিন থেকে লুইবেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল। শহরে কোন বিদ্যুৎ ছিলনা এবং মোমের আলোতে তিনঘন্টা ব্যাপী তারা আলোচনা করেন। তাদের আলোচনার মাঝখানে বিমান আক্রমণের বিপদ সংকেত বেজে উঠলে দু'জনই একটি নিরাপদ কুঠুরিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

"হিটলার এখন সম্ভবত মৃত", এই ঘোষণা দিয়ে হিমলার বৈঠক শুরু করেন এবং বলেন, "যুদ্ধ শেষ করার জন্য আমি এখন প্রস্তুত। রুশ আগ্রাসনের হাত থেকে জার্মানীর অধিকাংশ অঞ্চল রক্ষার জন্য আমি পশ্চিম রণাঙ্গনে আত্মসমর্পন করতে তৈরী, যাতে পশ্চিমা শক্তিগুলো যত দ্রুত সম্ভব পূর্বে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু আমি পূর্ব রণাঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে রাজী নই। আমি বলশেভিকবাদের একজন চরম শত্রু এবং আমি তাই থাকব।"

আগেরদিন বার্নাদোতে শেলেনবার্গকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সে অনুযায়ী হিমলার সুইডিশ কাউন্টকে বললেন তার প্রস্তাবগুলো যেন সুইডিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয় এবং সেগুলো পাশ্চাত্যের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। বার্নাদোতে বললেন, একটি শর্তে তিনি একাজ করতে পারেন তা হল পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর আত্মসমর্পণের

সীমা ডেনমার্ক ও নরওয়ে পর্যন্ত বর্ধিত করতে হবে। অবশ্যই, হিমলার তাতে সম্মত হলেন। হিমলার যথেষ্ট সিরিয়াস কিনা নিশ্চিত হবার জন্য বার্নাদোতে তাকে সুইডেনের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীর ঠিকানায় একটি নোট দিতে বলেন। অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে হিমলার লেখেন, "আমি ঘোষণা করছি যে পাশ্চাত্য শক্তি জার্মান বাহিনীকে পরাজিত করেছে। আমি পশ্চিম রণাঙ্গনে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। আমি ডেনমার্ক ও নরওয়েতেও জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।"

সিদ্ধান্ত হয় যে, বার্নাদোতে যত দ্রুত সম্ভব সুইডেনে ফিরে যাবেন এবং পাশ্চাত্য মিত্রদের কাছ থেকে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত শেলেনবার্গ ফ্লেন্সবার্গেই অপেক্ষা করবেন।

বার্নাদোতের মিশনকে শক্তিশালী করার জন্য হিমলার বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারীর কাছেও একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠান এবং চার্চিলকেও তা জানানোর অনুরোধ করেন। হিমলার তাতে লিখেছিলেন যে, তিনি মন্টোগোমারীর সাথে একটি বৈঠকের আয়োজন করতে চান তাকে এ কথা বোঝানোর জন্য যে "জার্মানী এখন পরাজিত, এশীয়দের প্রচণ্ড আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য এখন বৃটেনকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। যেহেতু বৃটিশদের সাথে মিলে জার্মানদের খুব শীগগীর রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে সেহেতু জার্মান যোদ্ধাদের রক্ষা করাটা একান্ত জরুরী।"

বার্নাদোতের মিশনের সফলতা সম্পর্কে হিমলার এত বেশী নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি আইসেনহাওয়ারের সাথে আসন্ন বৈঠকের ব্যাপারে শেলেনবার্গের সাথে প্রোটোকল নিয়েও আলোচনা শুরু করে দেন। আইসেনহাওয়ারকে কি নাজী কায়দায় স্যালুট করা হবে নাকি শুধু করমর্দন করা হবে অথবা তিনিই কি আগে হাত বাড়াবেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ঘটনা হিমলার ও তার সঙ্গীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেনি। যাহোক, ঐ রাত্রেই বার্নাদোতে স্টকহোমে ফিরে আসেন এবং তার কয়েক ঘন্টা পর সুইডিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বোহেমান সুইডেনে অবস্থিত বৃটিশ মন্ত্রী স্যার ভিক্টর ম্যালেট ও তার মার্কিন সহকর্মী হার্শেল জনসনকে ডেকে পাঠান। পররাষ্ট্র মন্ত্রী গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "হিমলার জানিয়েছেন যে তার এ বক্তব্য শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শক্তিদেরই জন্য।"

১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল ওয়াশিংটনে ট্রুম্যান, জর্জ মার্শাল ও উইলিয়াম লেহির মধ্যে একটি বিশেষ বৈঠকের বিষয়বস্তু ছিল হিমলারের প্রস্তাবমালা। বৈঠক চলাকালেই ট্রুম্যান টেলিফোনে চার্চিলের সাথে আলাপ করেন। লেহির মতে চার্চিল হিমলারের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করারই সম্ভাবনা বিবেচনা করছিলেন। চার্চিল নিজেই তার স্মৃতিকথায় এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। একই দিনে অর্থাৎ ২৫শে এপ্রিল বৃটিশ যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীমণ্ডলীরও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠকে চার্চিলের মতে চতুর একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; বলা হয় তিন শক্তির পক্ষ থেকে (অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষেও) এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও মস্কো স্পষ্টভাষায় জানিয়েছিল, "আমাদের কেউই পৃথক আলোচনায় যেতে পারি না।" কিন্তু চার্চিলের মতে এই আলোচনা "কোনভাবেই জেনারেল আইসেনহাওয়ার ও ফিল্ড মার্শাল আলেক্সান্দরের স্থানীয়ভাবে আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে না।" এটি পরিষ্কার যে, চার্চিল চেয়েছিলেন সকল রণাঙ্গনে শর্তহীন আত্মসমর্পণের ব্যাপারে তিন শক্তি মিলে ছাড়া হিমলারের সাথে আলোচনা হবেনা, এই কথা বলে পশ্চিম ও ইতালীয় রণাঙ্গনে স্থানীয় অধিনায়কদের দ্বারা নাজী বাহিনীর সাথে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে পৃথক একটি চুক্তি সম্পাদন করতে।

ওয়াশিংটনও হিমলারের প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য ব্যগ্র ছিল। যেহেতু ১৯৪৫ সালের ১৫ই এপ্রিল জার্মানীর রাজনৈতিক, সামরিক নেতৃবৃন্দ এবং একচেটিয়াদের প্রতিনিধিদের সভায় যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের টিকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল সেহেতু জার্মানীর সাথে তারা প্রকাশ্যে চুক্তি করতেও পিছপা ছিল না।

বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের শাসক মহলে জার্মানীর সাথে গোপনে সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি করার পক্ষে লোকের অভাব ছিল না কিন্তু সে সময়ে তারা দেশের ভিতরে কিংবা বাইরে খুব একটা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারছিল না। ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারী তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছেন, "১৯৪৫ সালে বৃটিশ জনগণকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্মত করানো সম্ভব ছিল না।"

হিমলার যখন লণ্ডন ও ওয়াশিংটন থেকে জবাবের আশায় অপেক্ষা করছিলেন সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে তখন দ্রুত সোভিয়েত বাহিনী

এগিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল লণ্ডন ও ওয়াশিংটন যেদিন সিদ্ধান্ত নেয় তারা কিভাবে হিমলারের প্রস্তাবে সাড়া দেবে, সেদিন সোভিয়েত বাহিনী বার্লিনের উত্তর দিকে আক্রমণ চালিয়ে পটসডাম এলাকার ১ম উক্রেনীয় রণাঙ্গনের বাহিনীর সাথে মিলিত হয় এবং সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন ঘিরে ফেলে। একই দিনে ১ম উক্রেনীয় ইউনিটগুলো টোরগো এলাকার এলবেতে মার্কিন বাহিনীর সাথে মিলিত হয় এবং জার্মানী ও তার বাহিনীকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। এ অবস্থায় লণ্ডন কিংবা ওয়াশিংটন কেউই হিমলার অথবা পরাজিত নাজী সরকারের কোন প্রতিনিধির সাথে আপোষমূলক চুক্তিতে যেতে সম্মত হয়নি। তদুপরি লণ্ডন ও ওয়াশিংটন বুঝতে পারে যে রাইখের শেষ দিনগুলোতে হিমলার তার ক্ষমতা ও সম্মান যথেষ্ট পরিমাণে হারিয়ে ফেলেছিল।

১৯৪৫ সালের ২৬শে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুম্যান হিমলারের প্রস্তাব সম্পর্কে স্টালিনের কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। ট্রুম্যান বলতে চেয়েছিলেন; বৃটিশ ও সোভিয়েত সরকারের সাথে আমাদের চুক্তি রক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট-বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সকল রণাঙ্গনে শর্তহীন আত্মসমর্পণই হচ্ছে আত্মসমর্পণের একমাত্র গ্রহণযোগ্য শর্ত। ——জার্মানীকে এই মূহুর্তে সকল রণাঙ্গনে স্থানীয় অধিনায়কদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

জবাবে স্টালিন লিখেছিলেন, "আমি মনে করি সোভিয়েত রণাঙ্গন-সহ সকল রণাঙ্গনে শর্তহীন আত্মসমর্পণের দাবীতে হিমলারের প্রতি আপনার বিবেচিত জবাব যথাযথ হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক প্রস্তাবের ভাবধারা অনুযায়ী কাজ করে যান এবং আমরা রুশরা জার্মানদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখব।"

চার্চিল বাধ্য হয়েছিলেন ওয়াশিংটনের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে। বৃটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দেয়া হল সুইডেনের মাধ্যমে হিমলারকে জানিয়ে দেবার জন্য যে, মিত্ররা সকল রণাঙ্গনে কেবলমাত্র শর্তহীন আত্মসমর্পণই মেনে নেবে।

১৯৪৫ সালের ২৭শে এপ্রিল বার্নাদোতে আবার জার্মানীতে এলেন। ডেনমার্ক সীমান্তের নিকটে ছোট শহর ফ্লেন্সবার্গে বার্নাদোতে শেলেন-বার্গকে হিমলারের প্রস্তাবের প্রতি পাশ্চাত্যের নেতিবাচক জবাবের

কথা জানান। সংবাদ মাধ্যম হিমলার ও পাশ্চাত্যের আলোচনার কথা জেনে যায় এবং ২৮শে এপ্রিল হিমলারের প্রস্তাব এবং তা গ্রহণে পাশ্চাত্য শক্তির অস্বীকৃতি সম্পর্কে বৃটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টারের একটি খবর লণ্ডন বেতারে প্রচার করা হয়। তৎক্ষণাৎ ভূগর্ভস্থ রাজকীয় চ্যান্সেলারীতে হিটলারের কাছে এই খবর পৌঁছানো হয়।

একই সময়ে জার্মানীর উত্তরাঞ্চলীয় নাজী বাহিনীর অধিনায়ক এডমিরাল ডয়েনিজ বাংকারে হিটলারের কাছে টেলিগ্রাম করেন। তিনি জানতে চান বৃটিশ ও মার্কিনদের কাছে হিমলারের আত্মসমর্পণ প্রস্তাব এবং তাদের প্রত্যাখ্যান ও শর্তহীন আত্মসমর্পণের দাবী সম্পর্কে হিটলার অবগত আছেন কি না।

বার্নাদোতের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সাথে "আপোষরফায়" হিমলারের ব্যর্থতা নাজী নেতৃত্বের জন্য ছিল মারাত্মক আঘাত স্বরূপ। হিটলার অবশ্যই এ আলোচনার কথা জানতেন তদুপরি তিনি তা অনুমোদনও করেছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতাকে বরণ করে নেবার জন্য তিনি তৈরী ছিলেন না। পাশ্চাত্য তাদের সোভিয়েত মিত্রকে বাদ দিয়ে আত্মসমর্পণ গ্রহণ করবেনা এই অভিজ্ঞতা ফুয়েরার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের ঘন মেঘের মতো আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ক্রোধান্বিত হিটলার আদেশ দিলেন নাজী সদর দফতরে হিমলা-রের প্রতিনিধি গ্রাপেনফুয়েরার ফ্রেজেলিনসহ হিমলারকে খুঁজে বের করতে হবে এবং গ্রেফতার করতে হবে। পেশার দিক থেকে একজন ঘোড়দৌড়বিদ ফেজেলিন (ডাকা হত ফ্রেজেলিন অর্থাৎ দুর্বৃত্ত বা অজ্ঞ বলে) ১৯৪৫ সালে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত নাজী ক্ষমতার নীচু স্তরে ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি হিটলারের রক্ষিতা ইভা ব্রাউনের বোনকে বিয়ে করেন। এই বিয়ে তাকে হিটলারের ঘনিষ্ঠ মহলে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। আবার হিটলারের ঘনিষ্ঠ মহলে নিজের একজন লোক পাবার আশায় হিমলার তাকে গ্রাপেনফুয়েরারের (এস এস জেনারেল) মর্যাদা দেন এবং নাজী সদর দফতরে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

হিটলার ফেজেলিনকে "জীবিত অথবা মৃত" ধরে আনার আদেশ দেন। নিকটবর্তী যে বাংকারে তার অফিস ছিল সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি, দুদিন আগেই তিনি সেই বোমার শেল্টার থেকে পালিয়ে গেছেন। হিটলারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনীর উপ-প্রধান স্ট্যাণ্ডারটেনফুয়েরার

হেগলের নেতৃত্বে এস এস বাহিনী রাজকীয় চ্যান্সেলারীর নিকটবর্তী শহর এলাকায় ফেরারীকে খোঁজ করতে শুরু করে। ২৯শে এপ্রিল রাতে বার্লিনের আকাশ যখন কামানের গর্জন ও মাইন বিস্ফোরণের শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠে, দালানগুলো যখন সশব্দে রাস্তায় লুটিয়ে পড়তে থাকে সে সময়ও এস এসের এই দল হিটলারের আদেশ বহন করে চলেছিল, রাস্তার পর রাস্তা চুড়ে মরছিল। অবশেষে বেসামরিক পোষাকে ফেজেলিনকে তার এক আত্মীয়ের বাসায় পাওয়া যায় এবং সাথে সাথে হিটলারের কাছে ধরে আনা হয়।

ফুয়েরার তার আত্মীয়কে ধরে আনার জন্য এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন কেন? বাংকার ছেড়ে পালাবার জন্য শাস্তি দিতে? না, কারণ তার "বিশ্বস্ত হাইনরিখ "(হিটলার শীর্ষস্থানীয় নাজী অফিসারদের এই নামেই ডাকতেন) সম্পর্কে হিটলারের সবকিছুই জানা ছিল। ফেজেলিনের কাছে এস এস বাহিনী অতি গোপনীয় দলিলপত্রসহ একটি ব্রিফকেস পায়। হিটলারের অনুমান মতো সেসব দলিলপত্রের মধ্যে পাশ্চাত্যের সথে এস এসের আলোচনা প্রসঙ্গে হিমলারের কাজ-কর্মেরও বিশদ বিবরণ ছিল। এইসব দলিলে হিমলার এটা বুঝিয়ে দিতে কসুর করেননি যে তার প্রচেষ্টায় হিটলারের অনুমোদন রয়েছে।

দরকারী দলিলপত্রগুলো অবিলম্বে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং হিটলারের আদেশে রাজকীয় চ্যান্সেলারীর প্রাঙ্গণে ফেজেলিনকে গুলী করে হত্যা করা হয়।

এভাবে সন্ত্রাস সংগঠন এস এসের দ্বারা সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি করে তৃতীয় রাইখকে বাঁচানোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

## মৃত্যুলগ্নের নাজী কূটনীতি

১৯৪৫ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকেই এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আন্তর্জাতিক ইহুদী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে হিমলারের আলোচনা রিবেনট্রপ ও ভলফ মিশনের মতোই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। ভূগর্ভস্থ রাজকীয় চ্যান্সেলারীতে আশ্রয় নেয়া নাজী নেতৃবৃন্দও ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন যে সামরিক কিংবা রাজনৈতিক কোনভাবেই আর অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।

১৯৪৫ সালের ৬ই এপ্রিল নাজী নেতৃবৃন্দের বৈঠকে "নতুন" এক সামরিক-কূটনৈতিক কৌশল নির্ধারণ ও অনুমোদন করা হয়। রুশ ও বৃটিশ-মার্কিন জোটে ভাঙ্গন সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত রণাঙ্গনকে ধরে রাখাটাই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী। ইতিমধ্যে নাজীরা যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাতে তারা নিশ্চিত জেনেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রদের মধ্যকার প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকবে এবং নাজী জার্মানীর সাথে কোন প্রকার চুক্তি করবে না। কিন্ত নাজী নেতৃবৃন্দ এই আশা কখনো পরিত্যাগ করেনি যে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের শাসকমহলের সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব কতক পরিস্থিতিতে বৃদ্ধি পাবেই এবং তারা চাইবে নাজী জার্মানীকে টিকিয়ে রাখতে, এমনকি তাদেরকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মোকাবেলার কাজে ব্যবহার করতে। বালিনের সামরিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার এটিই ছিল দিক নির্দেশনা।

রাইখের শেষ দিনগুলোতে উন্মাদের মতোই হিটলার বিশ্বাস করতেন, খুব শীগগীর সোভিয়েত বাহিনী জার্মান ভূখণ্ডে বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর মুখোমুখি হবে। অথবা এমনকি তার আগেই হয়তো নাজী বিরোধী জোটে ভাঙ্গন ধরে যাবে এবং মিত্ররা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

নাজীরা প্রথমে মিত্র শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ অতিরঞ্জিত করেছিল এবং পরে সেগুলোকেই প্রকৃত সত্য বলে ধরে নিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের শুরুতে হিটলার ও তার অফিসারগণ রাজকীয় চ্যান্সেলারীতে একটি পুরো সন্ধ্যা কাটিয়েছিলেন কি করে "অবস্থার মোড় ঘুরতে পারে" তার সকল সম্ভাবনা আলোচনা করতে করতে। পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিক জুরগেন এ ব্যাপারে লিখেছেন, "সেখানে মিত্র রাষ্ট্রনায়কদের প্রত্যেকটি বিবৃতি, মিত্র দেশের খবরের কাগজগুলির প্রত্যেকটি নিবন্ধ এমন কি বৃটিশ-মার্কিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সামান্যতম উত্তপ্ততাও আলোচিত হয়েছিল এবং বিকারগ্রস্তের প্রলাপের মত সেগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। একজনের আশা অন্যদেরকে উজ্জীবিত করছিল এবং একজনের কল্পনা অন্যদের মধ্যে নতুন নতুন কল্পনার জন্ম দিচ্ছিল। হিটলার তার নিজস্ব পর্যালোচনা থেকে প্রুশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিখের একটি চিত্র তুলে ধরলেন এবং গোয়েবলস তাকে দিলেন টমাস কারলাইলের

সাত বছর ব্যাপী যুদ্ধের একটি ইংরেজী ইতিহাস। ভূগর্ভস্থ চ্যান্সেলারীতে আলোচনার প্রিয় বিষয়বস্তুটি ছিল সাত বছর ব্যাপী যুদ্ধের 'স্মরণীয় উপসংহার' যেখানে রুশ সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রুশীয় রাজার অধীনে যুদ্ধরত জাতিগুলোর জোট ভেঙে যাবার উল্লেখ ছিল।"

নাজীরা ১৯৪৫ সালের ১২ই এপ্রিলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুকে দেখেছিল তাদের পররাষ্ট্র নীতির বাস্তববাদী চরিত্রেরই একটি প্রমাণ হিসেবে। রুজভেল্ট এখন গত, নাজীরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসছেন সোভিয়েত বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব। যার ফলে জার্মানীর পক্ষে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সাথে আলোচনা শুরু করতে আর কোন অসুবিধা থাকছেনা। রুজভেল্টের মৃত্যু সংবাদ জেনে গোয়েবলস আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তিনি অবিলম্বে হিটলারের সাথে যোগাযোগ করেন, "আমার ফুয়েরার, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি! রুজভেল্ট মারা গেছেন। নক্ষত্রে লেখা আছে এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধ হবে আমাদের জন্য মোড় পরিবর্তনকারী সময়, আজ শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল। এটি হচ্ছে মোড় পরিবর্তনের দিন।"

ভূগর্ভস্থ সরকারী অফিসে পরবর্তী তিনটি দিন ছিল অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ। একজন প্রত্যক্ষদর্শী পরে লিখেছেন, "শ্যাম্পেন সেখানে পানির মত প্রবাহিত হতে থাকে, খবরের কাগজ ছিল উল্লসিত সংবাদপূর্ণ, সকল মহল থেকে হিটলারকে সীমাহীনভাবে অভিনন্দন জানানো হচ্ছিল।" কারণ ছিল একটাই, রুজভেল্টের মৃত্যু তৃতীয় রাইখ ও হিটলারের সাথে পাশ্চাত্যের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাবে।

কিন্তু নাজীরা আবারো হিসেবে ভুল করেছিল। তারা মিত্রদের মধ্যকার বিরোধকেই বড় করে দেখেছিল, দেখেনি তাদের বন্ধনকে, নাজী বিরোধী জোট যে শক্তিশালীও হচ্ছিল তা' দেখেনি এবং দেখেনি যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রটেনসহ দুনিয়ার স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের অদম্য ইচ্ছা যা জার্মান ফ্যাসিবাদের অবসানই কামনা করছিল।

যদিও এটি সত্য ছিল যে রুজভেল্টের মৃত্যুর পর ট্রুম্যান ক্ষমতা নেবার পর যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটব্রটেনের শাসকমহলের মধ্যে সোভিয়েত বিরোধী একটি ভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত করার ইচ্ছা অধিকতর জোরদার হয়ে উঠেছিল। জার্মানী সোভিয়েত

ইউনিয়ন আক্রমণ করার পরপরই হ্যারি ট্রুম্যান (তখন একজন সিনেটর ছিলেন) যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা ছিল বৈশিষ্ট্য সূচক। "যদি আমরা দেখি জার্মানী জিতে যাচ্ছে তাহলে আমরা অবশ্যই রাশিয়াকে সাহায্য করব আর যদি দেখি রাশিয়া জয়ী হচ্ছে তাহলে অবশ্যই জার্মানীকে সাহায্য করব এবং এভাবে যতবেশী সম্ভব তাদের দিয়েই তাদেরকে হত্যা করতে হবে। যদিও আমি কোন অবস্থায়ই হিটলারকে বিজয়ী দেখতে চাই না।" ট্রুম্যান আশা করেছিলেন এভাবে জার্মানী ও রাশিয়া দুর্বল হয়ে যাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র বিজয়ী হবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউ-নিয়ন এর মধ্য দিয়ে দুনিয়ার কাছে বিজয়ী ও শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে বেরিয়ে এলো, এমনকি আগের চেয়েও আরো বেশী শক্তিশালী রূপে। আর তার ফলে, আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি আরো বেশী পরিমাণে সোভিয়েত বিরোধী হয়ে উঠে। ক্ষমতা গ্রহণের পর ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, রুশদের খুব শীগগীর যথাস্থানে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র তখন যে পথে চলা উচিত সে পথে পৃথিবীকে চালিত করবে।

প্রধান সব মার্কিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর দেখে নাজীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল; "বহু দিন থেকেই জানা ছিল যে পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি বিশেষ গ্রুপ জার্মানীর সাথে চুক্তির পক্ষে—কিন্তু রুজ-ভেল্ট হোয়াইট হাউসে থাকাকালে সে বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি। তার শেষকৃত্যের পরদিন (রুজভেল্টকে ১৯৪৫ সালের ১৫ই এপ্রিল সমাধিস্থ করা হয়েছিল) পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী মন্ত্রী ক্লেটনের অফিসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তাতে পররাষ্ট্র ও সমর বিভাগের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে রুজভেল্টের নীতিমালা পরি-বর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।" জার্মানীর সাথে পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পা-দনের পক্ষের রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বার্লিন ওয়াশিংটনের এসব সংকেত চট করে বুঝে নিয়েছিল। বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে অভিন্ন ক্ষেত্র তৈরীর জন্য গোয়েবলস ব্যাপকভাবে প্রচার করতে শুরু করেন যে, তৃতীয় রাইখের পতন হলে "কমিউনিস্ট হুমকি" ইউরোপকে বিপদগ্রস্ত করে তুলবে। এ সময় গোয়েবলস তার প্রত্যেকটি বক্তৃতায় শ্রোতাদেরকে "লৌহ যবনিকা" সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকেন।

১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় গোয়েবলস বার্লিন বেতারে একটি ভাষণ দেন। যদিও তার বক্তৃতায় তিনি জার্মান জনগণকেই সম্বোধন করেন তবু এটা পরিস্কার যে তার বক্তৃতা ছিল অন্যদেরই উদ্দেশে। গোয়েবলস ঘোষণা করেছিলেন যে, একমাত্র হিটলারই ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন। এসব থেকে একটিই উপসংহারে আসা যায় যে, যদি অবিলম্বে লণ্ডন ও ওয়াশিংটন সাহায্য না করে তাহলে জার্মানী ধ্বংস হয়ে যাবে ও সমগ্র পাশ্চাত্য দুনিয়ার জন্য "বলশেভিক হুমকি" প্রবল হয়ে উঠবে।

বৃটিশ ও মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির বর্ধমান সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবে উৎসাহিত হয়ে গোয়েবলস হিসেব খাড়া করতে শুরু করেন যে, রাইখের সাথে সোভিয়েত বিরোধী সামরিক চুক্তির বিনিময়ে পাশ্চাত্য তাদের কাছে কি কি দাবী করতে পারে। "অবাধ গণতন্ত্র" অথবা বুর্জোয়া দল গঠন? কীটেল নাজী অধিকৃত দেশগুলোতে যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকা তৈরীর আদেশ দেন যাতে জার্মানীর বিজয়ের পর তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া যায়। এটি পরিস্কার যে, নাজী নেতৃবৃন্দ ও তাদের সমর্থক জার্মান একচেটিয়ারা পাশ্চাত্যের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ব্যগ্র ছিল, যাতে এই বিরতির সুযোগে তারা জার্মানীর সামরিক শক্তি ও শিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং বিশ্বে কর্তৃত্ব করার জন্য আরেকদফা চেষ্টা চালাবার সুযোগ পায়।

ট্রুম্যানের সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবের কথা নাজীদের ভাল করেই জানা ছিল, তাই তারা অস্থিরভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রথম সরকারী বিবৃতির অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু তারা নিদারুণভাবে হতাশ হয়েছিলেন। ট্রুম্যান বুঝতে পেরেছিলেন, বিজয় হাতের কাছে রেখে মার্কিন জনগণ কখনো তাকে মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বৈরীতায় আসতে দেবেনা।

টোল্যাণ্ড লিখেছেন, "উদাহরণ স্বরূপ এমন কি ট্রুম্যান যদি রুশদের ব্যাপারে আরো বেশী অটল থাকতে চাইতেন তাও হত খুবই দুস্কর। মার্কিন জনগণ অভিভূতের মতো রুজভেল্টের বন্ধুত্বপূর্ণ নীতির প্রতিই সমর্থন জানিয়েছিল----"। আসলে এ ছাড়াও কারণ ছিল জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মার্কিন সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা লাভের জন্য আগ্রহী ছিল। নিঃসন্দেহে ট্রুম্যান বাহিনী প্রধানদের

পরামর্শ নিতেন, আর তারা নতুন ক্ষমতার ভারসাম্য বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার অবস্থাকে ধীরস্থিরভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম ছিলেন। এরকম একটি পরামর্শে বলা হয়, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি এক ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করবে, যাকে গত ১৫০০ বছরের মধ্যে কেবলমাত্র রোম পতনের সাথেই তুলনা করা যাবে। ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ও তাদের আলোচনায় এই ধারণা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সুপারিশে এই ঘোষণা প্রদানের কথাও বলা হয়েছিল যে, জাপান হেরে যাবার পর যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম-শ্রেণীর সামরিক শক্তি হিসেবে অবস্থান করবে। আর তা সম্ভব হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভৌগোলিক অবস্থান ও বিশাল সামরিক শক্তির কারণে। যদিও পৃথিবীর দূর দূরান্তে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য রয়েছে তবু তারা এই সিদ্ধান্তে আসে যে, পারস্পরিক শক্তি ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দু'শক্তির কেউই কাউকে পরাজিত করতে পারবেনা। এমনকি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাথে জোট বেধেও না

১৯৪৫ সালের ১৬ই এপ্রিল ট্রুম্যান কংগ্রেসের প্রতি তাঁর বক্তৃতায় বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "কোন কিছুই যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানের স্থির প্রতিজ্ঞা থেকে আমাদের নড়াতে পারবে না, দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্তও যদি তাদের পিছনে তাড়া করে ফিরতে হয় তবুও না।"

নাজীদের ইচ্ছাগুলো যত আজগুবী ও অবাস্তব হোক না কেন, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য বহু প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল। নাজীরা চেয়েছিল জার্মান ভূখণ্ডে মিত্র বাহিনীকে মোকাবেলা করতে। আর তারা তা করতে চেয়েছিল বিভিন্ন উপায়ে। নাজীরা ভেবেছিল এ ধরনের মোকাবেলা একটি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার (এবং লণ্ডন ও ওয়া-শিংটনের সাথে সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পাদনে এটিই ছিল তাদের একমাত্র ভরসা)। তারা তাই সিদ্ধান্ত নেয়, প্রথমতঃ যতটা সম্ভব পূর্ব দিকে এই মোকাবেলা ঘটানোর জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ জার্মান বাহিনীর অবশিষ্ট অংশকে তুলে এনে যুদ্ধাবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত হিটলার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যেখানে অবস্থান করবেন সে জায়গায় এক বা একাধিক "দুর্গে" মোতায়েন করতে হবে। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী নাগাদ সোভিয়েত বাহিনী যখন বার্লিনের

পার্শ্ববর্তী এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল তখনই নাজী নেতৃবৃন্দ মিউনিখের দক্ষিণে ব্যাভারিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ও অস্ট্রিয়ার তিরল অঞ্চলকে নিয়ে বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকায় এরকম একটি দুর্গ সরে যেতে চেয়েছিল। হিটলার ফিল্ড মার্শাল ক্যাসেলরিংকে "আলপাইন দুর্গের" অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের বসন্ত নাগাদ আরকাইভ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোকে এবং সে সাথে নাজী নেতৃবৃন্দের পরিবার ও সম্পদাদি সেখানে প্রেরণ করা হয়।

যাহোক, ক্যাসালরিং নিজেই পরে স্বীকার করেছেন যে, "আলপাইন দুর্গ"কে নিয়ে সামরিক পরিকল্পনা আজগুবি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যদিও ইতালীয় রণাঙ্গনভুক্ত এই দুর্গ এলাকায় প্রকৃতপক্ষে কোন যুদ্ধই অনুষ্ঠিত হয়নি তবুও নাজীরা এর পূর্বদিক প্রতিরোধ করার মত পর্যাপ্ত সৈন্য ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারেনি। নাজী আরকাইভ থেকে প্রাপ্ত দলিলপত্রে দেখা যায় হাঙ্গেরীতে সৈন্য মোতায়েনেরও প্রধান কারণ ছিল সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ থেকে দুর্গটি রক্ষা করা। আগেই বলা হয়েছে এই প্রচেষ্টাও নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। জড়ো করা নাজী অবস্থানসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে সোভিয়েত বাহিনী দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল "আলপাইন দুর্গ" বরাবর দানিয়ুবের তীর ধরে। ৪ঠা এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী স্লোভাকিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর ব্রাতিস্লাভা মুক্ত করে এবং পরদিন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার উপকণ্ঠে আক্রমণ চালায় এবং "আলপাইন দুর্গ" পূর্ব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

হিটলারের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ৬ই এপ্রিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, রাইখের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ বার্লিনেই অবস্থান করবেন।

নাজী নেতৃবৃন্দ মনে করেছিল বার্লিনে মোতায়েন জার্মান বাহিনী শহরটিকে সোভিয়েত বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্যে থেকেই তারা অপেক্ষা করছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্রদের সম্পর্ক কখন তিক্ত হবে, কখন নাজী-বিরোধী জোট ভেঙ্গে যাবে সে জন্য।

নাজীরা বার্লিন এলাকায় উল্লেখযোগ্য শক্তি মোতায়েনে সক্ষম হয়েছিল, এর মধ্যে ছিল ৪৮ ডিভিশন পদাতিক, ৬ প্যান্থার ও ৯

মটর-বাহিত ডিভিশন। এবং নগরীতেই ছিল ২ শ'রও বেশী ভলক্স্ট্রাম ব্যাটালিয়ন। গ্যারিসনের মোট ২ লাখেরও বেশী সৈন্য ছিল। আকাশ পথে "বার্লিন দুর্গ" রক্ষা করার জন্য নাজী কম্যাণ্ডের ২ হাজারেরও বেশী বিমান ছিল, যার মধ্যে ১২০টি ছিল সর্বাধুনিক এম-২৬২ ডব্লিউ জঙ্গী বিমান এবং ৬০০ বিমান বিধ্বংসী কামান। নগরীকে ঘিরে তিনটি প্রতিরক্ষা রেখা গড়ে তোলা হয়। বার্লিন জুড়ে বহু ট্যাংক বিধ্বংসী ও কাঁটাতারের বেড়াজাল নির্মাণ করা হয় এবং শহরের কেন্দ্রস্থল যেখানে প্রধান সরকারী ও প্রশাসনিক দপ্তরগুলো ছিল তার প্রবেশ পথ দিয়ে চারশর মতো বিমান বিধ্বংসী ও ট্যাংক বিধ্বংসী কামান সজ্জিত বাংকার নির্মাণ করা হয়। হিটলারের নির্দেশে জেনারেল হেলমুথ রেয়মান আদেশ জারী করেন "শেষ মানুষ ও শেষ বুলেটটি থাকা পর্যন্ত বার্লিনের প্রতিরোধ চলবে।"

নাজী নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্যের সাথে কূটনৈতিক আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে বার্লিনের প্রতিরক্ষার সাথে সাথে অডারে সোভিয়েত বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখাও প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। নাজী নেতৃবৃন্দ বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীর এ অঞ্চলে প্রবেশকে "অপেক্ষাকৃত কম খারাপ" মনে করেছিল এবং ভেবেছিল তা জার্মানদের সোভিয়েত বিরোধী চুক্তিতে পৌঁছার পথকে সুগম করবে।

হিটলারের সদর দফতরে ৬ই এপ্রিলের বৈঠক শেষে নাজী নেতৃবৃন্দ একটি বিশেষ আদেশ জারী করেন। তাতে বলা হয়, "পশ্চিম রণাঙ্গনে নয়, শুধু পূর্ব রনাঙ্গনেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হবে—পশ্চিমে কি ঘটবে তা চিন্তা না করে আমরা শুধু পূর্ব রণাঙ্গনের কথাই ভাবব। যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করার পূর্বশর্ত হচ্ছে পূর্ব রণাঙ্গনকে ধরে রাখা।" হিটলারের নির্দেশে জেনারেল হাইনরিকি পূর্ব দিক দিয়ে বার্লিনকে রক্ষাকারী ভিসলা আর্মি গ্রুপকে নিম্নোক্ত আদেশ দেন, "রুশদের মোকাবেলা থেকে এক পা'ও পিছপা হবে না এমনকি পেছন দিয়ে যদি বৃটিশ ও মার্কিন ট্যাংক এসে আঘাত করে তবুও না।" কাপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও (উল্লেখ রয়েছে দাঁতের ডাক্তার দেখতে গেলে তিনি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়তেন) হিটলার অডারের কয়েকটি ইউনিট পরিদর্শনের মত সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। সৈন্য ও অফিসারদের তিনি বলেছিলেন, "মরে যাবে তবু আত্মসমর্পণ করবে না", কোন অবস্থাতেই রুশদেরকে বার্লিনে

প্রবেশ করতে দেবে না।"

পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনার জন্য নাজীরা আবারো সামরিক ভিত্তি তৈরী করতে চেয়েছিল। সেখানে এমন গুজবও উঠেছিল যে বার্লিনের বাইরে জার্মান বাহিনী সোভিয়েত বাহিনীকে হারিয়ে দিতে পারে। তাহলে একটা পৃথক ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়ে যেত। কিন্তু মার্শাল কীটেল নুরেমবার্গে বলেছিলেন যে, হিটলারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাড়াহুড়ো করে আত্মসমর্পণের কোন প্রয়োজন নেই, বার্লিনে "বিজয়ের পরই" পাশ্চাত্যের শত্রুদের সাথে আলোচনা শুরু করা উচিত। এ ছিল সোভি-য়েত সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে নাজী কম্যাণ্ডের অবমূল্যায়নের নমুনা। গোয়েবলস ঘোষণা করলেন, "বার্লিনে বিশ্বময় গুরুত্বপূর্ণ এই বিজয় অর্জন করা সম্ভব। বিজয় এখানেই অর্জন করতে হবে, যে স্থানটির দিকে সারা পৃথিবী তাকিয়ে আছে---যদি বার্লিন থেকে সোভিয়েতদের বিতারণ করা যায় তাহলে গোটা বিশ্বের জন্য তা এক মহান নজীর স্থাপন করবে।"

প্রাপ্ত দলিলপত্র থেকে রাইখ পতনের শেষ কয়টি দিনে নাজী নেতৃ-বৃন্দ যে সব কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়।

১৯74 সালে প্রকাশিত বোরম্যানের নোট থেকে এই আস্থা প্রকাশ পায় যে সোভিয়েত বাহিনীর সাথে "অবশ্যম্ভাবী মোকাবেলার" পরিপেক্ষিতে মার্কিন বাহিনী নিশ্চয়ই জার্মানীর সমর্থন চাইবে। ভূগর্ভস্থ রাজকীয় চ্যান্সেলারীতে অনুষ্ঠিত শেষ বৈঠকের বিবরণী, যা পশ্চিম জার্মানীতে প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও এই আগ্রহের কমতি দেখা যায় না। এটি স্পষ্ট যে শেষ বৈঠকের সময়ও নাজীরা নাজীবিরোধী জোটে ভাঙ্গন সৃষ্টির আশা করছিল।

নাজীদের শেষদিককার সকল পররাষ্ট্র নীতিরই পরিকল্পনা হয়েছিল বার্লিনকে নিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে এক বৈঠকে গোয়েবলস ঘোষণা করেছিলেন; "রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপযোগী আছে কিন্তু যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের জন্য সেখানে অবশ্যই একটি বহির্চাপের প্রয়োজন রয়েছে। এটি স্পষ্ট যে শত্রু জোট ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছে, তারা নিজেরাও এটা স্বীকার করেছে। সেখানে ইতিমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে---বৃটিশ ও মার্কিন সংবাদ-

পত্র জুড়ে থাকছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। রুজভেল্টের মৃত্যু একটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা, কিন্তু তা অপর্যাপ্ত। যদি উৎসাহের দ্বিতীয় কারণটি ঘটে, যদি প্রমাণিত হয় জার্মানী এখানে (বার্লিনে) কাজকর্ম চালিয়ে যেতে সক্ষম তবে সেটা হবে দ্বিতীয় সাড়া। এবং তা শত্রুজোটকে ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হবে।"

নাজীরা অবশ্যম্ভাবী পতনকে বিলম্বিত করার জন্য এবং তাদের বৈদেশিক নীতি বিষয়ক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মত সময় অর্জনের জন্য বার্লিনের বেসামরিক জনগণকে উৎসর্গ করতেও দ্বিধান্বিত ছিল না। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন দ্রুত বার্লিনের দিকে এগিয়ে আসছিল। ২০শে এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী অডারে জার্মানবাহিনীকে পরাজিত করে বার্লিনের দিকে এগিয়ে আসে, নাজী নেতৃবৃন্দ তখন চরম ব্যবস্থা নেয়। সোভিয়েত বাহিনীর সাথে মোকাবেলার জন্য বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীকে বিনা বাধায় পূর্বে অগ্রসর হতে দেবার জন্যও তারা তৈরী ছিল।

২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায় কীটেল বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর মুখোমুখি যে সব জার্মান বাহিনী রয়েছে তাদেরকে প্রত্যাহার করে বার্লিনে এনে মোতায়েন করার প্রস্তাব করেন। পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনার পরিবেশ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, একথা স্বীকার করেও তিনি বলেন এর কোন বিকল্প নেই। অন্যথায় "এমন কোন স্থান থাকবে না, যেখানে থেকে আলোচনা করা যায়।" বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী যদি ঘনিষ্ঠভাবে জার্মান বাহিনীকে পশ্চাদ-অনুসরণ করে ও বার্লিন অঞ্চলকে অতিক্রম করে তাহলে তাতে শুধু রুশদের মোকাবেলা করাটাই দ্রুততর হবে তাদের পক্ষে। কীটেল প্রস্তাব করেন যে জেনারেল ভেন্‌কের দ্বাদশ বাহিনীকে সামনে রেখে জার্মান বাহিনীকে পূর্বে সরিয়ে আনা শুরু হোক। ম্যাগ-ডেবার্গ অঞ্চলে অবস্থিত ও সোভিয়েত বাহিনীর নিকটবর্তী এই বাহিনী সোভিয়েত বাহিনীকে বার্লিন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে।

গোয়েবলস যখন বাংকারে প্রবেশ করেন তখনো হিটলার কি সিদ্ধান্ত নেবেন তা ভাবছিলেন। হিটলারের সদর দফতরে রিবেনট্রপের প্রতিনিধি ডবিল্উ হিউয়েল গোয়েবলসকে বলেন যে, রিবেনট্রপ তাকে জানিয়েছেন পাশ্চাত্য শক্তি নাজী সরকারের সাথে শেষ মুহূর্তের আলোচনার জন্য গুরুত্বের সাথে প্রস্তুত হচ্ছে। রিবেনট্রপ আবেদন করলেন জার্মা-

নদের বার্লিনকে কমপক্ষে আরো কয়েকটি দিন করায়ত্ত রাখতে হবে। গোয়েবলস ঘোষণা করেন যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে "বৃটিশ ও মার্কিনদের সাথে রাজনৈতিক পদক্ষেপ কার্যকরী করার সুযোগ দিতে'' সমস্ত সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করাটা একান্ত জরুরী। গোয়েবলসের কথা শেষ হতেই সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল হ্যান্স ক্রেব্‌স্ বলেন যে, বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী বস্তুতঃ পশ্চিম রণাঙ্গনে সকল সামরিক বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। জোডল নিশ্চিত ছিলেন যে, মার্কিনরা পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে জার্মান বাহিনীর বার্লিনে সরে আসাকে বাধাগ্রস্ত করবে না। সব আলোচনা শুনে হিটলার প্রস্তাবমত অগ্রসর হবার আদেশ দিলেন।

কয়েকদিন আগের ঘটনায় এখন আমরা ফিরে যাব এবং লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের অফিসে কি ঘটেছিল সেটা আমাদের বর্ণনার অন্তর্ভূক্ত হবে।

১৬ই এপ্রিল যেদিন সোভিয়েত বাহিনী বার্লিনে আক্রমণ শুরু করেছিল সেদিন ভলফকে ইতালী থেকে তড়িঘড়ি করে রাজকীয় চ্যান্সেলারিতে ডেকে আনা হয়। ১৮ই এপ্রিল তিনি হিটলারকে রির্পোট দেন যে, তিনি "ডালেসের মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও ফিল্ড মার্শাল আলেক্সান্দরের সাথে (আলোচনার) দ্বার উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।'

হিটলার আন্তরিকভাবে এই যোগাযোগ অনুমোদন করেন এবং বলেন, "আপনি অবিশ্বাস্যরকম সৌভাগ্যবান। আপনি যদি এতে ব্যর্থ হতেন তাহলে হেসের মত আপনাকেও আমি বিসর্জন দিতাম।' দ্বিতীয় আলোচনার সময় হিটলার ডালেসের সাথে আলোচনা থেকে তিনি কি চান তা ভলফকে বুঝিয়ে দেন। নাজী নেতৃবৃন্দ বার্লিনকে কমপক্ষে আরো ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ধরে রাখতে চেয়েছিল। জার্মানদের বিশ্বাস ছিল এ সময়ে হয় পাশ্চাত্য মিত্ররা অথবা সোভিয়েত বাহিনী জার্মানীতে তাদের স্বীকৃত ও অধিকৃত এলাকার সীমারেখা অতিক্রম করবে। আর তা পাশ্চাত্য মিত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে এবং হিটলারকে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সাথে আলোচনার সুযোগ করে দেবে। হিটলার জোরের সাথে বললেন, "এবং তা হবে মোড় পরিবর্তনকারী মুহূর্ত যখন আমাকে

চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বেশ উচ্চ মূল্য প্রদান করা হবে।" ভলফকে তাড়াতাড়ি ইতালী ফিরে যাবার এবং মার্কিনীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে "সুবিধাজনক শর্তের" জন্য দর কষাকষির নির্দেশ দেয়া হয়।

২০শে এপ্রিল ভলফ ইতালীতে ফিরে আসেন এবং ডালেসের কাছে আরেকটি বৈঠকের অনুরোধ জানান। কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে উপর থেকে নির্দেশিত হয়ে ডালেস হয়ত তাচ্ছিল্যের সাথেই ভলফের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা তা নয়, ডালেস তার স্মৃতি-কথায় লিখেছিলেন, ২০শে এপ্রিল তিনি ব্যারন প্যারিলির সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যিনি ছিলেন ভলফ ও ডালেসের মধ্যস্থতাকারী। ভলফ পরে মার্কিন ঐতিহাসিক জন টোলাণ্ডের কাছে উল্লেখ করেছিলেন যে, ডালেসকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে না জানিয়ে কোন পৃথক আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারবেনা তিনি সে নির্দেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লুজানে ভলফের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ভলফ ডালেসকে বলেছিলেন, "আমরা বহু শতাব্দী ধরে হাস্যাস্পদ হয়ে থাকব যদি আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন না করতে পারি।"

নাজী দূতগণ লক্ষ্য করলেন যে ডালেস এবার আগের চেয়ে বেশী সতর্ক। তিনি ফিল্ড মার্শাল আলেকজান্দরের কাছে রেডিও বার্তা পাঠালেন ভলফের সাথে আলোচনা করার জন্য অনুমোদন চেয়ে। ভলফকে বোঝানো হল যে, কোন আলোচনা করতে হলে ইতালীয় রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রশ্ন নিয়েই শুরু করতে হবে।

ভলফ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী প্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন জেনে নাজী নেতৃবৃন্দ স্বস্তিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। হিটলার ও তার অফিসাররা বিশ্বাস করতেন যে, পাশ্চাত্যের সাথে কূটনৈতিক আলোচনার "চাবিকাঠি" হল বার্লিনকে ধরে রাখা এবং পাশ্চাত্যের মিত্র ও সোভিয়েত বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের সূচনার জন্য অপেক্ষা করা। মনে হয়, পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে প্রতিরোধ প্রত্যাহারের এবং বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীকে বার্লিন অঞ্চলে প্রবেশ করতে দেয়ার ব্যাপারে ২২শে এপ্রিল নাজীরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা পাশ্চাত্যের প্রতি-ক্রিয়াশীলদের অবস্থান বিশেষ করে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের মনোভাবের উপর ভিত্তি করেই নেয়া হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের বসন্তে

চার্চিল নিম্নোক্ত নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে বৃটিশ-মার্কিন সামরিক ও রাজনৈতিক রণনীতি নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন; প্রথমত, সোভিয়েত রাশিয়া মুক্ত পৃথিবীর জন্য মারাত্মক বিপদস্বরূপ। দ্বিতীয়ত, তার দ্রুত বিস্তারের বিরুদ্ধে অবশ্যই অবিলম্বে একটি নতুন রণাঙ্গন সৃষ্টি করতে হবে। তৃতীয়ত, ইউরোপের সেই রণাঙ্গন যতটা সম্ভব পূর্বে হওয়া উচিত। চতুর্থত, বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর প্রধান ও সত্যিকার লক্ষ্য হবে বার্লিন। পঞ্চমত, চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তি ও প্রাগে মার্কিন বাহিনীর প্রবেশ হবে সুদূরপ্রসারী গুরুত্ববহ ঘটনা। ষষ্ঠত, ভিয়েনা তথা অস্ট্রিয়া পাশ্চাত্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সপ্তমত, ইতালীর প্রতি মার্শাল টিটোর আগ্রাসী দাবী অবশ্যই নস্যাৎ করতে হবে। সবশেষে এবং সর্বোপরি, গণতন্ত্রের সেনাবাহিনীর বিলুপ্তির আগে ইউরোপের পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সব প্রধান বিষয়ে একটি সমঝোতায় আসতে হবে।

চার্চিলের এসব উগ্র কাজকর্ম বার্লিনের অজানা ছিল না। মধ্য ইউরোপে সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও তার পরামর্শদাতামহল হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। যতটা সম্ভব পূর্বে বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধপরবর্তী ইউরোপের পুনর্গঠন মূলক আলোচনায় "শক্তিশালী অবস্থানে থেকে" সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর বৃটিশ-মার্কিন চাপ সৃষ্টির জন্য তা ছিল অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। চার্চিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তাদের যে সামরিক পরিকল্পনা ছিল সেটা বেমালুম ভুলে যেতেও রাজী ছিলেন। তিনি ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে জার্মান বাহিনী রুশ বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধের জন্য মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছে, পক্ষান্তরে বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর সামনে থেকে প্রতিরোধ হ্রাস করছে।

যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মিত্রবাহিনীর কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সৃষ্টির জন্য ক্রিমিয়া সম্মেলনে মূল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। সম্মেলনে মিত্র বাহিনী জার্মান ভূখণ্ডের কোথায় মিলিত হবে সে সীমানাও নির্দেশ করা হয়। রুজভেল্টের অনুরোধে ইউরোপে মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে সোভিয়েত বাহিনীর সাথে সরাসরি মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৪৫ সালের ২৮শে মার্চ

আইসেনহাওয়ার সোভিয়েত বাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় পশ্চিম রণাঙ্গনে তার আক্রমণের পরিকল্পনা প্রদান করেন। তাতে তিনি জানান রূরে জার্মান সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলার পর তিনি এরফুর্ট, লিপজিগ ও ড্রেসডেন অভিমুখে বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করবেন এবং সেখানেই তার বাহিনী সোভিয়েত বাহিনীর সাথে মিলিত হবে। ফলে জার্মান বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। মিত্র বাহিনী রেগেন্সবার্গ থেকে লিজ পর্যন্ত অপর একটি পথেও এগিয়ে যাবে। ১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল স্টালিন আইসেনহাওয়ারকে জবাব দেন, "আপনার বাহিনী সোভিয়েত বাহিনীর সাথে মিলে জার্মান বাহিনীকে দুটি ভাগে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা সোভিয়েত হাই কম্যাণ্ডের পরিকল্পনার সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।" তিনি আরো জানান যে, সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন দখল করবে এবং তিনি আক্রমণ পরিচালনার আনুমানিক একটি তারিখও ঘোষণা করেন।

ফ্যাসিবাদী জার্মানীকে পরাজিত করার যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তা নিয়ে পাশ্চাত্যের সোভিয়েত বিরোধী মহলে ব্যাপক হৈ চৈ শুরু হয়। চার্চিল ও অন্যান্যদের বিশ্বাস ছিল বৃটিশ-মার্কিন বাহিনী যদি আগে নাজী রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারে তবে তা পাশ্চাত্য শক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান করবে। এটি তাদের শক্তির পরিচয় দেবে এবং যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

ক্রিমিয়া সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও চার্চিল আইসেনহাওয়ারকে উপুর্যপরি চাপ দিতে থাকেন তার পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করার জন্য, ইতিমধ্যেই যা মিত্রদের দ্বারা স্বীকৃত হয়ে গেছে। চার্চিল বার্লিন অভিমুখে বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর শক্তিশালী আক্রমণ পরিচালনা এবং সোভিয়েত বাহিনীর আগেই নগরীর দখল নিয়ে নেবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ চার্চিল কর্তৃক আইসেনহাওয়ারকে প্রেরিত তারবার্তায় বলা হয়, "---কেন আমরা এলবে অতিক্রম করবনা এবং যতটা সম্ভব পূর্বে অগ্রসর হব না? এর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে---কাজেই আমি রাইন অতিক্রম করার যে পরিকল্পনা তাকেই খুব বেশী অগ্রাধিকার দিচ্ছি, যাতে ৯ম মার্কিন বাহিনী এলবের দিকে অগ্রসর হবে এবং বার্লিন ছাড়িয়ে যাবে।"

১৯৪৫ সালের ২রা এপ্রিল আবারো চার্চিল আইসেনহাওয়ারকে বলেন, "আমি এটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি যে যতটা সম্ভব পূর্বে রুশদের সাথে আমাদের হাত মেলানো উচিত— ।"

আইসেনহাওয়ারের একথা বিশ্বাস করার পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল যে "বার্লিনে এগিয়ে যাবার" পরিণতি-চিন্তাহীন যে প্রস্তাব চার্চিল দিয়েছিলেন তা সামরিক এডভেঞ্চারবাদ মাত্র। তিনি মিত্রদের দ্বারা গৃহীত পরিকল্পনা রদ করার জন্য কোন তাড়াহুড়া করেন নি। কিন্তু তিনি বলেন যে, "—তবে যদি কোন সময় রণাঙ্গনের সর্বত্র ভাঙ্গন দেখা দেয় তবে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাব—এবং বার্লিন হবে আমাদের সামরিক লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।" চার্চিল চাপ সৃষ্টি বৃদ্ধি করেন এবং সরাসরি নিজেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে জানান, "যদি তারা (রুশরা) বার্লিন দখল করতে পারে তবে তাদের মনে কি এই ধারণা গেঁথে যাবেনা আমাদের সম্মিলিত বিজয়ে তারাই সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে। কাজেই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মনে হয় জার্মানীতে আমাদের যতবেশী সম্ভব পূর্বে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং বার্লিন আমাদের হাতে আসা উচিত, আমরা তা দখল করবই।"

তিনি যখন এই মন্তব্য করেছিলেন তখন বৃটিশ-মার্কিন বাহিনী ছিল বার্লিন থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে রাইনে এবং সোভিয়েত বাহিনী ছিল মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরে অডারে।

একই সময়ে পার্শ্ববর্তী ২১তম আর্মি গ্রুপের অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারী চার্চিলের নির্দেশে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের কাছে বার্লিনে আক্রমণ চালানোর দাবী করতে থাকেন। মন্টোগোমারী বিশ্বাস করতেন বার্লিনে প্রবেশকারী বাহিনীর মধ্যে তার বাহিনী হবে একটি। তিনি ও বৃটিশ জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের অধিনায়ক এলান ব্রুক "জার্মানীর অভ্যন্তরে মৃদু আক্রমণ" ও "বার্লিনে শক্তিশালী ও চূড়ান্ত আক্রমণ" চালাবার পক্ষে ছিলেন। মন্টোগোমারীকে বলা হয় যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণ পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে এবং বিরাট এলাকা জুড়ে এ আক্রমণ পরিচালিত হবে। এ আক্রমণের উদ্দেশ্য হল জার্মানীর পরাজয় ও তার সেনা-বাহিনীর ধ্বংস। কিন্তু মন্টোগোমারী তাতেই শান্ত হন নি। ১৯৪৫ সালের ২৮শে মার্চ আইসেনহাওয়ারকে না জানিয়েই তিনি তার সেনা-

বাহিনীর প্রতি "পূর্বাঞ্চলে আক্রমণ সংক্রান্ত আদেশ" জারী করেন। আদেশে বলা হয় যে এলবেতে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন "এবং তারপর বার্লিনের সড়ক ধরে এগোতে হবে।"

জবাবে আইসেনহাওয়ার ২১তম বাহিনীর অংশ থেকে ৯ম মার্কিন বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বৃটিশ ফিল্ড মার্শালকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান, তাতে বলা হয় "আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন আমি আদেশের কোথাও বার্লিনের উল্লেখ করিনি। আমার কাছে এই এলাকা নিছক একটি ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়া আর কিছুই না এবং আমি তাতে কখনো আগ্রহী ছিলাম না। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুর শক্তি ধ্বংস করা।"

ট্রুম্যান পরে উল্লেখ করেছেন যে চার্চিল তাকে রাজী করাবার চেষ্টা করেছিলেন যে "বার্লিন শুধু সামরিক ব্যাপারই নয়, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারও বটে, সরকার প্রধানরাই এ'বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।" অন্য কথায় চার্চিল প্রস্তাব করেছিলেন যে "বার্লিন সমস্যা জার্মানীর সাথে বৃটিশ-মার্কিন গোপন ব্যবস্থার দ্বারাই সমাধান করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যুদ্ধ নিষ্পত্তির জন্য মিত্রদের দ্বারা গৃহীত আইসেনহাওয়ারের সামরিক পরিকল্পনা বাদ দেবার দাবী জানায় নি। মার্কিন ঐতিহাসিক কর্নেলিয়াস রায়ান যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, আইসেনহাওয়ার এসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবেলা করা তো দূরের কথা মিত্রদের মধ্যকার রাজনৈতিক সম্পর্ককে আরো জটিল না করারই পক্ষে ছিলেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য চার্চিল এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে খোলাখুলি দ্বন্দ্বে যেতেও তৈরী ছিলেন। তার সোভিয়েত বিরোধী খেলা নাজীদেরকে শেষ মুহুর্তের কূটনৈতিক প্রস্তাবের সুযোগ করে দিয়েছিল।

শেষ মুহুর্তের এরকম একটি কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন যুদ্ধাপরাধী হারম্যান গোয়েরিং। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি নাজী ক্ষমতায় হিটলারের পরেই দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। নাজী ক্ষমতায় তার পদবীর মধ্যে কয়েকটি হল এস এস জেনারেল, রাইখস্টাগের প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক বিষয়ক মন্ত্রী, প্রুশীয় পুলিশ প্রধান, চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনার কমিশনার, বিমান চলাচল মন্ত্রী, বিমান বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য। ১৯৪১ সালের জুনে

এক গোপন ঘোষণায় তাকে হিটলারের রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করা হয়।

ফুয়েরারের বিশ্বাস ছিল যে, এমন একজন "উচ্চ পর্যায়ের" ব্যক্তিকে আলোচনা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে নাজী নেতৃত্ব লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের কাছে আলোচনার গুরুত্ব যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারবে। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা যদিও উল্লেখ করে থাকেন যে, গোয়েরিং নিজের উদ্যোগেই এ কাজ করেছিলেন, কিন্তু আজ দলিলপত্র একথা প্রমাণ করে যে, "গোয়েরিং মিশন" শুধু হিটলারের অনুমোদনই লাভ করেনি বরং হিটলার ব্যক্তিগতভাবেই তাকে এ আদেশ দিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ২০শে এপ্রিল রাজকীয় চ্যান্সেলারীর বাংকারে গোয়েরিং তার নির্দেশসমূহ লাভ করেছিলেন। পরদিন হিটলার পুনরায় কীটেল ও জোডলকে ডেকে বলেছিলেন যে, গোয়েরিং ছাড়া আর কেউ তার উত্তরাধিকারী হতে পারেনা। তা করা হয়েছিল গোয়েরিং এর মিশনকেই শক্তিশালী করার জন্য।

হিটলারের সাথে বৈঠকের পর পরই গোয়েরিং বার্থটেসগার্ডেনে রওয়ানা হন এবং সেখানে রাজকীয় চ্যান্সেলারীর পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ২৩শে এপ্রিল প্রত্যুষে তারা সেখানে পৌঁছান। জোডল গোয়েরিংকে জানান সোভিয়েত বাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হওয়ার হুমকি থাকা সত্ত্বেও হিটলার বার্লিনে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর অর্থ হল গোয়েরিং তার কাজকর্ম চালাতে পারেন। একই দিন সকালে জোডল গোয়েরিং-এর চীফ অব স্টাফ বিমানবাহিনীর জেনারেল কার্ল কোলারের সাথে দেখা করেন এবং তাকে জানান সামরিক কম্যাণ্ড গোয়েরিং-এর মিশনকে শক্তিশালী করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। মিশনের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ ও মার্কিনীদের এটি বোঝানো যে এখন থেকে যুদ্ধ হবে কেবল পূর্ব রণাঙ্গনে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে জেনারেল ভেন্‌কের ১২শ বাহিনী বার্লিনের পথে যে অবরোধ সৃষ্টি করেছে তাও উঠিয়ে নেয়া হবে এবং তাদেরকেও পূর্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

এ কাজ বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীকে দ্রুত বার্লিনে নিয়ে যাবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পাশ্চাত্যের বিরোধ লেগে যাবে এটা ধরে নিয়ে গোয়েরিং পাশ্চাত্যের সাথে "উচ্চ পর্যায়ের" আলোচনায় প্রবেশ

করতে তাড়াহুড়া শুরু করে দেন। ২৩শে এপ্রিল গোয়েরিং-এর সদর দফতরে আলোচনার ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়। হিটলারের উত্তরাধিকারী হিসাবে জার্মান জনগণের জন্য তার একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। গোয়েরিং-এর প্রতি নির্দেশ ছিল, "আমাদের আবেদন পড়ে রুশরা বুঝবে যে, আমরা আগের মতোই পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত কিন্তু বৃটিশ ও মার্কিনরা জানবে যে আমরা বেশী দিন আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর চিন্তা করছিনা বরং আমাদের যুদ্ধ হবে রুশদের বিরুদ্ধে।"

গোয়েরিং আদেশ দিলেন রিবেনট্রপকে তার কাছে পাঠাতে হবে। কিন্তু স্পষ্টভাবে বললেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বৃটিশ ও মার্কিনদের সাথে আলোচনা পরিচালনা করবেন। কোলার তার ডায়েরীতে লিখে-ছিলেন যে, গোয়েরিং "রুশদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তির কাছে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে রাজী ছিলেন।" কাজেই পরদিন সকালে বিমান নিয়ে তিনি আইসেনহাওয়ারের কাছে যেতে চাইলেন। তার বিশ্বাস ছিল ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমেই দ্রুত চুক্তিতে পৌঁছাতে পারবেন।

কিন্তু শুরুতেই গোয়েরিং মিশনের ভাগ্যে বিপর্যয় শুরু হয়। ২৩শে এপ্রিল হিটলার তাকে আলোচনা প্রচেষ্টা বন্ধ করার আদেশ দেন। এর পরপরই গোয়েরিংকে তার পদ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় এবং তাকে গৃহবন্দী করা হয়। এটি স্পষ্ট যে, নাজী নেতৃত্বের মধ্যে আভ্য-ন্তরীণ কলহ, ভয় এবং পারস্পরিক অবিশ্বাসই এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

বোরম্যানের স্বাক্ষরিত একটি দলিলে বলা হয় যে, "মোড় পরিবর্তন ফুয়েরারকেই এবং একমাত্র তাকেই করতে হবে" এবং "ফুয়েরারকে আলোচনা পরিচালনার জন্য আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেয়া" প্রয়োজন। রাজকীয় চ্যান্সেলারীতে থেকে বোরম্যান নিজেকে হিটলা-রের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। হিটলারের মৃত্যুর পর আলো-চনার দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে নিয়ে নেবেন এই ভয় গোয়েরিং-এরও ছিল। এ কারণেই গোয়েরিং দ্রুত নিজেকে হিটলারের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছিলেন এবং হিটলারের কাছে তাকে অবিশ্বস্ত প্রতিপন্ন করার জন্য বোরম্যান সেটিকেই ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু গোয়েরিং-এর মিশন সম্পূর্ন ব্যর্থ হবার পেছনে আরেকটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ওলফ ইতালী থেকে রাজকীয় চ্যান্সেলারীতে একটি বার্তা পাঠিয়ে বলেছিলেন যে, পাশ্চাত্য তার সাথে রাজনৈতিক আলোচনা করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে এবং তারা চায় ইতালীয় রণাঙ্গনে নাজী বাহিনী যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের কাছে প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ করুক। জেনারেল আইসেনহাওয়ারও নাজী নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করতে চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করেছেন।

১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল গোয়েরিং যখন রেইমে আইসেনহাওয়ারের হেডকোয়ার্টারে বিমানে যেতে প্রস্তুত হন সে সময় নাজী নেতৃত্বের পায়ের তলার মাটি সরে যায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়াশীলদের "বার্লিন কার্ডের" গোপন কারসাজীও বিপাকে পড়ে যায়। এই দিনই প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের বাহিনী প্রথম উক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীর সাথে বার্লিনের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে মিলিত হয় এবং অডারে স্থিত জার্মান বাহিনীর সাথে শহরটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরদিন সকালে প্রথম উক্রেনীয় ফ্রন্টের দ্বিতীয় গার্ড ট্যাংক আর্মী প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের বাহিনীর সাথে বার্লিনের পশ্চিমে কেজেন অঞ্চলে মিলিত হয়। অর্থাৎ জার্মান বাহিনী ও বার্লিনকে সোভিয়েত বাহিনী ঘিরে ফেলে। রাজকীয় চ্যান্সেলারীতে আটকে পড়া নাজী নেতৃত্ব অনিবার্য এই পতনকে বিলম্বিত করার জন্য সব কিছুই করেছিলেন। শেষ দিকে তাদের একমাত্র ভরসা ছিল জার্মান ভূখণ্ডে পাশ্চাত্য মিত্রদের সাথে সোভিয়েত বাহিনীর সংঘর্ষ বাধানো।

২৫শে এপ্রিল ব্রিফিং-এ হিটলার ঘোষণা করেন যে, আমি জানতে পেরেছি সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘের যে অধিবেশন শুরু হয়েছে তাতে বৃটিশ ও সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা কোন ঐকমত্যে পৌছাতে পারেনি এবং বৃটেন যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা না করে তাহলে তারা যুদ্ধে জেতা তো দূরে থাক বরং অনেক কিছুই হারাবে। হিটলার বলেন, আমি মনে করি সেই সময় এসেছে যখন অন্যারা, কোন না কোন ভাবে, তা সে আত্মরক্ষার তাগিদ থেকে হলেও এটার বিরোধিতা করবে, যা হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় বলশেভিক আতংময় যতক্ষণ রাজধানী আমার অধিকারে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ অবস্থায় নাজী

জার্মানীকে সাথে নিয়ে বৃটিশ ও মার্কিনদের সে হুমকি মোকাবেলা করার সুযোগ থাকবে। এবং সে কাজের জন্য আমিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।"

২৬শে এপ্রিল সকালে স্বাভাবিক বাংকার ব্রিফিংএর সময় একটি ঘটনা ঘটে যা নাজীদের সত্য বিস্মৃতির পরম প্রকাশ ছিল। সংবাদ সমীক্ষক হেইন্‌জ লরেঞ্জ ঘোষণা করেন, সুইডিশ রেডিওর ভাষ্য অনুযায়ী মধ্য জার্মানীতে সোভিয়েত ও মার্কিন বাহিনী মুখোমুখি হওয়ার সময় কে কোন অঞ্চলের অধিকার নেবে তা নিয়ে ঈষৎ মতভেদ দেখা দিয়েছে। যদিও ভাষ্যে গুরুত্ব সহকারে বলা হয় যে ঘটনা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তা কোন সশস্ত্র সংঘাতের সৃষ্টি করবে না। প্রত্যক্ষদর্শী গেরার্ড বোল্ডট্‌ পরে উল্লেখ করেছেন যে, নাজীরা তখন উল্লসিত হয়ে পড়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল সোভিয়েত বিরোধী পরিকল্পনা এবার খুব শীগগীরই সার্থক হতে যাচ্ছে। হিটলার চিৎকার করে বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ আমাদের শত্রুদের মতবিরোধ শুরু হওয়ার এটি হল সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। জার্মান জনগণ ও ইতিহাস কি আমাকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করবে না যদি আমি আজ শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি এবং কালই আমাদের শত্রুরা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়।"

কয়েকঘন্টা পরই লরেঞ্জ আরেকটি খবর পরিবেশন করেন যা নাজীদের আশা ভঙ্গ করে। সোভিয়েত ও মার্কিন বাহিনী জার্মানীতে মিলিত হওয়ার ক্ষণে ট্রুম্যান সোভিয়েত সরকারের কাছে একটি বার্তা পাঠান যা অংশতঃ নিম্নরূপ, "শত্রু দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ইউরোপে এটিই বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্ত নয়, তবে সেই মুহূর্তকে সন্নিকটে নিয়ে এসেছে। ...হিটলার ও তার দস্যুদল সরকারের মরীয়া আশা বিফল হয়ে গেছে...কোন কিছুই জার্মানীতে ঐক্যবদ্ধ বিজয় অর্জনের জন্য আমাদের মহতী সেনাদলের অভিন্ন উদ্দেশ্যে ফাটল ধরাতে কিংবা দুর্বল করতে পারবে না।"

সোভিয়েত ও বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর সভা তিন দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধভাবে নাজী জার্মানীকে ধ্বংস করার দৃঢ় ইচ্ছাই আরো জোরদারভাবে প্রকাশ করে।

নাজী কূটনীতির হাতের তুরূপের "বার্লিন তাস" শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

২৯শে এপ্রিল বার্লিনের সোভিয়েত কমাণ্ডেন্ট শহরের মুক্ত অঞ্চলে

একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। ৩০শে এপ্রিল হিটলার তার জঘন্য অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করেন। ১৯৪৫ সালের ১লা মে প্রত্যুষে সোভিয়েত সৈন্যরা রাইখস্টাগের ওপর লাল পতাকা উত্তোলন করে।

নাজী নেতা বোরম্যান ও গোয়েবল্‌স্‌ ভূগর্ভস্থ চ্যান্সেলারীর অফিসে থেকে গেলেন। তখনো তাদের আশা যে, তারা নাজী বিরোধী জোটে ভাংগন ধরাতে পারবেন। তাদের বিশ্বাসঘাতী পরিকল্পনা ছিল সোভি-য়েত ইউনিয়নকে আলোচনায় প্রলোভিত করা এবং এভাবে ঘেরাওকৃত জার্মান বাহিনীর আশু ও শর্তহীন আত্মসমর্পণকে পরিহার করা। নাজীরা চেয়েছিল, সোভিয়েত সরকারের সাথে আলোচনাকে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে এবং মিত্রদের মধ্যকার সম্পর্ক খারাপ করতে। তারা এ ধারণাও করেছিল এই আলোচনা তাদেরকে জার্মানীর বৈধ সরকার হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেবে। তদুপরি, তারা বিশ্বাস করতো যে, পশ্চিমা মিত্ররা হয়তো এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হবে যাতে তারা হয় বার্লিনকে বোরম্যান-গোয়েবলস সরকারের আবাস হিসেবে রাখতে চাইবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে বলপূর্বক বার্লিন না দখলের দাবী জানাবে অথবা এই "সরকারকে" পশ্চিমা মিত্রদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সরিয়ে নিতে চাপ সৃষ্টি করবে।

তাই আটকে পড়া নাজী নেতৃবৃন্দ ভেবেছিলেন তারা এমন কিছু করতে পারবেন যা হিটলার করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ওপর আস্থা রেখে তারা জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের ভিত্তিকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু এসব সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল বার্লিনে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ঠেকানো অথবা কমপক্ষে কিছুটা বিলম্বিত করা। তাই, ১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল হিটলারের মৃত্যুর পর পরই জেনারেল হেলমুথ ওয়েডলিংকে রাজকীয় চ্যান্সেলারীতে ডেকে পাঠানো হয়। সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ ক্রেবস ওয়েডলিংকে নির্দেশ দিলেন সোভিয়েত কম্যাণ্ডকে আলোচনায় টেনে আনার জন্য এবং কোন অবস্থায়ই যেন বার্লিনের সামরিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য।

বোরম্যান ও গোয়েবল্‌সের "কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড" পরিচালনার জন্য নাজী নেতৃবৃন্দ বার্লিনের হাজার হাজার সৈন্য, অফিসার ও বেসামরিক নাগরিককে বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলো। জেনারেল ক্রেবস ছিলেন একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা অফিসার, রুশ ভাষায় বেশ ভাল কথাবার্তা বলতে পারতেন এবং "রাশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ" হিসেবেও পরিচিত ছিলেন, তাকে এই কূটনীতি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৪১ সালের বসন্তে ক্রেবস মস্কোয় জার্মান সামরিক এটাচির একজন সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পূর্ব পর্যন্ত সে দায়িত্বেই নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৫ সালের মার্চে সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ হিসেবে তিনি গুডেরিয়ানের স্থলাভিষিক্ত হলেন। এ মুহূর্তে বোরম্যান ও গোয়েবলস ভাবলেন তাদের কূটনীতির প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আলোচনা পরিচালনার জন্য তিনিই হলেন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।

১৯৪৫ সালের ১লা মে ভোর ৩—৩০ মিনিটে ক্রেবস যুদ্ধ সীমানা অতিক্রম করেন এবং ৮ম গার্ড বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল জেনারেল চুইকভের সদর দফতরে নীত হন। ক্রেবস চুইকভ ও প্রথম বাইলোরুশীয় রণাঙ্গনের ডেপুটি কমাণ্ডার আর্মি জেনারেল সকোলোভস্কির কাছে সোভিয়েত সুপ্রিম কমাণ্ডের প্রতি একটি আবেদন হস্তান্তর করেন। এতে জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে "শান্তি আলোচনার" জন্য বার্লিনে সাময়িক যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানানো হয়।

ক্রেবস জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি শুধু সাময়িক যুদ্ধ বিরতির কথাই বলছেন যাতে করে শহরের বাইরে সরকারের যেসব সদস্য রয়েছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করা যায় এবং তাদেরকে ফুয়েরারের মরণোত্তর ইচ্ছার কথা জানানো যায়। নাজীরা জার্মান জনগণকেও হিটলারের মৃত্যু এবং নতুন সরকার গঠনের কথা জানাতে চায়। এ সময়ের মধ্যে জার্মানীর নতুন সরকার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে এবং তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আলোচনা চালানোর জন্য বৈধ অংশীদার পাবে।

যে জঘন্য অপরাধ তারা করেছে তার শাস্তি এড়ানো ছিল অসম্ভব, সেই ভয়ে অবশিষ্ট নাজী নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নকে জার্মানীর সাথে ভিন্ন শান্তি চুক্তি সম্পাদনে রাজী করাবার চেষ্টা চালায়। ইংরেজ

ঐতিহাসিক হিউ ট্রেভর-রোপার লিখেছেন যে, বোরম্যান ও গোয়েবল্‌স্‌ ভাবছিলেন ক্রেবস মিশনের সাফল্য তাদেরকে বার্লিন ত্যাগ করার সুযোগ দেবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রদত্ত শর্তসমূহ অন্যান্য নাজী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার কথা বলে তারা চেয়েছিল হামবুর্গের উত্তরে এডমিরাল ডয়েনিজের সদর দফতরে চলে যেতে।

ক্রেবস সোভিয়েত কমাণ্ডকে ব্লাক মেইলেরও চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিমা মিত্রদের সাথে হিমলারের আলোচনা যথেষ্ট এগিয়ে গেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজী না হলে পশ্চিমা শক্তির অধিকৃত এলাকায় নতুন জার্মান সরকার গঠিত হবে।

সোভিয়েত কমাণ্ড ক্রেবসকে জানিয়েছিলো তাদের সার্বিক আলোচনা করার অনুমোদন নেই, তারা শুধুমাত্র বার্লিন গ্যারিসনের শর্তহীন আত্মসমর্পণের ব্যাপারেই আলোচনা করতে পারেন। তারা শুধুমাত্র প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল জুকভকে ক্রেবসের প্রস্তাব সম্পর্কে জানাতে পারেন। জুকভ যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে এ ব্যাপারে সোভিয়েত সরকারকে তিনি জানাতে পারেন।

১৯৪৫ সালের ১লা মে সকাল ১০-১৫ মিনিটে সোভিয়েত সরকারের জবাব এলো, বার্লিন গ্যারিসনকে অবশ্যই অবিলম্বে এবং শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

সোভিয়েত কমাণ্ড বার্লিনস্থ জার্মান সরকারের প্রতিনিধিকে ডয়েনিজের সাথে যোগাযোগ করতে দিতে সম্মত হয় যাতে তারা শান্তি আলোচনা শুরুর জন্য অবিলম্বে তিন শক্তির কাছে আবেদন জানাতে পারে। কিন্তু সোভিয়েত কমাণ্ড এই নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের সরকার জার্মান সরকারের সাথে কোন রকম আলোচনায় যাবে কিনা।

এভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়ন নাজীদের সাথে আলোচনায় অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং মিত্রদের স্বার্থের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় ও আপোষহীন ভূমিকা ক্রেবস মিশনের মাধ্যমে বোরম্যান-গোয়েবলসের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছিল।

চুইকভ পরে লিখেছেন, "উল্লেখযোগ্য বিষয় হল হিটলারের মতোই

অবশিষ্ট নাজী নেতৃত্ব আমাদের দেশ ও মিত্রদের মধ্যে বিরোধ উস্কিয়ে দেবার প্রচেষ্টার উপরই শেষ অবধি জোর দিয়েছিল···আমাদের সাথে অর্ধেকটি দিন কাটিয়েও জেনারেল ক্রেবস মিত্রদের স্বার্থের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র অবহেলা দেখতে পেলেন না। পরিশেষে, আমরা তাকে দেখিয়ে দিলাম যে, তেহরান ও ইয়েল্টা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে আমরা এক পাও পিছিয়ে আসবনা।"

অবশিষ্ট যেসব নাজীরা সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল তাদেরও শীঘ্র বিদায় ঘটলো। গোয়েবল্স্ আত্মহত্যা করলেন। বোরম্যান একদল এস এস অফিসারকে নিয়ে বার্লিন ত্যাগের পায়তারা করছিলেন এবং আশা করছিলেন পশ্চিমা মিত্রদের অধিকৃত এলাকায় নতুন "ফ্যাসিস্ট সরকার" গঠন করবেন। কিন্তু ভাগ্য হল বিরূপ এবং তার সকল অপরাধের ঘটল পরিসমাপ্তি।*

২রা মে সকালে বার্লিনের কমাণ্ডেন্ট জেনারেল ওয়েডলিং শহরে জার্মান বাহিনীর শর্তহীন আত্মসমর্পণ দাবী করা চরমপত্রটি গ্রহণ করলেন। দিনশেষে শহরের সমস্ত প্রতিরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়।

সোভিয়েত বাহিনীর বার্লিন দখল, শুধু সামরিক-রণনীতিরই নয় ইউরোপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। ফ্যাসিবাদী জার্মানীর শর্তহীন আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত মিত্রদের যে সিদ্ধান্ত তার জন্যও শক্ত ভিত্তি তৈরী হয়ে যায়।

---

* ১৯৭১ সালে পশ্চিম বার্লিনে খোড়াখুড়ির কাজের সময় নরকংকাল আবিষ্কৃত হয় এবং তা বোরম্যানের বলে সনাক্ত করা হয়।

## এডমিরাল ডয়েনিজের কূটনীতির ২৩ দিন

যে নাজী চক্র ১২ বছর ধরে জার্মানীকে শাসন করেছিল তাদেরকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করা হয়। কিন্তু তৃতীয় রাইখের প্রকৃত শাসক অর্থ-লগ্নিকারী ও শিল্পপতি কুবেররা এবং তাদের ঘনিষ্ঠ উর্ধ্বতন সামরিক ব্যক্তিরা থেকে গেলেন। জার্মানীর সম্পূর্ণ সামরিক পরাজয়ের ফলে এই দল জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ নতুন ও আমূল পরিবর্তিত অবস্থায় টিকিয়ে রাখার পথ খুঁজতে লাগলেন।

বহু দলিলপত্রে দেখা যায় একচেটিয়ারা ভবিষ্যৎ নীতির লক্ষ্যসমূহ তৈরী করেছিলেন এবং তা "হিটলার পরবর্তী" সরকারকে দেয়া হয়েছিল। মিত্ররা "হিটলারের উত্তরাধিকারী" এডমিরাল ডয়েনিজের কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল লাভ করেছিলেন। জার্মান সামরিক অফিসারদের প্রতি এডমিরাল ডয়েনিজের এ আবেদনে বলা হয়, "—আমরা যে রাজনৈতিক পথ অনুসরণ করব তা অতি পরিষ্কার। এটি স্পষ্ট যে আমাদেরকে পাশ্চাত্য শক্তির পক্ষে যেতে হবে এবং পশ্চিমে তাদের অধিকৃত এলাকায় তাদের সাথে কাজ করতে হবে—।" দলিলে আরো বলা হয় যে, পাশ্চাত্য শক্তির পক্ষে যাওয়ার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মানীতে আরেকটি "জাতীয় সমাজতান্ত্রিক কাঠামো" গঠন করা। প্রভাবশালী জার্মান ব্যাংকার ও শিল্পপতিরা আগের মতোই বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবকেই হিসেবে ধরেছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, সাময়িকভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে এদের নেতৃত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে নেয়ার মাধ্যমে এবং সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ আবার নিজেকে শক্তিশালী করে তুলতে পারবে এবং আর একটি যুদ্ধের মাধ্যমে পুনরায় বিশ্বকে বিভক্ত করার জন্য আবার তারা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে উঠতে পারবে। একচেটিয়ারা হিটলার পরবর্তী নতুন জার্মান কর্তৃপক্ষের পথ-নির্দেশের জন্য একটি বিশেষ স্মারকপত্র তৈরী করার আদেশ দিলেন। এতে বৃটিশ মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন লাভের জন্য মূল কতগুলো নীতির উল্লেখ করা

হয়, যাতে তাদের সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপ মহাদেশে জার্মানী পুনরায় প্রথমস্তরের শক্তিতে পরিণত হতে পারে এবং এমনকি রাশিয়ার দখল করা কিছু অংশকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কিন্তু এসব ছিল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। রাইখের পতনে জার্মানীর অর্থনৈতিক শাসক গোষ্ঠির প্রধান কাজ হল যে কোন মূল্যে সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রসর ঠেকানো, যার ফলে বৃটিশ-মার্কিন বাহিনী যত বেশী সম্ভব জার্মান ভূখণ্ড দখল করতে পারবে। একচেটিয়ারা ভেবেছিল সবচেয়ে ভাল কৌশল হল দ্রুত একটি সরকার গঠন করে ফেলা যা পাশ্চাত্যের স্বীকৃতি পাবে এবং দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও সমরবাদীদের মূল শক্তি হিসেবে থাকবে।

পর্যুদস্ত হিটলার চক্রকে খারিজ করে ১৯৪৫ সালের শেষ বসন্তে জার্মান একচেটিয়াগোষ্ঠী ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি স্পিয়ার, শেরিন ভন কুসিগ প্রমুখ এ রকম একটি নতুন সরকার গঠনের তোড়জোর শুরু করলেন। ২৩শে এপ্রিল স্পিয়ার রাজকীয় চ্যান্সেলারীতে যান এবং ফুয়েরারের সাথে দীর্ঘ আলাপ করেন। হিটলারের সাথে তখন, তার সম্পর্ক ছিল খারাপ। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছিলেন যে এই "বিদায়ী সফর শুধুমাত্র প্রটোকলেরই ব্যাপার ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সাক্ষাতের ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। একচেটিয়াদের পক্ষে স্পিয়ার হিটলারকে বলেছিলেন যে, হিমলার, বোরম্যান, গোয়েবলস অথবা গোয়েরিং কাউকে তার উত্তরাধিকারী না করে এডমিরাল ডয়েনিজকে তার উত্তরাধিকারী করার জন্য।

ডয়েনিজ ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীতে যথেষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তার আদেশ যথাযথভাবে পালন করা হবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক-শিল্পপতিমহলের কতিপয় সদস্যের সাথে ডয়েনিজ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ক্ষমতাশীল একচেটিয়াবাদী হুগো স্টিনসের স্ত্রী ছিলেন তার পিসী। স্টিনস ভ্রাতারা ছিলেন ফ্যাসিবাদী জার্মানীর বৃহৎ ব্যবসার প্রধান প্রতিনিধি। সে সময়ে তাদের আরেক ভাই বাস করতেন যুক্তরাষ্ট্রে এবং মর্গান ব্যাংকিং হাউসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে এসকোজায় স্টিনস ভিলাতেই ডলফ ও ডালে-সের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং স্টিনসের আত্মীয়

গেরো ভন গেভারনিজ যিনি দোভাষী হিসেবে কাজ করেছিলেন, তিনিও ডয়েনিজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

স্পিয়ার এবং যে একচেটিয়াবাদীদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তাদের এ বিশ্বাসের কারণ ছিল যে ডয়েনিজ হিটলারের উত্তরাধিকারী হিসেবে পাশ্চাত্য শক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন। ফুয়েরার নাজী এডমিরালকে সে অবস্থানে বসানোর কথা বিবেচনা করতে রাজী হলেন। ভবিষ্যৎ সরকারের অন্যান্য মূল অবস্থান নিয়েও ঐকমত্য হয়। প্রেসিডেন্ট ও সুপ্রীম কমাণ্ডার ইন চীফ ছাড়াও ডয়েনিজ হবেন যুদ্ধমন্ত্রী। একচেটিয়াদের আরেক মুখপাত্র ভন ক্রসিগ হবেন অর্থমন্ত্রী। হিটলার সে সরকারে তার প্রিয় কয়েকজন অফিসারদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাপ দিতে লাগলেন, যেমন গোয়েবলস (অর্থমন্ত্রী হিসেবে) ও বোরম্যান (নাজী পার্টি মন্ত্রী)। তবে ২রা মে সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন দখলের পর-পরই এই দুই ব্যক্তি দ্রুত মঞ্চ থেকে সরে যায়।

এখানে হিটলার ও স্পিয়ারের আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন। ডয়েনিজকে হিটলারের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বলে স্পিয়ার আইসেনহাওয়ারের প্রতি গোয়েরিং-এর মিশনকে বাতিল করার চেষ্টা চালালেন। স্পিয়ার ও তার সাথী একচেটিয়ারা রাইখমার্শালকে পাশ্চাত্যের সাথে আলো-চনার উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বাস করতে পারেন নি। হিটলারকে ছেড়ে আসার পরই স্পিয়ার বিমানবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল স্টাম্পফের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আই-সেনহাওয়ারের কাছে যাবার গোয়েরিংএর ফ্লাইটটি বাতিল করার জন্য (ইতিপূর্বে হিটলার যাতে সম্মত হয়েছিলেন)। স্টাম্পফ উত্তর অঞ্চলের সকল বিমান বন্দরে আদেশ দিয়ে দিলেন মিত্রদের সাথে আলোচনার জন্য গোয়েরিং অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা কোথাও যাতে যাত্রা করতে না পারেন।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ট্রেভর রোপার উল্লেখ করেছেন যে, যদিও রাজকীয় চ্যান্সেলারীতে পাশ্চাত্যের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিকে হিটলারের উত্তরাধিকারী করার জন্য খোলাখুলি আলোচনা হয় তবু ৩০শে এপ্রিল হিটলারের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ডয়েনিজ জানতে পারেন নি যে, তিনিই সেই পদে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। বোরম্যান টেলিগ্রাম করে

যখন জানান যে, তিনি হিটলারের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হয়েছেন তখন ডয়েনিজ ছিলেন ডেনমার্কের সীমান্তবর্তী ছোট শহর প্লেনের প্রান্তে তার সদর দফতরে। হিটলারের প্রতি (যিনি ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করেন) এডমিরালের জবাব ছিল তিনি যা করতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে একটি ভণ্ডামিপূর্ণ উক্তি, "আমার ফুয়েরার, আমি আপনার প্রতি অনুগত আছি। কাজেই বার্লিনে আপনার অবস্থানকে উন্নত করার জন্য আমি সম্ভাব্য সব কিছু করব। নিয়তি যদি আমাকে বাধ্য করে আপনার নিযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসাবে জার্মান রাইখের শাসনকর্তা হতে তবে আমি জার্মান জনগণের যথার্থ বীরোচিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শেষ করব।" যাহোক, ডয়েনিজ ও তার সমর্থক একচেটিয়া চক্রের কোন ইচ্ছাই ছিলনা হিটলারের এই ধ্বংসকারী পথ অনুসরণ করার।

রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা গ্রহণের পর ডয়েনিজ নাজী চক্রের বাদবাকী সদস্যদের বিপদ "হালকা" করার জন্য বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা চালান নি। ফুয়েরারের নবনিযুক্ত উত্তরাধিকারী বার্লিনের চেয়ে (মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে যার পতন অনিবার্য) লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের দিকেই ঝুঁকে পড়লেন বেশী করে। ডয়েনিজ তার সকল কাজকর্ম পরিচালিত করলেন পশ্চিমের সাথে একটি সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র নীতি তৈরী করার জন্য, যদিও এতে পাশ্চাত্যের কাছে জার্মানীকে নির্ভরশীল এবং অধীনস্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিক মার্লিস স্টেইনার্ট লিখেছেন, "হিটলারের মৃত্যুতে ডয়েনিজ আশা করেছিলেন যে, তা নতুন উন্নয়ন সূচনা করবে, পশ্চিমে যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস সম্ভব করবে এবং পূর্বে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যাবে এমন কি এতে পাশ্চাত্যের সহযোগিতাও পাওয়া যেতে পারে।"

ডয়েনিজ তার নতুন সরকারকে একটি "গণতান্ত্রিক" রূপ দেবার চেষ্টা করেন। জার্মানীর সাথে পাশ্চাত্যের আলোচনার পথকে সুগম করার জন্য কতিপয় নাজী নেতৃবৃন্দ যারা ইতিমধ্যেই আপোষ করেছিল তাদেরকে পরিহার করা হয়। নতুন সরকারে "দুই নম্বর ব্যক্তি" হবার জন্য হিমলারের অনুরোধ ডয়েনিজ পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। রিবেনট্রপের স্থলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ভন কুসিগকে। ৫ই মে তারিখে ডয়েনিজ ভন কুসিগকে

চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ করেন এবং পুনরায় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন।

ভন কুসিগকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করার মধ্য দিয়ে ডয়েনিজের পররাষ্ট্র নীতির দিক সম্পর্কে পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাচীন অভিজাত পরিবারের সদস্য হিসেবে কুসিগের দীর্ঘদিন ধরে ক্রূপ ও অন্যান্য অভিজাত ব্যবসায়ী পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর থেকে তিনি গ্রেটবৃটেনের শাসকমহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। জার্মানীতে নভেম্বর বিপ্লবের পর তিনি প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। ১৯৩৭ সালে হিটলার কুসিগ ও জার্মান একচেটিয়াদের আরেক-জন সুপরিচিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হালমার শাক্‌টকে তাদের সেবার জন্য নাজী পার্টির স্বর্ণ পদক প্রদান করেন। পুনঃ নিযুক্ত অর্থমন্ত্রী স্পিয়ারের সাথে সাথে কুসিগও ডয়েনিজের একজন ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক উপদেষ্টায় পরিণত হন। নতুন সরকার ও ডয়েনিজের বাসভবন স্থাপিত হয় ডেনমার্ক সীমান্তবর্তী শহর ফ্লেন্সবার্গে।

ডয়েনিজ ঘোষণা করেন যে "সরকার ও পার্টি আর একত্রিত নেই", এভাবে পাশ্চাত্যকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে তার ফ্যাসিস্ট সর-কার "নাজী পার্টি থেকে আলাদা" এবং এটা"কর্মকর্তাদের মন্ত্রী পরিষদ।"

হিটলারের ঘনিষ্ঠ নাজীদের বাদ দিয়ে সরকার গঠনের প্রচেষ্টা পাশ্চাত্যের কাছে যথেষ্ট সাদরে গৃহীত হয়। ৮ই মে'র বেতার ভাষণে চার্চিল "জার্মান রাষ্ট্রের প্রধানরূপে নির্বাচিত" বলে ডয়েনিজকে উল্লেখ করেন যা ছিল তার সাথে আলোচনা শুরু করার ইঙ্গিত। পাশ্চাত্যের গোড়া প্রতিক্রিয়াশীলরা মেনে নিতে রাজী ছিল না যে ডয়েনিজের সরকারের "গণতান্ত্রিক রূপ" হিটলারের আগ্রাসী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য বহিরাবরণ মাত্র এবং তা বিশেষ করে নাজী বিরোধী জোটে ভাঙ্গন ধরাবার কৌশল। স্টেইনার্ট লিখেছেন, 'তার '(ডয়েনিজের) মধ্যে আত্মসমর্পণের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত শত্রু জোটে ভাঙ্গন ধরাবার মোহ বিদ্যমান ছিল।"

ফ্লেন্সবার্গ থেকে নতুন সরকার সোভিয়েত বিরোধিতা ও কমিউনিজম বিরোধিতার মাধ্যমে মিত্রদের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করতে চেয়েছিল।

১৯৪৫ সালের ১লা মে ডয়েনিজের ভাষণ যতটা ছিল ফ্যাসিস্ট

সমরনায়কদের জন্য তার চেয়ে বেশী ছিল লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের জন্য। তিনি বলেন, "আমি সকল জার্মান বাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ড গ্রহণ করছি এবং আমি দৃঢ়তার সাথে বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।" একই দিনে জার্মান জনগণের উদ্দেশে বেতার ভাষণে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাদ দিয়ে আলোচনা শুরুর আহ্বান জানান। "আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের এটিই একমাত্র উদ্দেশ্য। বৃটিশ ও মার্কিনরা যতদিন পর্যন্ত এই উদ্দেশ্য বিঘ্নিত করবে ততদিন পর্যন্ত আমরা অবশ্যই নিজেদেরকে প্রতিরোধ করব এবং তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাব।"

ফ্রেন্সবার্গ রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত "চ্যান্সেলর" ক্রসিগের ভাষণেও ডয়েনিজের হুশিয়ারী পুনঃ উচ্চারিত হয়, "বলশেভিক বিপদ ইউরোপে ছড়িয়ে না পড়লেই কেবল বিশ্ব শান্তিতে থাকতে পারবে। জার্মানী হচ্ছে ইউরোপের প্রতিরক্ষার ঢাল। তার পেছনে সমর্থন থাকলে সে বলশেভিকবাদকে প্রতিহত করতে পারবে।"

গোয়েবলসের পদাংক অনুসরণ করে ক্রসিগও পুনরায় 'লৌহ যবনিকা'-র উল্লেখ করেন, যা অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর সাথে সাথে পশ্চিমে এগিয়ে আসছে। তিনি অন্যদের মতোই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলতে থাকেন।

১লা মে স্পিয়ারও পাশ্চাত্যের কাছে সমগ্র মানবজাতি এবং প্রথমতঃ ইউরোপের জন্য বিপজ্জনক সোভিয়েত হুমকির গুরুত্ব উপলব্ধির আবেদন জানান।

ডয়েনিজ ফিল্ড মার্শাল কীটেল ও জেনারেল জোডলকে ফ্রেন্সবার্গে আহবান জানান এবং তাদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশ দেন, "এটি স্পষ্ট যে, সামরিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি প্রধানতঃ নিহিত রয়েছে পূর্বে। মেক-লেনবার্গে অথবা কমপক্ষে যতটা দূরে পারা যায় রুশদের প্রতিরোধ করার জন্য সামরিকভাবে সম্ভাব্য সবকিছু করা দরকার।"

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা লিখে থাকেন যে, ১৯৪৫ সালের মে মাসে কঠিন অবস্থা সত্ত্বেও জার্মান বাহিনী তীব্র সংগ্রাম করেছিল সোভিয়েত দখল থেকে যত বেশী সম্ভব জার্মান জনগণকে মুক্ত রাখার জন্য। কিন্তু তথ্যপত্র প্রমাণ করে যে, ডয়েনিজ পাশ্চাত্যের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা চালাবার জন্য একটি আঞ্চলিক ভিত্তি রক্ষার্থেই ব্যাপক

ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি কীটেল ও জোডলকে নির্দেশ দিলেন সব কিছুর বিনিময়ে হলেও পূর্ব রণাঙ্গনকে আরো কয়েকটি দিন ধরে রাখতে। সেনাবাহিনীকে আদেশ দেয়া হল "রাজনৈতিক সময় অর্জনের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে।" জার্মান সুপ্রীম কমাণ্ডের ইতিহাস লেখক জোয়াকিম সুলজ "সময় ক্ষেপণ"কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ডয়েনিজ ভেবেছিলেন এর মাঝে পাশ্চাত্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে "বিরোধ" বেড়ে যাবে। ডয়েনিজ ভিসলা আর্মি গ্রুপকে (যেটি বার্লিনের উত্তরে ও পশ্চিমে তখনো সোভিয়েত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিল) আদেশ দিলেন, "যে কোন মূল্যে তাদের অবস্থানকে ধরে রাখতে হবে।" চেকোশ্লোভাকিয়ায় অবস্থিত জার্মান বাহিনীকে আদেশ দেয়া হল "সকল রণাঙ্গনকে একত্রিত কর এবং পূর্ব রণাঙ্গনে প্রধান বাহিনীর সাথে মিলে বলশেভিক বাহিনীর দখল থেকে যত অধিক সম্ভব এলাকা মুক্ত রাখ।"

সোভিয়েত বাহিনী নাজীদের পরিকল্পনাকে শীঘ্রই "সংশোধিত" করে দেয়। কিন্তু ১৯৪৫ সালের মে মাসের প্রথম দিনগুলিতে ডয়েনিজ ভেবেছিলেন কূটনীতি পরিচালনার মত সময় এবং আঞ্চলিক ভিত্তি তিনি পাবেন।

ডয়েনিজের কূটনীতিতে নতুন কিছুই ছিল না। তা ছিল রিবেন-ট্রপের স্মারকপত্রেরই একটি অদ্ভুত জগাখিচুরী এবং পাশ্চাত্যের সাথে নতুন জোট গঠনের প্রচেষ্টা। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে স্পিয়ার ১৯৪৫ সালের করণীয় হিসেবে যা নির্ধারণ করেছিলেন এটি ছিল তাই।

রিবেনট্রপ যদিও বোধগম্য কারণেই নতুন সরকারে অন্তর্ভুক্ত হননি তথাপি ১৯৪৫ সালের ২রা মে "আলোচনার" জন্য ডয়েনিজ তাকে আহ্বান জানালেন। রিবেনট্রপ ডয়েনিজকে পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত একটি স্মারকপত্র দিলেন (যা পশ্চিম জার্মান আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে)। পরবর্তী ঘটনাসমূহে দেখা যায় রিবেনট্রপের প্রস্তাবমালাকেই ডয়েনিজ তার ফ্লেন্সবার্গ "সরকারের" পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

স্মারকপত্রে পরিষ্কার বলা হয় যে, ডয়েনিজের কূটনীতির প্রাথমিক কাজ হল পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী মহলের সোভিয়েত বিরোধী মনো-ভাবকে কাজে লাগিয়ে অন্তত জার্মানীর কিছু অংশকে দখল করা থেকে

বিরত রাখা এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী নতুন সরকারকে বৈধ করে নেয়া। স্মারকপত্রে আরো বলা হয় যে, রাজকীয় সরকারকে শাসনের আরেকটি সুযোগ দানের জন্য কমপক্ষে শ্লেজউইগ-হোলস্টেইন এর একটি অংশকে দখল থেকে মুক্ত রাখা এবং তা করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলির রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন। যদি এসব ব্যবস্থা গৃহীত না হয়, তাহলে জার্মান ভূখণ্ড সম্পূর্ণভাবে দখল হয়ে যাবে, রাজকীয় সরকারের সদস্যদের গ্রেফতার করা হবে এবং দেশটি মিত্রদের দ্বারা পরিচালিত হবে। তাছাড়া জাতীয় সমাজতন্ত্রও শেষ হয়ে যাবে এবং জার্মান বাহিনী হয়ে যাবে ধ্বংস।

১৯৪৫ সালের ৭ই মের একটি দলিলে দেখা যায় ফ্লেন্সবার্গেই নাজীরা চতুর্থ রাইখের স্বপ্ন দেখে। দলিলে উল্লিখিত দাবীগুলোর মাঝে রয়েছে, জার্মান ভূমির "ঐতিহাসিক" সীমানা রক্ষা করা, "বিদেশী জোয়াল" থেকে জার্মানীর স্বাধীনতা রক্ষা করা, জার্মান জনগণের "স্বাধীন" জীবন-যাত্রা ও রাজনৈতিক (অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট—লেখক) সংগঠন রক্ষা করা, জার্মানীকে প্রধান করে ইউরোপীয় দেশের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক "সম্প্রদায়" গঠন করা ইত্যাদি।

রিবেনট্রপ সুপারিশ করলেন প্রধানতঃ পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনার জন্য ডয়েনিজ যেন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কাছে প্রকাশ্যে আবেদন না জানান, কারণ দেশ দুটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে জার্মানীর শর্তহীন আত্মসমর্পণ দাবী করতে চুক্তিবদ্ধ। বরং তিনি ডয়েনিজকে জেনারেল আইসেনহাওয়ার ও তার ডেপুটি ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করেন।

ডয়েনিজ ও রিবেনট্রপ বিশেষতঃ চার্চিলকে ঘিরে থাকা বৃটিশ প্রতি-ক্রিয়াশীলদের ওপরই বেশী ভরসা করেছিলেন এবং তারা আশা কর-ছিলেন বৃটিশরা অচিরেই লাল ফৌজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জার্মান বাহিনীর সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারবেন।

নাজীরা আশা করেছিলেন প্রখ্যাত মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল রবার্ট মার্ফির মত সামরিক উপদেষ্টারা আইসেনহাওয়ার ও মন্টোগোমারীর সাথে আলোচনায় অংশ নেবেন। এসব লোকজনকে পাশ্চাত্য শক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী নির্ধারণে ব্যবহার করা যাবে এবং তা স্থিরীকৃত বিষয় হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পরে

উপস্থাপন করা যাবে। এই কর্মসূচী "ইউরোপে জার্মানীকে তাদের সীমানা রক্ষা" করতে এবং জার্মানীর অভ্যন্তরে অন্য জাতির সঙ্গে সহযোগিতা বিরোধী ক্ষতিকর ব্যক্তিদের নিশ্চিহ্ন করতে সহায়তা করবে।

যদিও কর্মসূচীর ভাষা ছিল ধোঁয়াটে তবু এটা পরিষ্কার ছিল যে, জার্মানীতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিনিময়ে ডয়েনিজ সরকার চেয়েছিল "সকল জার্মানকে" এক জার্মানীতে (অবশ্যই বৃটিশ-মাকিন নিয়ন্ত্রণাধীন) একত্রিত করতে। নাজীদের ভাষায় এর অর্থ হল ফরাসী প্রদেশ আলসেস ও লরেন, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়ার পশ্চিমাঞ্চল ও পোল্যাণ্ড এবং লিথুয়ানিয়ার ক্লাইপেডা বন্দর জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এমন কি সর্বতো পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েও জার্মান সাম্রাজ্যবাদ তাদের চিরাচরিত লোভ ছাড়তে পারেনি।

ডয়েনিজের ভবিষ্যৎ কূটনীতি বোঝার জন্য রিবেনট্রপের স্মারকপত্রের একটি অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হয় বৃটিশ ও মার্কিনরা জার্মানীর প্রস্তাবসমূহ এমনভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে তুলে ধরতে পারবে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন বুঝতে পারবে যে, শ্লেজউইগ-হোলস্টেইন দখল না করতে পাশ্চাত্য শক্তি যে সম্মত হয়েছে তা সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থে নয় বরং সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই তা করা হচ্ছে।

কাজেই স্মারকপত্রে বলা হয় যে, মার্কিনদের প্রতি শ্লেজউইগ-হোলস্টেইন, ডেনমার্ক ও সম্ভবতঃ নরওয়েকে নিয়ে সামরিক নিষ্পত্তির আবেদন জানানো হবে। এই নিষ্পত্তি অনুযায়ী ডেনমার্ক ও নরওয়ে থেকে জার্মান সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে, বিনিময়ে পশ্চিমা মিত্ররা শ্লেজউইগ-হোলস্টেইন দখল না করতে রাজী হবে এবং এভাবে রাজকীয় সরকার স্বাধীন সরকার হিসেবে আবার কাজ করার সুযোগ পাবে। রিবেনট্রপ ডয়েনিজকে পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে আইসেনহাওয়ার ও মন্টোগোমারীর কাছে শান্তি দূত পাঠিয়ে এই সামরিক নিষ্পত্তির ব্যাপারে তাদেরকে রাজী করানোর চেষ্টা চালাতে। জার্মানীর শর্তহীন আত্মসমর্পণের বিপক্ষে এটি ছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে রিবেনট্রপ ডয়েনিজকে হুশিয়ার করে দিলেন পাশ্চাত্যের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় অত্যাধিক সতর্ক থাকার জন্য।

১৯৪৫ সালের ২রা মে ডয়েনিজ সরকার স্পিয়ার ও রিবেনট্রপের তৈরী পররাষ্ট্র নীতি কর্মসূচীকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা শুরু করে। ডয়েনিজ জানতেন জার্মানরা যতক্ষণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেন কোন আনু-ষ্ঠানিক যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হবে না। পাশ্চাত্য শক্তিদ্বয়কে তাদের শক্তিমান ও বিজয়ী মিত্রের কথা এবং তাদের জনগণের ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাবের কথা মনে রাখতে হবে। ডয়েনিজ তাই সামরিক কৌশল হিসেবে বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর কাছে জার্মান বাহিনীর আত্ম-সমর্পণ প্রস্তাব দেয়ার পরিকল্পনা নেন।

ডয়েনিজ সরকার পূর্বের প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ কিভাবে পুনরায় চালু করেছিলেন তা আলোচনা করার আগে আরেকটি বিষয় বিবেচনা করে দেখা জরুরী। ডয়েনিজ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, আত্মসমর্পণ আলোচনা শুরু করার আগে নাজী কর্মকর্তা ও সামরিক নেতৃবৃন্দকে অনুমতি ও অধিকার নিতে হবে। তার কারণ ছিল পাশ্চাত্যের কাছে তিনি নিজেকে প্রকৃত শক্তিধর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ইতালীয় রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পন সংক্রান্ত যে চুক্তি ২৯শে এপ্রিল স্বাক্ষরিত হয়েছিল তিনি তা রহিত করেন। জেনারেল ভেটিংহফকে বরখাস্ত করেন এবং নতুন অধিনায়ক জেনারেল শুলজকে নির্দেশ দেন ডয়েনিজ সরকারের পক্ষে আলোচনা শুরু করার জন্য। নতুন আত্মসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৫ সালের ২রা মে।

একই দিনে ডয়েনিজ তার কূটনীতি শুরু করেন পাশ্চাত্য শক্তিকে তার সরকারের সাথে জার্মান বাহিনীর আংশিক আত্মসমর্পণের জন্য আলোচনায় প্রলোভিত করার চেষ্টা চালিয়ে। সান্ধ্য ব্রিফিং-এ সিদ্ধান্ত হয় "মন্টোগোমারীর সাথে যত শীঘ্র সম্ভব আলোচনা শুরু করতে হবে।" ডয়েনিজ বিশ্বাস করতেন এ ধরনের আলোচনার জন্য তা ছিল উপযুক্ত সময়। হিটলার মহলের একজন প্রভাবশালী নাজী কর্মকর্তা হামবুর্গের গলিটার কার্ল কফম্যান সে সময়ে একই সাথে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের রাজকীয় কমিশার ছিলেন। জার্মান ও বিদেশী একচেটিয়া উভয়ের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, বিশেষ করে বৃটিশ জাহাজ মালিকদের সাথে। যুদ্ধের আগে কফম্যানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্পিয়ার কফম্যানের বাসায় প্রায়ই বৃটিশ বীমা প্রতিষ্ঠান

লয়েড রেজিস্টার অব শিপিংএর মালিকদের সাথে দেখা করেছেন, এবং এমন কি রাইখের শেষ কটি সপ্তাহে তিনি সেখানে আবাসও নিয়েছিলেন। প্রতিরোধ আন্দোলন যে সব দলিলপত্র সংগ্রহ করে তাতে দেখা যায় স্পিয়ার কফম্যানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন হামবুর্গের জাহাজ মালিকদের পক্ষে বার্লিন যাবার জন্য। ১৯৪৫ সালের ৩রা এপ্রিল উত্তর-পশ্চিম জার্মানীতে জার্মান বাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল আর্নেস্ট বুশকে সাথে নিয়ে কফম্যান রাজধানীতে এসে পৌঁছান। সেখানে তিনি হিটলারকে পাশ্চাত্যের সাথে আলোচনা শুরুর জন্য উপর্যুপরি চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেন এবং বলেন ফুয়েরারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে হামবুর্গকে "অবাধ নগরী" ঘোষণা করা উচিত। রাজকীয় চ্যান্সেলারী থেকে ফিরে এসে কফম্যান হামবুর্গের শিল্প-বাণিজ্যের নেতাদের সহায়তায় ও উৎসাহে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। তিনি অন্যান্য নাজী গলিটারদের তার বাসায় একত্র করেন এবং যুদ্ধ ছাড়াই জার্মানীর উত্তর উপকূল পশ্চিমা মিত্রদের ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেন এবং যাতে তারা রুশরা আসার আগেই এলব থেকে মেকলেনবার্গ পর্যন্ত যত বেশী সম্ভব এলাকা দখল করতে পারে সে জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করার কথা বলেন। গলিটারগণ কফম্যানের প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তা ফিল্ড মার্শাল বুশের অনু-মোদন লাভ করে। কফম্যানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও আলো-চনা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

কফম্যানের ধারণা উইনস্টন চার্চিলের পরিকল্পনার সাথে মিলে যায়। চার্চিল মিত্রদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউ-নিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত সোভিয়েত এলাকায় যত বেশী জায়গা দখল করা যায় সে চিন্তা করছিলেন। কফম্যানের কাজকর্ম তাই বৃটেনের অনুমোদন লাভ করে। চার্চিল বিশ্বাস করতেন হামবুর্গ ও অন্যান্য বন্দরনগরীতে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ মন্টো-গোমারীর বাহিনীকে বার্লিনে এমন কি তারও পূর্বে পৌঁছাতে সক্ষম করবে। কফম্যান 'লয়েডস নর্থ জার্মানী' প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রিচার্ড বার্ট্রাম ও সুইডেনস্থ জার্মান দূতাবাসের বাণিজ্যিক এ্যাটাচি রাইন্স্বার্গ, যিনি সর্বক্ষণ স্টকহোমের বৃটিশ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রাখতেন, তাদের মাধ্যমে বৃটেনের সাথে যোগাযোগ করেন। বৃহদাকার ক্ষতিক্ষ-

ভের্ক শিপইয়ার্ডের পরিচালক আলবার্ট শেফারও আলোচনায় অংশ-গ্রহণ করেছিলেন। স্পিয়ার ডনফকে অনুমোদন দিয়েছিলেন অন্যান্য সামরিক নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দেয়ার জন্য তারা যেন বৃটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে কোন কিছু ধ্বংস না করে।

রাইনস্‌বার্গ শীঘ্র বার্ট্রামকে টেলিফোন করেন এবং তাকে বলেন যে, জার্মানদের প্রস্তাবসমূহ বৃটেন গ্রহণ করেছে, হামবুর্গ যুদ্ধ ছাড়াই বৃটিশ-দের কাছে দিয়ে দিতে হবে এবং পশ্চিমা মিত্ররা জার্মান শহরগুলোতে অচিরেই বোমাবর্ষণ বন্ধ করবে। নাজীরা এখন শুধুমাত্র বৃটিশ বাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় থাকল। প্রথম যে শহরটি আত্মসমর্পণ করল তা হল ব্রেমেন। গলিটার ওয়েগনার যিনি শুরুতে প্রতিরোধ গড়তে চেষ্টা করেছিলেন তাকে ডয়েনিজের সদর দফতরে ডেকে পাঠানো হয়। ডয়েনিজ ছিলেন সে সময়ে উত্তরে জার্মান বাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ।

১৯৪৫ সলের ১লা মে বৃটিশ বাহিনী হামবুর্গে এসে পৌঁছায়। মন্টোগোমারী নগরীর অধিনায়ক জেনারেল ভলফের কাছে আত্মসমর্প-নের জন্য চরমপত্র পাঠান এবং তা অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি গৃহীত হয়। ১৯৪৫ সালের ৩রা মে টাউন হলে সে আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

সড়কে সড়কে দীর্ঘ যুদ্ধের মুখোমুখী না হয়ে দ্রুত মন্টোগোমারীর বাহিনী পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। মার্কিন ঐতিহাসিক জন টোলাণ্ড লিখেছেন যে, নাজী জেনারেল গুয়েন্থার ব্লামেনট্রিট বৃটিশদের সাথে একটু আধটু "ভদ্রলোকের যুদ্ধ" পরিচালনা করছিলেন : "....দ্বিতীয় বৃটিশ বাহিনীর একজন লিয়াজো অফিসার আনুষ্ঠানিকভাবে ব্লামেনট্রিটের কাছে যান এবং বলেন যে, যেহেতু রুশরা লুইবেকের কাছাকাছি তাই বৃটিশ রাজকীয় বাহিনী ভাবছে রুশদের আগে তাদের বাল্টিক বন্দর দখলের ব্যবস্থা জার্মানরা করে দেবে। ব্লামেনট্রিট অবিলম্বে একটি আদেশ জারী করলেন অগ্রসরমান বৃটিশ বাহিনীর প্রতি গুলীবর্ষণ না করার জন্য।"

বৃটিশ প্রতিক্রিয়াশীলদের মতামত ব্যক্ত করে চার্চিল লিখেছেন : "আমি তাই ভাবছি.....এক্ষেত্রেও আমরা আমাদের সোভিয়েত বন্ধুদের উপর টেক্কা দেব।"

ফ্লেন্সবার্গে বসে নাজীরা ভেবেছিল হামবুর্গের এ ব্যবস্থা প্রথমে বৃটিশ কমাণ্ড ও পরে লণ্ডনের সাথে তাদের আলোচনার শুভ প্রারম্ভ হিসেবে কাজ করবে। ১৯৪৫ সালের ৩রা মে ডয়েনিজের স্থলাভিষিক্ত নৌবাহিনীর অধিনায়ক এডমিরাল ফ্রেইডবার্গের নেতৃত্বাধীন অনানুষ্ঠানিক প্রতিনিধিদলকে বৃটিশ যুদ্ধসীমা অতিক্রম করতে দেয়া হয়। ঐ দিন সকালেই প্রতিনিধিদল ২১তম বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর সদর দফতরে উপনীত হয়। সেখানে ডয়েনিজের পক্ষে ফ্রেইডবার্গ মন্টোগোমারীকে প্রস্তাব দেন যে, তিনি শুধু যেসব জার্মান বাহিনী তার মুখোমুখি আছে সে সবের আত্মসমর্পণ গ্রহণ না করে সোভিয়েত আক্রমণের মুখে যে সব বাহিনী পশ্চিমে সরে আসছে তাদের আত্মসমর্পণও যেন গ্রহণ করেন। কিন্তু সব তুরুপ এক সাথে ফেলেন নি ফ্রেইডবার্গ, তিনি ডেনমার্ক, নরওয়ে ও নেদারল্যাণ্ডের জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন নি।

১৯৪৫ সালের ৪ঠা মে মন্টোগোমারীর সদর দফতর থেকে ফ্রেইডবার্গ ডয়েনিজকে আলোচনার প্রাথমিক ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করেন। মন্টোগোমারী নেদারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, পশ্চিম উত্তর জার্মানী ও শ্লেজউইগ-হোলস্টেইনে পাশ্চাত্য শক্তির সাথে যুদ্ধরত সকল জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ দাবী করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল মিত্রদের চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কিছুই বলেন নি। তিনি বলেন যে, রুশদের সাথে যুদ্ধরত জার্মান তিন বাহিনীর আত্মসমর্পণ তিনি গ্রহণ করতে পারেন না, কিন্তু "----যদি কোন জার্মান সৈনিক আমার বাহিনীর সামনে হস্ত উত্তোলন করে তবে স্বাভাবিকভাবেই তাকে বন্দী করা হবে।" ফ্রেইডবার্গ জানালেন যে, মন্টোগোমারী এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, জার্মান যুদ্ধ বন্দীদেরকে রুশদের হাতে অর্পন করা হবে না, সিদ্ধান্তের ইতিবাচক দিক হল আংশিক আত্মসমর্পণ এবং পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সুযোগ।"

ডয়েনিজ দ্রুত ফ্রেইডবার্গকে চুক্তি সম্পাদনের অনুমতি দিলেন। কয়েকঘণ্টা পরই আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়। ৫ই মে সকাল ৮টায় জার্মান বাহিনী ও মন্টোগোমারীর বাহিনীর সকল বিরোধিতার অবসান হয়। একই সময়ে ডয়েনিজ আদেশ দিলেন পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে সাবমেরিন যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং নরওয়ের জার্মান বাহিনী

বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর কোনরকম মোকাবেলা পরিহার করবে।

জার্মান সেনাবাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডের পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, "ঘটনাধারা ও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ থেকে জার্মান ও মিত্রদের উভয় পক্ষেরই বাধা ও দ্বন্দ্ব অপসারণের ইচ্ছাই প্রকাশ পায়।"

এ সময়ে ডয়েনিজ একের পর এক আদেশ জারী করতে থাকেন, যে কোন মূল্যেই হোক অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। মন্টোগোমারীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই জার্মান সুপ্রীম কমাণ্ড গোপন নির্দেশনামায় উত্তর-পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক ও নেদারল্যাণ্ডেও আত্মসমর্পণ করেছিল কারণ এসব জায়গায় পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা ছিল অর্থহীন। তথাপি পূর্বে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।

ডয়েনিজ সরকার কূটনীতির মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ার পশ্চিমাঞ্চলেও একই লক্ষ্যে উপনীত হতে চাইলেন। এলাকাটি তখনও জার্মান বাহিনীর দখলে ছিল। নাজীরা চেয়েছিল এই অঞ্চলটিকে মিত্রদের দ্বারা দখলের বাইরে রাখতে এবং ডয়েনিজের "বৈধ সরকারের" অঞ্চলগত ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে। যদি তা অসম্ভব হয় তাহলে চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্য দিয়ে বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীকে পূর্বে অগ্রসর হতে দিতেও তারা প্রস্তুত ছিল।* মিত্রদের চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমারেখা থেকে তা ছিল বহু দূরে। জার্মানরা আশা করেছিল তা মিত্রদের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সম্পর্কে পরিষ্কার অবনতি ঘটাবে।

নাজীরা আবারো সোভিয়েত বাহিনীর শক্তিকে অবমূল্যায়ন করেছিল এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিল যে তা তাদের পরিকল্পনা কার্যকর হতে দেবে।

দুটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছিল। কীটেল ও জোডল ডয়েনিজ সরকারকে প্রাগে স্থানান্তর করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। "রাজনৈতিক কারণে" এই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছিল--"সরকার" অধিক "কর্তৃত্বশীল" হবে যদি তা জার্মান ভূখণ্ডে থাকে। জার্মান একচেটিয়াদের পক্ষে কর্মরত স্পিয়ার আরেকটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, অবিলম্বে বড় ভূস্বামী ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্রাগে একটি

*চেকোশ্লোভাকিয়ায় ছিল ৯ লক্ষ জার্মান সৈন্য, ১৯০৩ ট্যাংক ও ১০০০ যুদ্ধবিমান।

"চেক সরকার" গঠনের জন্য, যা পাশ্চাত্যের স্বীকৃতি লাভ করবে এবং নাজীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করবে। স্পিয়ার ডয়েনিজ সরকারের অন্যান্য সদস্যদের রাজী করানোর চেষ্টা করলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটিই হবে সর্বোত্তম পন্থা। এতে চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্মানদের "অর্থনৈতিক স্বার্থ" রক্ষিত হবে এবং তা লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে।

স্মৃতিকথা অনুযায়ী স্পিয়ার ১৯৪৫ সালের ২৩শে এপ্রিল তাদের শেষ বৈঠকে হিটলারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার জন্য "অনুগত চেক শিল্পপতিদের" একটি দল জার্মান বিমানে করে প্যারিসে যাক্। হিটলারও রাজী হয়েছিলেন কিন্তু কতক টেকনিকেল সমস্যার জন্য সে পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হয় নি। এখন ডয়েনিজ সে চেষ্টা চালালেন। ১৯৪৫ সালের ৪ঠা মে চেক শিল্পপতিদের একটি বাছাই করা দল প্রাগ থেকে প্যারিসে যাত্রা করেন। দলের নেতৃত্ব দেন চেক পুতুল সরকারের 'মন্ত্রী' হ্রুবি। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার "রক্ষক" হারম্যান ফ্রাঙ্ক দলটিকে নির্দেশ দিলেন মার্কিনদের প্রাগসহ বোহেমিয়া দখলে রাজী করানোর জন্য। মার্কিনরা তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ থেকে দেখা যায় যে, নাজীরা চেকোশ্লো-ভাকিয়ার গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তিকে যথার্থভাবে বুঝতে পারেনি। একইদিনে ফ্রাঙ্ক ফ্লেন্সবার্গে পৌঁছান এবং জানান যে "বোহেমিয়া বিপ্লবের কিনারে পেঁীছে গেছে। সামরিকভাবে কিংবা রাজনৈতিকভাবে দীর্ঘদিন একে ধরে রাখা অসম্ভব।"

সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন দখল করেছে এই সংবাদ চেকোশ্লো-ভাকিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। ১৯৪৫ সলের ৪ঠা মে ডয়েনিজ যখন পাশ্চাত্যের সাথে সোভিয়েত বিরোধী চুক্তি করে চেক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছিলেন সশস্ত্র শ্রমিকরা তখন গেস্টাপোকে পরাজিত করে দেশের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র ক্লাডনো শহরের বেশ কটি ফ্যাক্টরি দখল করে ফেলে। ৫ই মে তারিখে প্রাগে এক ব্যাপক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। প্রাগ রেডিও স্টেশন দখল করে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা ফ্যাসিবাদী দখলদারীর অবসান ঘোষণা

করে। শহরের জার্মান বাহিনীকে শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণের চরম-পত্র দেয়া হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় এসব ঘটনা সত্ত্বেও ডয়েনিজ তার রাজনৈতিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে লাগলেন, বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী যাতে মিত্রদের নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করে প্রাগে প্রবেশ করে। এই উদ্দেশ্যেই ফ্রাংককে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল পশ্চিমা মিত্রদের দ্বাদশ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ওমর ব্রাডলির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য। একই সময়ে জার্মান কেন্দ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল স্কয়ের্নারকে ফ্লেন্সবার্গ থেকে আদেশ দেয়া হয় "রণাঙ্গনের ঐক্য রক্ষা, দ্রুত ফাটল পূরণ এবং সময় অর্জনের উদ্দেশ্যে সামরিক আক্রমণ পরিচালনার জন্য।"

সোভিয়েত বাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল আনটোনভ ও জেনারেল আইসেনহাওয়ার বার্তা বিনিময়ের মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ায় পরস্পরের দখলের সীমারেখা নির্ধারণ করেন (এক্ষণে ডয়েনিজ ও চার্চিল উভয়ে সে চুক্তি বাতিল করতে চাইলেন)। ১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল সোভিয়েত সেনা দফতর থেকে মস্কোতে মিত্র মিশনের কাছে প্রেরিত বার্তায় বলা হয়, "---আমরা জেনারেল আই-সেনহাওয়ারকে জানাতে চাই যে, সোভিয়েত সুপ্রীম কমাণ্ড খুব শিগগীর বার্লিন দখলের এবং এলবের সমগ্র পূর্ব তীর থেকে, বার্লিনের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ও ভল্‌তাভা নদীর ধারে যেখানে আমাদের জানা মতে প্রচুর জার্মান শক্তি জমায়েত করা হয়েছে সেখান থেকে শত্রু নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়েছে।" ১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ জেনারেল আইসেনহাওয়ার সোভিয়েত প্রস্তাবের প্রতি তার সম্মতির কথা মস্কোকে জানান।

জেনারেল স্তেমেনকো যিনি সে সময় সোভিয়েত বাহিনীর অপারেশন বিভাগের প্রধান ছিলেন তিনি লিখেছেন ঃ "সোভিয়েত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল আইসেনহাওয়ারের হেডকোয়ার্টার্সের মধ্যে দখলের সীমারেখা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা সোভিয়েত কিংবা মার্কিন বাহিনী কেউই লংঘন করতে পারবে না। এই সীমারেখা ছিল মুলডা নদীর তীর পর্যন্ত এবং চেমনিজ, কার্লস্‌বাড, পিলসেন ও ক্লাটোভির মধ্য দিয়ে এটা নির্ধারণ করা হয়েছিল।" অন্য কথায়

সোভিয়েত বাহিনী প্রাগ অঞ্চলে জার্মান বাহিনীকে পরাজিত করবে এবং শহরটি মুক্ত করবে। সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর সুপ্রিম কমাণ্ড এই উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে চলেছিলেন।

মিত্রদের মধ্যে এই চুক্তির ফলে পশ্চিমে সোভিয়েত বিরোধী উদ্দেশ্যে চেকোশ্লোভাকিয়াকে ব্যবহার করার যে পরিকল্পনা ডয়েনিজ ও তার বন্ধুদের ছিল তা নস্যাৎ হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল চার্চিল ট্রুম্যানকে এই চুক্তি বাতিল করার জন্য এবং মার্কিন বাহিনীকে প্রাগে অগ্রসর হবার আদেশ দিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ করতে গিয়ে চার্চিল তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য গোপন করেন নি "—প্রাগের স্বাধীনতা এবং যত বেশী সম্ভব চেকোশ্লোভাকিয়ার পশ্চিমাঞ্চল আপনার বাহিনী দখল করতে পারবে যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা ততই বদলে যাবে এবং সম্ভবতঃ তা নিকটবর্তী দেশগুলোতে ভাল প্রভাব ফেলবে ---- আমি মনে করি উপরোল্লিখিত অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচ্য বিষয়টি তার (আইসেনহাওয়ারের) মনোযোগে আনা হবে।"

শীঘ্রই লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে চুক্তি বাতিলের পরিকল্পনা এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৪৫ সালের ৪ঠা মে সোভিয়েত বাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে আইসেনহাওয়ারের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করা হয়ঃ "জেনারেল আইসেনহাওয়ারের অনুরোধে সোভিয়েত সুপ্রীম কমাণ্ড ইতিমধ্যেই ভিজমার-শেরিন-ডয়েমিন বরাবর তার বাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে, আমরা আশা করি যে, আমাদের অনুরোধে জেনারেল আইসেনহাওয়ার চেকোশ্লোভাকিয়া অভিমুখে তার বাহিনীর অগ্রসর হওয়া বন্ধ করবেন।"

জেনারেল আইসেনহাওয়ার ভেবেছিলেন, মিত্র চুক্তি মোতাবেক তা করা প্রয়োজন। কিন্তু চার্চিল আবারো তাকে চুক্তি বাতিলের দাবী জানিয়ে লেখেনঃ "আমি আশা করি যে আপনার পরিকল্পনা আপনাকে প্রাগে অগ্রসর হতে বাধা দেবে না--আমি মনে করি আপনি আপনাকে (মিত্র চুক্তির সাথে) আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলবেন না।"

এসবই ছিল ডয়েনিজের "কূটনীতির" নামে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। মার্কিন বাহিনী প্রাগে আসার অপেক্ষায় থাকার সাথে সাথে নাজী সরকার কূটনৈতিক ও সামরিক উভয় উপায়েই প্রাগে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা চালায়। ডয়েনিজ প্রাগের অধিনায়ক রুডলফ টশ্যান্টকে চেক

জাতীয় কাউন্সিলের সাথে আলোচনা করার আদেশ দেন। ৭ই মে সকালে টশান্ট জাতীয় কাউন্সিল সদস্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন বুর্জোয়া রাজনৈতিক, যে প্রাগ থেকে জার্মান বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এমনকি শেন্সবার্গের আদেশে তারা আত্মসমর্পণও করবে। কিন্তু তা ছিল শুধুমাত্র চালবাজি। স্করের্নারকে বন্দী করার পর সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি স্বীকার করেছিলেন ঃ "আমাদের বাহিনীকে আত্মসমর্পণের আদেশ দেবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি জানতাম জার্মান নেতৃ-বৃন্দের ইচ্ছা ছিল পশ্চাদপসারী জার্মান বাহিনীকে অস্ট্রিয়ায় একত্রিত করার এবং যতক্ষণ সম্ভব তাদেরকে সেখানে ধরে রাখার। সে কারণে আমরা কেন্দ্রীয় আর্মি গ্রুপে ফিরে যাবার পরিকল্পনা কর-ছিলাম।" এভাবে নাজীরা সময় অর্জনের জন্য চেষ্টা করছিল এবং মিত্রদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির আশা করছিল।

সামরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ডয়েনিজ তার কূটনীতিকে জোরদার করতে চেয়েছিলেন। প্রাগে বিদ্রোহীদের জার্মান বাহিনী ঘেরাও করে রাখে এবং সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রসর প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, একই সাথে মার্কিন বাহিনীকে মিত্রদের স্বীকৃত সীমারেখা লংঘনে প্ররোচিত করার জন্য পাশ্চাত্যের প্রতি প্রতিরোধ উঠিয়ে নেবার আদেশ দেয়া হয়। ৮ই মে তারিখে জার্মান ফ্রন্টের পশ্চাতে মার্কিন সামরিক জীপ লক্ষ্য করা যায়, এমনকি তাদেরকে প্রাগের নিকটবর্তী এলাকায়ও দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু চার্চিলের আশার মতোই ডয়েনিজের চেকোশ্লোভাকিয়া পরি-কল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। চেক জাতীয় কাউন্সিল সদস্যরা যখন জেনারেল টশ্যান্টের সাথে আলোচনা করছিল তখন প্রাগ দেশপ্রেমিক, যারা বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তারা সোভিয়েত বাহিনীর কাছে সহযোগিতা চায়। প্রাগ বেতারের মাধ্যমে তারা ঘোষণা করে, "প্রিয় সোভিয়েত ভাইয়েরা! প্রাগ জ্বলছে, নাজীরা চেকদের নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। প্রাগের সহা-য়তায় এগিয়ে আসুন।"

সোভিয়েত সেনাবাহিনী তাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেছিল। নাজীদেরকে চেক দেশপ্রেমিকদের ওপর নির্যাতন চালাতে এবং শহর ধ্বংস করতে দেয়নি সোভিয়েত বাহিনী। প্রথম উক্রেনীয় ফ্রন্টের

ট্যাংক বাহিনী যারা সবে বার্লিন দখল সমাপ্ত করেছে তারা ড্রেসডেন এলাকা থেকে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানীতে অগ্রসর হয়। সোভিয়েত সেনাবাহিনী সে এলাকায় জার্মান বাহিনীকে পরাজিত করে আরজেবিজ পাহাড় অতিক্রম করে এবং ১৯৪৫ সালের ৯ই মে প্রাগে প্রবেশ করে। একই দিনে দ্বিতীয় ও চতুর্থ উক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্যরাও শহরে প্রবেশ করে। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রায় সকল শত্রু সেনা ঘেরাও হয়ে পড়ে। সোভিয়েত বাহিনী চেকোশ্লোভাকিয়ায় ডয়েনিজের কূটনীতির পরিসমাপ্তি ঘটায়। এখন আলোচনার জন্য নাজী সরকারের পাশ্চাত্যকে দেবার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট রইলোনা—চেকোশ্লোভাকিয়া সোভি-য়েত বাহিনীর দ্বারা স্বাধীন হয়ে গেছে, স্কর্নারের ঘেরাওকৃত বাহিনী সোভিয়েত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তথাপি, ডয়েনিজ তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সম্মিলিত মিত্র শক্তির কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণ এড়ানোর জন্য তিনি বৃটিশ ও মার্কিনদের কাছে "আংশিক" আত্মসমর্পণের কৌশল চালিয়ে যেতে থাকেন। ৪ঠা মে দ্বাদশ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ভেংকের প্রতিনিধি ম্যাক্স ইডেলশেইম ৯ম মার্কিন বাহিনীর প্রতিনিধির সাথে আত্মসমর্পণ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। ঐ একই দিনে মিউনিখে মার্কিন জেনারেল ডীভারের কাছে জেনারেল কয়েরশ আনু-ষ্ঠানিকভাবে নাজী "জি" আর্মি গ্রুপের আত্মসমর্পণ ঘটান। ৫ই মে তারিখে উনবিংশ বাহিনীর নাজী অধিনায়ক ইনসব্রুকে তিরল ও ভোরালবার্গের জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ সনদে স্বাক্ষর করেন।

এই আংশিক আত্মসমর্পণে উৎসাহিত হয়ে ডয়েনিজ সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গনে আত্মসমর্পণের কথা ভাবতে লাগলেন। ৫ই মে তারিখে এডমিরাল ফ্রেইডবার্গকে রাইমে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সদর দফতরে প্রেরণ করা হয়, এর আগে সবেমাত্র তিনি লুনেবার্গে মন্টোগোমারীর সাথে আলোচনা সেরে এসেছিলেন। এখানে তিনি সুপ্রীম কমাণ্ডের চীফ অব স্টাফ জেনারেল বেডেল স্মিথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। স্মিথ ফ্রেইডবার্গকে জানালেন যে, আইসেনহাওয়ার সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গনে মন্টোগোমারীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে অস্বীকার করেন এবং পূর্ব রণাঙ্গনে একইভাবে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব না করলে তিনি ডয়েনিজের দূতের সাথে কোন আলোচনা করবেন না বলে জানান। আইসেনহাওয়ারের স্মৃতিকথা

"ক্রুসেড ইন ইউরোপ"-এ তিনি খোলাখুলিভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, মন্টোগোমারীর কাজকর্ম "সম্পূর্ণ সামরিক প্রকৃতির" বলে অভিহিত করা সম্ভব হলেও ডয়েনিজের সাথে তার কোন চুক্তি সম্পাদন অবিলম্বে "রাজনৈতিক তাৎপর্য" অর্জন করবে।

মিত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ড প্রস্তাব করে যে, হয় ডয়েনিজকে শর্তহীন এবং সকল রণাঙ্গনে আত্মসমর্পণ স্বাক্ষর করার আদেশ দিতে হবে অথবা জার্মানীর সশস্ত্র বাহিনীর চীফ অব স্টাফ এবং জার্মানীর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফদের প্রেরণ করতে হবে শর্তহীন আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরের জন্য। আত্মসমর্পণের শর্তের মধ্যে ছিল সকল বাহিনী নিজ নিজ অবস্থানে থাকবে: কোনভাবেই কোন জাহাজ অথবা বিমান ধ্বংস করা যাবে না। জার্মান সেনাবাহিনীর হাই কমাণ্ডকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, প্রত্যেক রণাঙ্গনের সকল অধিনায়ককে পশ্চিমা মিত্র ও সোভিয়েত সুপ্রীম কমাণ্ডের আদেশ জানানো হবে।

মিত্রদের দাবীগুলো ব্যাখ্যা করার পর জেনারেল স্মিথ ফ্রেইডবার্গকে নাজীদের আশাহীন অবস্থাটা দেখিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি তাকে মিত্রদের আক্রমণের একটি ম্যাপ দেখালেন, এতে মিত্ররা এরপর কোন কোন জায়গায় আঘাত করবেন তার উল্লেখ ছিল। ফ্রেইডবার্গকে যথার্থই হুশিয়ার করে দেয়া হল তবে তিনি জানিয়েছিলেন যে, সাধারণ আত্মসমর্পণ স্বাক্ষর করার জন্য তিনি অনুমতি প্রাপ্ত নন।

৬ই মে সকালে ডয়েনিজ রাইম থেকে ফ্রেইডবার্গের রিপোর্ট পেলেন। আইসেনহাওয়ার তার "খেলায়" অংশ নেবেন না এটা বুঝতে পেরে ডয়েনিজ শর্তহীন আত্মসমর্পণ বিলম্বিত করার জন্য সর্বতো উপায়ে চেষ্টা চালাতে লাগলেন। তিনি প্রাগের বিদ্রোহ দমনের মত সময় পাবার চেষ্টা করেন এবং ভেবেছিলেন তারপর "চেকোশ্লোভাকিয়া কার্ড" নিয়ে খেলার সুযোগ পাবেন। সরকারী নেতাদের এক বিশেষ অধিবেশনে আইসেনহাওয়ারের দাবীগুলো অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যা দেয়া হয়। এরপর ডয়েনিজ ফ্রেইডবার্গকে সহযোগিতা করার জন্য জার্মান সেনাবাহিনীর অপারেশন চীফ জেনারেল জোডলকে রাইমে পাঠান, জোডল হচ্ছেন সেই ব্যক্তি ইউরোপীয় জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রায় প্রতিটি আগ্রাসনের জন্য যে দায়ী। জোডলকে বলে

দেয়া হল যে, ডয়েনিজ পশ্চিম রণাঙ্গনে শর্তাধীনে আত্মসমর্পন করতে প্রস্তুত এবং পূর্ব রণাঙ্গনেই বা কেন জার্মানরা আত্মসমর্পণ করবে না তা তিনি ব্যাখ্যা করবেন। "পূর্ব রণাঙ্গনে আমরা আমাদের প্রায় সব সৈন্যকে রুশদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে দিতে পারি না।" যাত্রার পূর্বে ডয়েনিজ পুনরায় জোডলকে বলে দিলেন, সাধারণ আত্মসমর্পণ স্বাক্ষর যতটা সম্ভব দেরী করানোর জন্য, প্রয়োজন হলে আত্মসমর্পণে রাজী হবে কিন্তু প্রকৃত স্বাক্ষর বন্ধ রাখবে এবং আত্মসমর্পণ কখন থেকে কার্যকরী হবে সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন তারিখ দেবে না।

এখন জানা যায় যে, জোডল অবিলম্বে আইসেনহাওয়ারের সদর দফতরে যাননি। প্রথমে তিনি লুনেবার্গ গিয়েছিলেন, যেখানে একদিন আগে ফ্রেইডবার্গ মন্টোগোমারীর সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। জোডল দ্রুত মন্টোগোমারীর চীফ অব স্টাফকে ডয়েনিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন এবং আইসেনহাওয়ারের সাথে আলোচনায় তিনি তার সহযোগিতা কামনা করলেন। মন্টোগোমারীর সদর দফতরে এই "যাত্রা বিরতি" লাভজনক প্রমাণিত হয়েছিল।

৬ই মে জোডল তার পদক ও নাজী পার্টি পিন ঝুলিয়ে এবং মেজর-জেনারেল দ্য গুইংগাণ্ড ও ব্রিগেডিয়ার উইলিয়ামকে সাথে নিয়ে জেনারেল স্মিথের দফতরে গেলেন। এডমিরাল ফ্রেইডবার্গও সে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। মিত্রদের প্রতিনিধি ছিলেন বৃটিশ ডেপুটি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর একজন সহকারী উইলিয়াম স্ট্রাং। তিনি ছিলেন জার্মান বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ এবং ইউরোপীয় এ্যাডভাইজারী কমিশনে বৃটিশ প্রতিনিধি। ডয়েনিজের আদেশ অনুসারে জোডল এই বলে শুরু করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের অর্থ হবে "পাশ্চাত্য জগতের ক্ষয় ও পতন" এবং হুশিয়ার করে দেন যে, সোভিয়েত বাহিনীর হাতে নাজীরা আত্মসমর্পণ করলে জার্মানীতে "বিশৃঙ্খলা" দেখা দেবে। একঘন্টা আলোচনার পর জেনারেল স্মিথ ও বৃটিশ প্রতিনিধি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, "জার্মানরা এসব কথাবার্তায় কেবল-মাত্র পূর্ব রণাঙ্গনে তাদের বাহিনীর জন্য সময় অর্জনের চেষ্টা করছে।" তারা আইসেনহাওয়ারকে এ কথা জানালে তিনি আদেশ দেন ডয়েনিজের দূতকে জানিয়ে দেবার জন্য যে, যদি তারা দ্রুত আত্মসমর্পণের শর্তে রাজী না হয় তাহলে তিনি সব আলোচনা বন্ধ করে দেবেন এবং

পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈন্যদের দ্বারা জার্মান সৈনিক ও বেসামরিক নাগরিকদের সকল পশ্চিমমুখী আগমন বন্ধ করে দেবেন। জেনারেল স্মিথ জোডল ও ফ্রেইডবার্গকে জানিয়ে দিলেন যে, আত্মসমর্পণের শর্তাধীনে এর পরও যদি শত্রুতা অব্যাহত থাকে তাহলে নতুন সরকারই তার জন্য দায়ী হবেন।

জার্মান বাহিনীর শর্তহীন আত্মসমর্পণ স্বাক্ষর করার জন্য জোডল ডয়েনিজের অনুমতি চান। ডয়েনিজ মিত্রদের দাবীকে "পরিষ্কার ব্ল্যাক মেইল" বলে উল্লেখ করেন কিন্তু তবু তা গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হন। কীটেল জোডলকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান, তাতে বলা হয় "প্রস্তাবিত শর্তে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য এডমিরাল ডয়েনিজ পুরোপুরি অনুমতি দিয়েছেন।"

এখন আত্মসমর্পণ দ্রুত যাতে কার্যকরী না হয় সেজন্য জোডল যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন। তিনি স্মিথ, স্ট্রাং ও আইসেনহাওয়ারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা রবার্ট মার্ফিকে বললেন যে, জার্মান বাহিনীকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা সময় লাগবে। আইসেনহাওয়ার পরে উল্লেখ করেছেন, "আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে, তারা সময় অর্জনের চেষ্টা করছিল যাতে আমাদের ফ্রন্টে রণাঙ্গনের অবশিষ্ট সৈন্যদের জড়ো করে মোতায়েন করতে পারে।" কিন্তু তার চেয়ে বেশী জরুরীভাবে নাজীরা তাদের সোভিয়েত বিরোধী পরিকল্পনার জন্য আরো দু'টি দিন লাভ করতে চেয়েছিল।

১৯৪৫ সালের ৭ই মে ভোর ২:৪০ মিনিটে জোডল আত্মসমর্পণের যে দলিল স্বাক্ষর করেন তাতে বলা হয়ঃ

"আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ জার্মান হাই কমাণ্ডের পক্ষে এতদ্বারা মিত্র বাহিনী ও একই সাথে সোভিয়েত হাই কমাণ্ডের কাছে আজ পর্যন্ত জার্মান নিয়ন্ত্রণাধীন স্থল, জল ও বিমান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ঘোষণা করছি।"

"২, জার্মান হাই কমাণ্ড এই মুহূর্তে সকল জার্মান সেনাবাহিনী নৌবাহিনী ও বিমান কর্তৃপক্ষকে এবং জার্মান নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বাহিনীকে আদেশ প্রদান করবে যেন ৮ই মে মধ্য ইউরোপীয় সময় ২৩:০১ মিনিট থেকে কার্যকরী আক্রমণ বন্ধ করে।"

রাইমে স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণ দলিলে অবিলম্বে নাজীদের সকল

শত্রুতা অবসানের দাবী করা হয়নি। ফলতঃ একমাত্র জার্মান-সোভিয়েত রণাঙ্গনেই, যেখানে তীব্র যুদ্ধ চলছিল তা অব্যাহত থাকে। মিত্র কমাণ্ড নাজীদেরকে আরো দু'টি দিন সময় দেয় নাজী বিরোধী জোটে ফাটল ধরাবার জন্য। এটি স্পষ্ট যে, দ্য গুইংগাণ্ডের সাথে জোডলের আগের রাতের বৈঠক সফল হয়েছিল। এটিও পরিস্কার যে, চার্চিলের প্রতিনিধি উইলিয়াম স্ট্রাং আত্মসমর্পণের দলিল তৈরীতে সহায়তা করেছিলেন। আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত এই আলোচনায় সোভিয়েত ইউ-নিয়নের প্রতিনিধিকে অংশ নেবার অনুমতি দেয়া হয় নি।

সোভিয়েত সরকার দ্রুত রাইমে যা ঘটেছে তার নিন্দা জানান। স্টালিন ঘোষণা করেন ঃ "মিত্ররা ডয়েনিজ সরকারের সাথে একতরফা চুক্তি সম্পাদন করেছেন। এ ধরনের চুক্তি খুব খারাপ ব্যাপার হয়েছে—মনে হয়, এই আত্মসমর্পণ আমাদের দেশের কোন উপকারে আসবেনা এবং আমরা যারা নাজী আক্রমণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং বিজয়ে সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছি তারা যখন ফ্যাসিস্ট পশুর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছি তখনই তা করা হয়েছে। এ ধরনের 'আত্মসমর্পণ' থেকে কেবলমাত্র খারাপ পরিণতিই আশা করা যায়।"

এবং ডয়েনিজ রাইমের এই চুক্তির ফাঁকটুকুর সাহায্যে নাজী বিরোধী জোটে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করেন। জোডল যখন দলিল স্বাক্ষর করছিলেন ডয়েনিজ তখন ভিসলা, সেন্ট্রাল ও অস্ট্রিয়া আর্মি গ্রুপ যারা তখনো সোভিয়েত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিল তাদেরকে আদেশ দেন যত দ্রুত ও যত বেশী সম্ভব বাহিনী পশ্চিমে স্থানান্তর করার জন্য এবং দরকার হলে সোভিয়েত বাহিনীর অবস্থান ভেদ করে আসার জন্য। ডয়েনিজ এমনকি রাইমে স্বাক্ষরিত চুক্তি কার্যকরী হবার আগেই বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীর সাথে সকল শত্রুতা অবসানের আদেশ দিয়ে দেন। একজন বিশেষ দূত কর্নেল মেয়ার-ডেট্রিং ফ্লেন্স-বার্গ থেকে বিমানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অধিনায়কের কাছে আদেশ বয়ে নিয়ে যান যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় যতক্ষণ সম্ভব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। ডেনমার্কের নাজী বাহিনী মিত্রদের কাছে আত্মসমর্পণ করে কিন্তু বর্নহল্ম দ্বীপের কমাণ্ড্যান্টকে আদেশ দেয়া হয় সোভিয়েত বাহিনীর দ্বীপে অবতরণ প্রতিরোধ করার জন্য।

৭ই মে দুপুরে ফ্লেন্সবার্গ "সরকারের" প্রধান শেরিন ভন ক্রসিগ

জার্মান জনগণ ও সেনাবাহিনীকে জানান যে, রাইমে নাজী সরকার আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে তিনি একটি কথাও বলেননি। এর কারণ ছিল পরিষ্কার। ডয়েনিজ দু'টি দলিল স্বাক্ষর করেছিলেন-একটি ছিল ভিসলা, কেন্দ্র ও অস্ট্রিয়ার বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে এবং অপরটি ছিল পাশ্চাত্য শক্তির অধিকৃত এলাকার জার্মান জনগণকে উদ্দেশ্য করে। প্রথম দলিলে ডয়েনিজ দাবী করেন জার্মান সৈন্যদেরকে সোভিয়েত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং যে কোন বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে বলে হুশিয়ার করে দেন। দ্বিতীয়টিতে তিনি ওয়েরউলফ ও অন্যান্য সংগঠনকে অবৈধ কাজকর্ম বন্ধ করতে এবং জনগণকে দখলকারী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেন। সোভিয়েত বাহিনীর দখলকৃত এলাকায় এই আবেদন প্রচার করা হয়নি।

ডয়েনিজের কূটনৈতিক উদ্দেশ্য ক্রমশঃ পরিষ্কার হচ্ছিল। রাইমে যে সময় অর্জন করেছিলেন তার মাঝে তিনি তার শেষ তুরুপটি খেলতে চেয়েছিলেন। সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গন থেকে তিনি তার হাজার হাজার অফিসার ও সৈন্যদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ পরিহার করবেন এবং বৃটিশ ও মার্কিনীদের "জয়" মেনে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমা মিত্রদের মাঝে সন্দেহ বাড়িয়ে তুলবেন এবং ভবিষ্যতে তার সরকার ও পাশ্চাত্যের মাঝে "সহযোগিতার" ভিত্তি প্রস্তুত করবেন। যদিও শর্তহীন আত্মসমর্পণের চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছিল তবু ডয়েনিজ তা কার্যকরী হবার পথে বাধা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হিটলারের মতোই ডয়েনিজ হিটলার বিরোধী জোটে ভাঙ্গন ধরাতে ব্যর্থ হলেন। "হাজার বছরের রাইখ" পরিসমাপ্তির নিকটবর্তী হল, ফ্লেন্সবার্গ সরকার ও নাজী সামরিক কমাণ্ডের শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না এবং এভাবেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্ব শাসন করার পরিকল্পনা চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

১৯৪৫ সালের ৭ই মে রাইমে আত্মসমর্পণের সংবাদ শুনে স্টালিন ঘোষণা করেছিলেন, "মিত্ররা নয় সোভিয়েত জনগণই যুদ্ধের সবচেয়ে বেশী দায় বহন করেছে। তাই নাজী বিরোধী জোটের সকল দেশের সুপ্রীম কমাণ্ডের উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরিত হতে হবে, শুধু

মিত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডের সামনে তা হলে চলবে না।" সোভিয়েত সরকার চেয়েছিল নাজী আগ্রাসনের কেন্দ্রস্থল বার্লিনেই আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরিত হতে হবে। ৭ই মে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মিত্রদের মাঝে আলোচনার ফলে সিদ্ধান্ত হয় যে, রাইমে আত্মসমর্পণ স্বাক্ষর আত্মসমর্পণের একটি প্রাথমিক কাজ মাত্র।

মিত্ররা ৮ই মে তারিখে ডয়েনিজকে নির্দেশ দেন জার্মান বাহিনীর তিন শাখার অধিনায়ককে শর্তহীন আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরের অনুমতিসহ বার্লিনে পাঠানোর জন্য। ফ্লেন্সবার্গ সরকার ফিল্ড মার্শাল স্কয়ের্নারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম ছিলেন না অথচ হিটলার তাকে সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ হিসেবে তার উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন। তাই তারা স্কয়ের্নারের পরিবর্তে কীটেলকে আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরের জন্য নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে বিলুপ্ত জার্মান বিমানবাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ ফিল্ড মার্শাল গ্রেইম ছিলেন আহত তাই তার স্থলে নেয়া হয় তার চীফ অব স্টাফ কর্নেল-জেনারেল স্টাম্পফ্‌কে। জার্মান নৌবাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ এডমিরাল ফ্রেইডবার্গ ছিলেন প্রতিনিধি দলের তৃতীয় সদস্য। এই তিনজনের সাথে ছিলেন সহযোগীবৃন্দ এবং জার্মান সুপ্রীম কমাণ্ডের "বৈদেশিক" শাখার প্রধানগণ।

ঐ বিকালে প্রাধিকারপ্রাপ্ত জার্মান ব্যক্তিবর্গ ফ্লেন্সবার্গ থেকে বার্লিনের ট্রেমপেলহফ বিমান বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ১৯৪৫ সালের ৯ই মে মাঝরাতের একটু পরই আত্মসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমীর বিরাট মিলনায়তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন ও ফ্রান্সের পতাকায় শোভিত করা হয় এবং আলোকোজ্জ্বল করে সাজানো হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কমাণ্ডের নেতৃত্ব করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ঝুকভ এবং মিত্রবাহিনীর প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন বিমান বাহিনীর মার্শাল আর্থার টেডার। বহু সাংবাদিক এসেছিলেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে লিপিবদ্ধ করতে। বাতাসে কেমন একটা কাঁপন জেগেছিল। ফ্যাসিস্ট জার্মানীর নেতৃবৃন্দ যারা ইউরোপীয় জনগণের বিরুদ্ধে একটি আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করেছিল তারা আজ সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করবে। একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হতে যাচ্ছে।

ঝুকভ বৈঠক উদ্বোধন করেন, "আমরা সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর

সুপ্রীম কমাণ্ডের এবং মিত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডের প্রতিনিধিগণ নাজী বিরোধী জোটের সরকার কর্তৃক জার্মান সামরিক কমাণ্ডের কাছ থেকে জার্মানীর শর্তহীন আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার জন্য অধিকারপ্রাপ্ত।"

জার্মান প্রতিনিধিদলকে ঘরে নিয়ে আসা হয়। কীটেল শর্তহীন আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরের জন্য ডয়েনিজের স্বাক্ষরকৃত একটি দলিল উপস্থাপন করেন।

ঝুকভ জার্মান প্রতিনিধি দলকে টেবিলে এগিয়ে আসার এবং শর্তহীন আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করার আদেশ দেন।

কীটেল, স্টাম্পফ্ ও ফ্রেইডবার্গ একের পর এক দলিলে স্বাক্ষর করেন, যাতে লেখা ছিল, "আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ জার্মান হাই কমাণ্ডের পক্ষে এতদ্বারা মিত্রঅভিযাত্রী বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডের কাছে এবং একই সাথে রেড আর্মির সুপ্রীম হাই কমাণ্ডের কাছে আজ পর্যন্ত জার্মান নিয়ন্ত্রণাধীন জলে, স্থলে ও আকাশে যত বাহিনী আছে সবার আত্মসমর্পণ ঘোষণা করছি।"

মার্কিন স্ট্রাটেজিক এয়ার কমাণ্ডার জেনারেল কার্ল স্পাজ ও ফরাসী সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ জেনারেল দ্য ল্যাটর দ্য ট্যাসিগ্নি এই আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৫ সালের ৯ই মে ১২:৪৩ মিঃ। ফ্যাসিবাদী জার্মানী শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। পরের কয়দিনে বাদবাকী জার্মান সেনারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মিত্রদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এখন গোয়েরিং, রিবেনট্রপ, সেট্রইকার, সকেল, কাল্টেনব্রানার, রীডার এবং হাজার হাজার নিম্নপদস্থ নাজী অফিসার ও কর্মকর্তা গরাদ বন্দী হলেন এবং তাদের জঘন্য অপরাধের জন্য শাস্তির দিন গুনতে লাগলেন। হিটলার, হিমলার ও গোয়েবলস্ আত্মহত্যা করেছিলেন এবং বোরম্যান দেশত্যাগের চেষ্টা করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের জঘন্য বারোটি বছরের এভাবেই অবসান হল।

কিন্তু এর পরও আশ্চর্য সে পরিবর্তনের হাওয়া ফ্লেন্সবার্গে গিয়ে পৌঁছোয়নি। পথেঘাটে তখনো স্বস্তিকা চিহ্ন দেখা যেত এবং টহলদার ব্যাটেলিয়ন ও গ্রেট জার্মানী ডিভিশনের এস এস দলকে ডয়েনিজ নির্দেশ দেন "শৃঙ্খলা" মেনে চলার জন্য এবং তারা রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে থাকে।

নাজীরা একে অপরকে "হেইল ডয়েনিজ" স্যালুটে সম্ভাষণ জাগাতে থাকে। ডয়েনিজ নিজে হিটলারের আর্মার্ড মার্সিডিজে করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হিটলারের ব্যক্তিগত ফটোগ্রাফার হাইনরিখ হফম্যান মিউনিখ থেকে ফ্লেন্সবার্গে এসেছিলেন। তিনি ডয়েনিজের সাথে সাথে প্রতিটি জায়গায় যাচ্ছিলেন "ইতিহাসে" তাকে অমর করার জন্য। ১২ই মে ফ্লেন্সবার্গ বেতারে ডয়েনিজ ঘোষণা করেন, জার্মান জনগণ "নতুন ফুয়েরার" নির্বাচিত না করা পর্যন্ত তিনিই জার্মানীর নেতা হিসেবে থাকবেন। ডয়েনিজের পর নাজী ফিল্ড মার্শাল আর্নেস্ট বুশ তার বক্তৃতায় আরো অনেক দূরে এগিয়ে গিয়ে বলেন "নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলা" তার কর্তব্য।

ডয়েনিজ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, রাইখের পরাজয় ও শর্তহীন ভাবে আত্মসমর্পণের জন্য হিটলারের ষড়যন্ত্রই দায়ী। এই পদ্ধতিতে ইউরোপীয় জনগণের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের সংগঠক নাজী জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের সদস্যদেরকে পুনর্বাসিত করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন।

শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণের পরও ডয়েনিজ ফ্লেন্সবার্গ "সরকার"কে দেশের একমাত্র "বৈধ" সরকার হিসেবে টিকিয়ে রাখার পরিকল্পনা করছিলেন। এর ফলে জার্মান প্রতিক্রিয়াশীলরা দেশের মধ্যে ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং ডয়েনিজকে মিত্র জোটে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টায় কূটনীতি চালিয়ে যাবার সুযোগ দেবে ভেবেছিল।

এই লক্ষ্যে এবং পশ্চিমা জনগণের কাছে একে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ডয়েনিজ "সরকার" নানাভাবে একের পর এক ছদ্মাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। "চ্যান্সেলর" শেরিন ভন ক্রসিগ পরামর্শ দিলেন "রাজনৈতিক কারণে" কীটেলকে সুপ্রীম কমাণ্ডের চীফ অব স্টাফ পদ থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত। কীটেলের স্থলে ফিল্ড মার্শাল এরিখ ভন ম্যানস্টেইনের নাম প্রস্তাবিত হল, কিন্তু তিনি যে গা ঢাকা দিয়েছিলেন তাকে খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। জোডলকে তাই সাময়িকভাবে তার স্থলাভিষিক্ত করা হল। জোডল তার স্টাফদের উদ্দেশে বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, "ডয়েনিজ সরকার গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, সাম্রাজ্যের পরাজয়ের মধ্যেও সে ঐক্য ফিরিয়ে আনছে এবং এ ঐক্য ভবিষ্যতে অটুট রাখতে হবে— আমাদের সময় এসেছে রুশদের বিরুদ্ধে বৃটিশ ও মার্কিনীদের

লাগিয়ে দেবার।" জোডল ডয়েনিজকে পরামর্শ দেন "জার্মানদের" আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও অন্যান্য জাতির সাথে সমানের দোহাই দিয়ে এর সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের প্রচেষ্টাকে গোপন রাখবার জন্য।

ফ্লেন্সবার্গে ডয়েনিজ সরকারের কাজকর্ম অন্যান্য নাজী যুদ্ধাপরাধীকেও উৎসাহিত করেছিল। ৯ই মে গোয়েরিং মার্কিন জেনারেল স্ট্যাকের সদর দফতরে গিয়ে হাজির হন। তার আর্মার্ড মার্সিডিজকে অনুসরণ করে ১৭টি বৃহৎ ট্রাক গিয়েছিল চিত্রকর্ম ও বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে, যেসব জিনিস সারা ইউরোপের জাদুঘরসমূহ থেকে চুরি করা হয়েছিল। এই নাজী যুদ্ধ অপরাধীটি এমন কি মার্কিন সাংবাদিকদেরও মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, "বিশ্বকে পুনর্গঠনের মত কঠিন দায়িত্ব পালন করতেও তিনি প্রস্তুত আছেন।"

পাশ্চাত্যের নির্দিষ্ট কিছু মহলের সমর্থন না পেলে ডয়েনিজ সরকার একদিনও টিকে থাকতে পারতনা। আত্মসমর্পণের আগেই নাজীরা ফ্লেন্সবার্গের নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত ২১তম বৃটিশ-মার্কিন বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসারদের সাথে একটি চুক্তিতে এসে-ছিলেন। বৃটিশ বাহিনী সে এলাকা দখল করেনি এবং জার্মান অফি-সার ও সৈনিকদের অস্ত্র বহনের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। ডয়েনিজ সরকারকে ফ্লেন্সবার্গ রেডিও স্টেশনে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছিল। বৃটিশদের এই পদক্ষেপ ছিল মিত্রদের চুক্তির মারাত্মক লংঘন। এখনো বহু প্রমাণ রয়েছে যে ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারী ও অন্যান্য বৃটিশ অফিসারদের এসব কাজকর্ম বৃটিশ সরকার কর্তৃকই পরিচালিত হয়ে-ছিল যা তখনো ছিল উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বাধীন।

চার্চিল শর্তহীন আত্মসমর্পণ থেকে জার্মানীকে রক্ষা করতে চেয়ে-ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, "আংশিক আত্মসমর্পণও" একই উদ্দেশ্য সাধন করবে। ১৯৪৫ সালের ৪ঠা মে মন্টোগোমারী নাজীদের সাথে পৃথক ব্যবস্থা নেবার পর চার্চিল একই দিনে কয়েকবার ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, রুশদের বাদ দিয়েই তাদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

চার্চিল ও অন্যান্য বৃটিশ প্রতিক্রিয়াশীলরা নাজী জার্মানীর পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্ধারক ভূমিকায় যথেষ্ট বিব্রত বোধ করে-ছিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পরে লিখেছেন ঃ "বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে

পার হওয়া লণ্ডনবাসীদের বিজয়ানন্দের মধ্য দিয়ে চলবার সময় আমার মন ভরে উঠেছিল ভবিষ্যৎ নিয়ে দুর্ভাবনা এবং বহু জটিলতা দ্বারা। ...আমার চোখে ইতিমধ্যেই নাজী শত্রুদের স্থান করে নিয়েছিল সোভিয়েত আতঙ্ক।"

১৯৪৫ সালের ১২ই মে চার্চিল ট্রুম্যানকে লিখেছিলেন যে, তিনি "ইউরোপীয় পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বিগ্ন, কারণ, মহাদেশে একটি 'লৌহ যবনিকা' নেমে আসছে এবং অবিলম্বে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর সাগর ও আটলান্টিকের জলসীমা রুশদের অগ্রযাত্রার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে।"

১৯৪৫ সালের মে মাসেই চার্চিল নাজীদের সাথে সোভিয়েত বিরোধী জোট গঠনে প্রস্তুত ছিলেন। যদি কেউ চার্চিলের কট্টর সোভিয়েত বিরোধী অবস্থান বিবেচনা করে থাকেন তাহলে ফ্লেন্সবার্গের নাজী সরকার ও বৃটিশ সুপ্রীম কমাণ্ডের সম্পর্কটিও সহজেই বুঝতে পারবেন। চার্চিল সোভিয়েত বিরোধী পরিকল্পনার শুরু থেকেই জার্মান প্রতি-ক্রিয়াশীলদের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। আর্থার স্মিথ লিখেছেন যে, একটি জিনিস সম্পূর্ণ পরিষ্কার তাহল জার্মানরা নাজী অথবা নাজী নয় সেটা বিবেচনায় না গিয়েই ডয়েনিজ সরকার তার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন কারণ চার্চিল সেটাই চাইছিলেন। এই হল ঘটনা, ১৯৪৫ সালের ৯ই মের পর ফ্লেন্সবার্গ একটি বৃটিশ দখলদারী এলাকায় পরিণত হয়।

১৯৫৪ সালের বৃটিশ কমন্স সভায় চার্চিল (যিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন) প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন, মন্টোগোমারীকে কে অনুমোদন দিয়েছিল ডয়েনিজকে সরকার গঠনের সুযোগ দিতে এবং ৪ঠা মে থেকে ২৩শে মে পর্যন্ত সেই সরকার চালাবার অনুমতি দিতে এবং কে মন্টোগোমারীকে অনুমোদন দিয়েছিল ফ্লেন্সবার্গ রেডিওর মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলকৃত এলাকা পুনরায় দখল করার জন্য সহযোগিতার (বৃটিশদের সাথে-লেখক) আবেদন প্রচার করতে? বৃটিশরা কি এসব কাজের অনুমতি দিয়েছিল?

চার্চিল জবাব দিয়েছিলেন যে, ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারী এসবের জন্য দায়ী নন, এবং এভাবে স্বীকার করে নিলেন, ডয়েনিজ সরকারের ব্যাপারে বৃটিশ সামরিক কমাণ্ডার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন তিনি ছিলেন

সেসবের পশ্চাতে। তদুপরি, কয়েকদিন পর প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, এমন কি যুদ্ধ শেষ হবার আগে "যখন শত সহস্র জার্মান সৈনিক আত্মসমর্পণ করছিল" তখন তিনি টেলিগ্রামে মন্টোগোমারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের অস্ত্র সংগ্রহে সতর্ক হতে এবং তা জমা করে রাখতে "যাতে সহজেই সেগুলো আবার জার্মান সৈনিকদের ফিরিয়ে দেয়া যায়, যাদেরকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে আমাদের ব্যবহার করতে হবে।"

"এক্লিপ্স" ছদ্মনামে চার্চিলের এসব পরিকল্পনা এখন জ্ঞাত। মন্টো-গোমারী বলেছেন যে, পরিকল্পনায় বৃটিশ দখলদারী এলাকায় একটি নিম্ন পর্যায়ের জার্মান সামরিক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যবস্থা ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউরোপের জার্মান সুপ্রীম কমাণ্ডার ফিল্ড মার্শাল বুশকে সে অনুযায়ী তিনি নির্দেশও দিয়েছিলেন। বুশ তার সদর দফতর করেছিল শ্লেজউইগ-হোলস্টেইনে এবং তার চীফ অব স্টাফ জেনারেল কিনজেলকে মন্টোগোমারীর সদর দফতরের লিয়াজো অফিসারদের সাথে কাজ করতে হয়। পরিকল্পনায় জার্মান সশস্ত্র বাহিনীকে প্রাক্তন নাজী জেনারেলদের নেতৃত্বে তিনটি ভাগে বিভক্ত করার কথাও বলা হয়। ডেনমার্কে লিণ্ডেম্যান, বাল্টিক সাগর ও ওয়েজার নদীর এলকায় ব্লুমেনট্রিট এবং ওয়েজার থেকে ডাচ সীমান্ত পর্যন্ত থাকবেন ব্লাস-কোভিজ। মন্টোগোমারীর চীফ অব স্টাফ ফ্রান্সিস দ্যা গুইংগাণ্ড অনুমান করেছিলেন বৃটিশ ও নাজী কমাণ্ডের অধীনে জার্মান অফিসার ও সৈনিকের সংখ্যা হবে ১৪,১৯,০০০।

বৃটিশ কমাণ্ড মিত্রদের চুক্তি গুরুতরভাবে লংঘন করেছিল, তারা অবিলম্বে জার্মান অফিসার ও সৈনিকদের নিরস্ত্র ও বন্দী করতে অস্বীকৃতি জানায়, নাজী জেনারেলদের জার্মান ইউনিটের কমাণ্ডে থাকতে দেয় এবং এমনকি জার্মান অফিসারদের বৃটিশ-মার্কিন ২১তম বাহিনীর সদর দফতরে কাজকর্মে অংশ নিতে দেয়।

ডয়েনিজ লণ্ডনের তাবেদার হয়ে যাবে এই ভয়ে ওয়াশিংটনও তাকে সতর্ক সমর্থন প্রদান করতে শুরু করে। আইসেনহাওয়ার স্বীকার করেন যে, রুশদের বিপক্ষে মিত্রদের লাগিয়ে দিতে ডয়েনিজ তার সাধ্যমত সবকিছু করতে পারে। এবং সম্ভবত এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলরা ফ্লেন্সবার্গ সরকারের প্রতি আগ্রহী ছিল।

১৯৪৫ সালের ১৩ই মে মিত্রজোটের কন্ট্রোল কমিশনের বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধিরা জার্মান বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ফ্লেন্সবার্গে এসে পৌঁছান। একে বিলুপ্ত করার বদলে কমিশনের প্রধান মেজর জেনারেল লয়েল রুকস ডয়েনিজকে জানালেন যে, আইসেনহাওয়ার তার সদর দফতরে ফ্লেন্সবার্গ সরকারের একজন প্রতিনিধির সাক্ষাৎ চেয়েছেন এবং রুকস জানান তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ডয়েনিজের সাথে সহযোগিতা করার জন্য।

রুকস ও বৃটিশ জেনারেল ফোর্ড উভয়েই ডয়েনিজের সাথে "সরকারী সাক্ষাৎ" করেছিলেন। ডয়েনিজ তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তার সরকার হবে পাশ্চাত্যমুখী। স্পিয়ার বলেছেন যে, কন্ট্রোল কমিশন শীঘ্র মিত্রদের ও ডয়েনিজ সরকারের মাঝে যোগাযোগকারী হিসেবে কাজ করতে থাকে।

বৃটিশ ও মার্কিনদের কাজকর্ম ডয়েনিজকে এই আশা দিয়েছিল যে, লণ্ডনের সোভিয়েত বিরোধী রক্ষাকর্তাদের সমর্থনে তার সরকার টিকে যাবে। তিনি তার সহকারীদের বলেছিলেন, বৃটিশ-মার্কিনদের এখন আমাদের শত্রু ভাবা খুব কঠিন কাজ। বিশেষ করে যখন জার্মানী ও পাশ্চাত্য দেশগুলি বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে একটি অভিন্ন ফ্রন্ট গঠন করতে যাচ্ছে।" বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন বাধা না পাওয়ায় ডয়েনিজ সরকার জার্মান জনগণের মাঝে গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, অচিরেই বৃটিশ-মার্কিনরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। তাই তারা জার্মানদের পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করতে ইচ্ছুক। ফ্লেন্সবার্গ সরকার এমনকি হামবুর্গ রেডিওতে সাধারণ অনুষ্ঠান বন্ধ করে এক ঘোষণায় উপযুক্ত বয়সের সকলকে নিকটস্থ নিয়োগ কেন্দ্রে (নিয়োগের জন্য) হাজির হতে বলে। এতে বোঝানোর চেষ্টা নেয়া হয় যে, তাদেরকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাশ্চাত্যের সাথে যোগ দিতে হবে। এবং ডয়েনিজ এমনকি এতদূর এগোলেন যে, তিনি মন্টোগোমারীকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন এতসব নাজী জেনারেলকে কেন বন্দী শিবিরে পাঠানো হচ্ছে এবং তিনি "সাধারণ ভুল বোঝাবুঝি" অবসানের প্রস্তাব করেন।

ডয়েনিজ সরকার বিভিন্নভাবে বৃটিশ ও মার্কিনদের পরামর্শ দিয়ে-ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল জার্মানীকে রক্ষা করার জন্য এবং সোভিয়েত

ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের সাথে দেশটির সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য। এ কারণেই হারবার্ট বাকে ও জুলিয়াস ডর্পমুলারকে আইসেনহাওয়ারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল।

পাশ্চাত্যের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পরিচালনার জন্য ডয়েনিজ পররাষ্ট্র বিষয়ক .মন্ত্রণালয় গঠনের পরিকল্পনা করছিলেন। ১৯৪৫ সালের মার্চে রিবেনট্রপের মন্ত্রণালয় থেকে যে সব অধিকর্তাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি দেয়া হয়েছিল অথবা ব্যাভারিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল, তাদেরকে ফ্লেন্সবার্গে আহবান জানানো হয়। রিবেন-ট্রপকে মন্ত্রী হিসেবে রাখা যেহেতু অসম্ভব ছিল সেহেতু ব্যারন এ্যাডলফ ভন স্টিনগ্রাশ্ট্কে তার স্থলে নিযুক্ত করা হয়। স্টিনগ্রাশ্ট্ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ নাজী কূটনীতিক এবং রিবেনট্রপের পররাষ্ট্র সচিব ও তার "ব্যক্তিগত স্টাফের" প্রধান। তিনি শ্যালেনবার্গ ও ওয়ার্নার বেস্টকে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত করেন, এরা দীর্ঘদিন ডেনমার্কে এস এসের পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন।

কিন্তু ডয়েনিজের নাজী কূটনীতিক সার্ভিসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৪৫ সালের ৯ই মে জার্মানী শর্তহীন আত্মসমর্পণের দিন পর্যন্ত ৫৫টি দেশ নাজীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এমন কি যেসব নিরপেক্ষ দেশ যুদ্ধকালীন সময়ে জার্মানীর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক চালিয়ে গিয়েছিল তারাও এখন তা বন্ধ করে দিতে শুরু করে। পর্তুগাল ৬ই মে সম্পর্ক ছিন্ন করে, ৭ই মে সুইডেন, ৮ই মে সুইজারল্যাণ্ড এবং ৯ই মে স্পেন ও আয়ারল্যাণ্ড। এখন এমন কেউ ছিলনা যার সঙ্গে ডয়েনিজ কূটনৈতিক কাজ চালাতে পারে।

শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করার পরও ডয়েনিজ সরকার ফ্লেন্স-বার্গে কাজকর্ম অব্যাহত রাখায় বিশ্ব জনমত ক্রমেই উত্তেজিত হচ্ছিল। হিটলারের উত্তরাধিকারী ও অন্যান্য নাজী অপরাধীরা যাতে দাবী করতে পারে তারাই জার্মানীর "বৈধ সরকার"একারণে বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষ যুদ্ধের দুঃখকষ্ট বরণ করেনি।

এমন কি ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া সংবাদপত্রেও ফ্লেন্সবার্গে অবস্থিত একজন সৈনিক সার্জেন্ট ইভান্সের পাঠানো একটি ক্রোধান্বিত চিঠি প্রকাশ করা হয়, তাতে লেখা ছিল যে, আত্মসমর্পণের পরদিন ফ্লেন্সবার্গ এলাকার বাহিনীকে আদেশ দেয়া হয় নাজী অফিসারদের স্যালুট করার জন্য।

ইভান্স জানতে চান, তার মতো যে সব হাজার হাজার সৈনিক ১৯৩৯ সাল থেকে নাজী পশুদের সাথে যুদ্ধ করে আসছে কেন তারা জার্মান অফিসারদের স্যালুট করবে। ইংল্যাণ্ড কেন ফ্লেন্সবার্গ সরকারকে কাজকর্ম চালিয়ে যাবার অনুমতি দেবে, যা ডয়েনিজ, ভন কুসিগ ও অন্যান্য নাজী অপরাধীদের দ্বারা পরিচালিত।

মার্কিন সংবাদপত্রও মিত্রজোটে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য নাজীদের প্রচারনার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল। এতে বলা হয় যে, মিত্ররা কঠিন বাস্তবের মধ্য দিয়ে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেছে যখন ফ্র্যাংকো, পেতাঁ, ডারলান ও লাভাল "নৈরাজ্যবাদের ভয় দেখিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল"। ডয়েনিজ, ভন কুসিগ ও অন্যান্য পরাজিত জেনারেলরা যারা অকস্মাৎ নাজী থেকে "পেশাদার রাজনীতিকে" রূপান্তরিত হয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়েও মিত্ররা জার্মানী শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে।

১৯৪৫ সালের ১৫ই মে যুক্তরাষ্ট্র সরকার নাজী যুদ্ধ অপরাধ তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করে। ঐ দিনই গোয়েরিংকে গ্রেফ-তার করা হয়। বলা হয় এমন কি ফ্লেন্সবার্গ সরকারের সদস্যরাও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। আইসেনহাওয়ারকে যুদ্ধমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশ দেয়া হয় "যথাসময়ে" ডয়েনিজ ও তার সদস্যদের গ্রেফতার করার জন্য।

ডয়েনিজ সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার চার্চিলের পরিকল্পনা বৃটিশ ও মার্কিন জনগণ সহ্য করেনি। তারা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী ভুক্তভোগী ও বিজয়ে প্রধান ভূমিকা পালন-কারী সোভিয়েত জনগণের প্রতি ছিল গভীর সহমর্মী। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে বৃটিশ সরকারী ঐতিহাসিক লেভেলিন উডওয়ার্ড লিখেছেন যে, পাশ্চাত্য জনগণ মিত্রদেশের বিরুদ্ধে সৈন্য ব্যবহারের কোন হুমকি এলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ত, বিশেষতঃ যারা নাজীদের আক্রমণের চরম শিকার হয়েছে এবং যাদের প্রতিরোধ জার্মান-অধিকৃত ইউরোপ পুনর্দখল সম্ভব করেছে। এমনকি চার্চিল বাধ্য হয়েছিলেন এই সত্য স্বীকার করতে যে, "হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রুশ জনগণ পাশ্চাত্যে বিপুল শুভেচ্ছার সৃষ্টি করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।"

ডয়েনিজ সরকার এমনকি জার্মানীতেও গণ সমর্থন হারিয়ে ফেলেছিল। বহু জার্মানই যারা ফ্যাসিবাদকে বাদ দিয়ে নতুন জার্মানী গড়ে তুলতে

চাইত তারা তাদেরকে সমর্থন করছিল না। যে সব জার্মান একচেটিয়া ডয়েনিজকে মদদ যুগিয়েছিল তারা এখন দেখল পাশ্চাত্যের একচেটিয়া মহলের সাথে সরাসরি সহযোগিতা করাটাই হবে অধিক লাভজনক।

১৯৪৫ সালের ১৯শে মে একদল মার্কিন রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী ফ্লেন্সবার্গের অদূরে গ্লুখ্‌স্‌বার্গ ক্যাসলে ডয়েনিজের "অর্থনীতি ও সরবরাহ মন্ত্রী" আলবার্ট স্পিয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। উপস্থিত মার্কিনীদের মধ্যে ছিলেন অর্থনৈতিক যুদ্ধ সংস্থার প্রেসিডেন্ট ডি, ওলিয়ার, প্রফেসর জন কেনেথ গলব্রেইথ ও ভবিষ্যৎ উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও অতি ডান সংগঠন 'কমিটি অন প্রেজেন্ট ডেনজার' সংগঠনের নেতা পল নিটসে।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নই চূড়ান্তভাবে ডয়েনিজ সরকারের ভাগ্য নির্ধারণ করে করে।

১৯৪৫ সালের ২০শে মে প্রাভদায় প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়, "ফ্লেন্সবার্গ অবশিষ্ট নাজী নেতৃবৃন্দের মনে মোহ জাগিয়ে তুলেছে। এ সব মোহ অবশ্যই শেষ হতে হবে—ডয়েনিজ ও তার দলের নাজী বিরোধী লোক-দেখানো সস্তা ভঙ্গী দ্বারা কাউকে বোকা বানানো যাবে না। ডয়েনিজ হলেন জার্মান জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের মতোই নাজী দস্যুদলের একটি অংশ এবং নাজী পার্টি হল জার্মান সাম্রাজ্য-বাদেরই একটি অংশ।"

ভন ক্রুসিগ পরে স্বীকার করেছিলেন যে, মে'র মাঝামাঝি থেকেই ডয়েনিজ সরকারের সদস্যরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ডয়েনিজ ক্ষমতায় থাকার কারণে এবার সোভিয়েত পত্র পত্রিকা ও রেডিওতে অবিলম্বে ডয়েনিজ ও গ্রেটবৃটেনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু হবে।

১৯৪৫ সালের ১৬ই মে স্টালিন মলোটভ, ভরোশিলভ ও ঝুকভকে ডেকে পাঠান এবং ঘোষণা করেন, "আমরা যখন জার্মান সৈনিক ও অফিসারদের অস্ত্রহীন করছি ও বন্দী শিবিরে পাঠাচ্ছি গ্রেটবৃটেন তখন জার্মান বাহিনীকে পুরোপুরি যুদ্ধের জন্য তৈরী রাখছে এবং সহযোগিতা করে যাচ্ছে। প্রাক্তন অধিনায়কদের নেতৃত্বে জার্মান বাহিনীর সদর দফতর পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং মন্টো-গোমারীর আদেশে তাদের বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করে প্রস্তুত হচ্ছে। বৃটিশরা জার্মানদেরকে পরে ব্যবহার

করার জন্য রেখে দিচ্ছে। সরকার প্রধানদের মধ্যে অবিলম্বে জার্মান বাহিনীকে বিলুপ্তির যে চুক্তি হয়েছিল এটি তার সরাসরি লংঘন।” একটি সোভিয়েত প্রতিনিধিদলকে আদেশ দেয়া হয় অবিলম্বে ফ্লেন্সবার্গে গিয়ে কন্ট্রোল কমিশনে যোগদানের জন্য, যাদের কথা ছিল ডয়েনিজ সরকার ও তাদের সহায়তাকারী জার্মান অফিসারদের গ্রেফতারের হুকুম জারী করার।

পরদিন ১৯৪৫ সালের ১৭ই মে কন্ট্রোল কমিশনের সোভিয়েত প্রতিনিধিরা ফ্লেন্সবার্গে পৌঁছান, ডয়েনিজ সরকারের প্রবল অসন্তোষ ঘটিয়ে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল মিত্ররা এ পর্যন্ত যত দলিলপত্র লাভ করেছেন তার সবগুলির কপি দাবী করেন।

শর্তহীন আত্মসমর্পণের বিধি অনুযায়ী সোভিয়েত প্রতিনিধিরা জার্মান সেনাবাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডসহ ফ্যাসিবাদী সরকারের সম্পূর্ণ অবসান দাবী করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের এ সব পদক্ষেপে জার্মান সাম্রাজ্য-বাদ ও সমরবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার চার্চিলের পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যায়। এবং আইসেনহাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যে, ডয়েনিজ ও তার সরকারের অন্যান্য সদস্যদের গ্রেফতারের “উপযুক্ত সময়” এসে গেছে।

১৯৪৫ সালের ২৩শে মে সকালে বৃটিশ সামরিক পুলিশের একটি ব্যাটেলিয়ন ফ্লেন্সবার্গ অবরোধ করে। ডয়েনিজ ও তার সরকারের সদস্যদের গ্রেফতার এবং তাদের দলিলপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। ডয়েনিজ ও তার সরকারের সদস্যদের হাত তুলে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতে বলা হয় এবং সাধারণ অপরাধীদের মতো তাদের তল্লাসী চালানো হয়। সেদিন ফ্লেন্সবার্গ থেকে তিনশ’রও বেশী নাজী রাজনীতিক, জেনারেল ও অফিসারদের গ্রেফতার করা হয় এবং তাদেরকে বাড-মণ্ডর্ফে হাজতে পাঠানো হয়। মিত্র কমাণ্ডের একটি প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ডয়েনিজ সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উস্কানীমূলক কূটনীতি চালাবার সব নাজী প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

কয়েকদিন পর ১৯৪৫ সালের ৬ই জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন ও ফ্রান্স সরকারের প্রতিনিধিরা জার্মানীর পরাজয় ঘোষণা করে একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন এবং চার মিত্র সরকারের মধ্যে পরাজিত জার্মানীর চূড়ান্ত ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ঘৃণ্য ফ্যাসিবাদী রাইখ ও তার কূটনীতি তাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

# উপসংহার

ম্যাক্সিম গোর্কি একদা বলেছিলেন, অতীতের শিখরে আরোহণ করা প্রয়োজন ভবিষ্যৎকে আরো ভালোভাবে দেখার জন্য। সাম্রাজ্যবাদীদের আজকের আগ্রাসী কর্মসূচীর মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

ফ্যাসিবাদী জার্মানীর বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়ের পর চল্লিশটি বৎসর পার হয়ে গেছে। ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের মহান সাফল্য কখনো বিস্মৃত হবার নয়। লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেছিলেন ঃ "নাজী জার্মানীর পরাজয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির, বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবিকতার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রেরই বিজয় সূচিত করেছে। এই বিজয় শ্রমজীবী শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রগতি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অব্যাহত গতি এবং ঘৃণ্য উপনিবেশবাদী প্রথার বিলুপ্তির পথ উন্মুক্ত করেছে।"

নাজী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী মানুষের অর্জিত কঠোর অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক শিক্ষা থেকেই বর্তমানকে ভালোভাবে বোঝা এবং ভবিষ্যৎকে ঠিকমত দেখা সম্ভব। সাম্রাজ্যবাদী চক্রের কাজকর্মের স্বরূপ এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতার চরিত্র বোঝার জন্যও তা গুরুত্বপূর্ণ।

এই মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদী জার্মানী, তাদের আশ্রিত রাষ্ট্র ও অন্যান্য অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীরই বিজয় নয়, সোভিয়েত কূটনীতিরও বিজয় বটে। সমস্ত বাহিনীর সৈনিকদের মতো কূটনৈতিক রণাঙ্গনের যোদ্ধারাও সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

যুদ্ধের বছরগুলিতে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নটিও সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গনের যুদ্ধের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। এবং নাজী সমরযন্ত্রকে ভেঙ্গে দিতে সোভিয়েত সৈনিকদের সাহস ও দৃঢ়তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে সোভিয়েত কূটনীতিকদের দক্ষতা শত্রুর পরাজয়কে দ্রুততর করেছিল।

জার্মান ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে আরেকটি সহায়ক উপাদান ছিল কমিউনিস্ট পার্টি'র অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সংক্রান্ত লেনিনবাদী নীতি। এই নীতি কার্যকরী হয়েছিল নাজী বিরোধী রাষ্ট্রের জোট গঠনের মাধ্যমে।

ফ্যাসিবাদী জার্মানীর পরাজয়ে এই নাজী বিরোধী জোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই জোটের মাধ্যমে লেনিনের সেই নীতি বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সরকারের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের জনগণ পারস্পরিক স্বার্থে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

কিন্তু সেখানে এমন সব দলও রয়েছে যারা নাজী বিরোধী জোটকে সন্দেহ ও ঈর্ষার চোখে দেখেছিল। আজকে সাম্রাজ্যবাদের এসব প্রতিক্রিয়াশীল মহল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাফল্যকে ক্ষুন্ন করতে এবং বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যকার সমতা ও পরস্পরের সুবিধাজনক সহযোগিতার বিকাশ বিঘ্নিত করতে চায়।

কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্ব এমনকি একটি "তত্ত্বেরও" উদ্ভব ঘটিয়েছেন যাতে বলা হয়, নাজী বিরোধী জোট ছিল অস্বাভাবিক ; একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। যে সব মার্কিন ঐতিহাসিকের লেখায় এই "তত্ত্ব" ফুটে উঠেছে তারা হলেন টমাস বেইলী, লুইস স্নাইডার, এডগার ফার্নিস ও সোভিয়েত ইউনিয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মিশনের প্রাক্তন প্রধান জন ডীন। ডীন এমনকি তার বই-এর নামকরণ করেছেন 'দা স্ট্রেঞ্জ অ্যালায়েন্স'।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বহু ঐতিহাসিক এই "তত্ত্বের" অসাড়তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এতে অতীতের ঘটনাসমূহকে বিকৃত এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্কোন্নয়নকে বিপথগামী করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

যাহোক, নাজী বিরোধী জোটকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রেও অসুবিধা ছিল। জোটভুক্ত বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার দেশের মধ্যে কখনো কখনো পরিষ্কার বিরোধ দানা বেঁধে উঠেছিল। সাধারণ শত্রুর পরাজয় ত্বরান্বিত করার জন্য ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বিষয়ে এবং যুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীর গণতান্ত্রিক নীতিমালা নিয়েও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু নাজী জোটের দেশগুলির মধ্যে এসব বিরোধ শুধু সমাজ ব্যবস্থার ভিন্নতার কারণেই হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের প্রভাবশালী সোভিয়েত বিরোধী চক্রের কাজকর্মের ফলেও অনেক সময় এসব বিরোধ দেখা দেয়। এসব চক্র স্বাধীনতাকামী মানুষের বিজয়কে ভয় পায় এবং চায় ইউরোপে একটি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রকে টিকিয়ে রাখতে। যে শাসকেরা ফ্যাসিস্ট না হলেও প্রতিক্রিয়াশীলদের নিজস্ব সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। হ্যারি হপকিনস্ স্বীকার করেছেন ঃ "আমেরিকায় এমন বহু লোক ছিল যাদের পুরোপুরি ইচ্ছা ছিল আমাদের সৈন্যরা জার্মানীর ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাক এবং জার্মানী পরাজিত হবার পর রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করুক" এবং এরা "আমাদের দু'টি দেশের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টির জন্য আমাদের ও রাশিয়ার মাঝে প্রতিটি বিরোধের সুযোগ নিতে আগ্রহী ছিল।"

পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীলদের বাস্তবের মুখোমুখি হবার অনীহা নাজী বিরোধী জোটের কার্যকারিতা হ্রাস করে যুদ্ধকে আরো বিলম্বিত করেছিল এবং এভাবে হতাহতের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করেছিল।

এতদসত্ত্বেও জোটের সদস্য জাতিসমূহ তাদের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা তাদেরকে নাজী জার্মানীকে পরাজিত করতে সক্ষম করেছে এবং দৃঢ় ও স্থায়ী শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। সর্বোপরি, ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেন মোটামুটি বাস্তবসম্মত পররাষ্ট্র নীতিই অনুসরণ করেছিল।

এই বাস্তবসম্মত নীতির কার্যকারণ ছিল প্রথমতঃ এসব দেশের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা ছাড়া জার্মানী ও জাপানের সামরিক শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ নাজীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় পাশ্চাত্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের এই আশা ভেঙ্গে দিয়েছিল যে, যুদ্ধের দ্বারা সোভি-য়েত ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে পড়বে। বৃটিশ ও মার্কিন বাস্তব সম্মত পররাষ্ট্র নীতির সাফল্যের পেছনে অবশ্য সোভিয়েত কূটনীতির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সোভিয়েত কূটনীতিকগণ আপোষ রফায় পৌঁছার প্রয়োজনে যেমন সংযম ও নমনীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তেমনি একই সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থকেও দৃঢ়তার সাথে রক্ষা করেছেন।

বহু কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পর যখন মিত্রদের মধ্যে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন কঠোরভাবে তা মেনে চলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বাস করত যে, নাজী বিরোধী জোটের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার সাফল্য নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার উপর। ১৯৪৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টের সামনে বক্তৃতার সময় চার্চিল স্বীকার করেছিলেন ঃ "...সোভিয়েত নেতৃত্ব পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে সম্মানজনক বন্ধুত্ব ও সাম্য রক্ষা করতে চায়। আমি মনে করি তাদের কথাই অঙ্গীকার-স্বরূপ। আমি এমন কোন সরকারকে জানি না যে সোভিয়েত সরকারের চেয়েও দৃঢ়ভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে, এমনকি নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হতে চলেছিল তখনই সোভিয়েত কূটনীতি সবচেয়ে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়। পাশ্চাত্যের সোভিয়েত বিরোধীরা তাদের তৎপরতা তীব্রতর করে তোলায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্ধিত সামরিক শক্তি ও বিশ্বব্যাপী জনগণের গণতান্ত্রিক মুক্তি সংগ্রামে ভীত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল মহল তাদের সরকারকে চাপ দিতে থাকে ফ্যাসিস্ট জার্মানীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করার জন্য এবং নাজীদের সাথে ভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করার জন্য।

জার্মান কূটনীতিও একই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। এই গ্রন্থে প্রদর্শিত ঘটনাসমূহে দেখা যায় নাজীরা যখন সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তখন জার্মানীর শাসকবর্গ, জেনারেল-গণ, প্রভাবশালী ব্যাংকার ও সামরিক শিল্পপতিগণ নাজী বিরোধী জোটে ভাঙ্গন সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তারা ভিন্ন শান্তি চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের সোভিয়েত বিরোধী মহলের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের আশা করছিল এবং এভাবে চেয়েছিল জার্মানীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে টিকিয়ে রাখতে, যাতে দেশটি নিজেদের অনুকূলে বিশ্বকে পুনর্বন্টনের চেষ্টা চালাতে পারে।

সোভিয়েত কূটনীতিকগণ এ দুটো প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যাতে এক হতে না পারে সে ব্যাপারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। একই সময়ে সোভিয়েত বাহিনীর বিজয় সামরিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিশ্বে ক্ষমতার

ভারসাম্যকে দ্রুত বদলে দেয়। এর ফলে পাশ্চাত্যের সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অবস্থান আরো জোরদার হয়। তারা নিশ্চিত হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবমূল্যায়ন করা এবং তার বৈধ স্বার্থকে অস্বীকার করা হলে চূড়ান্ত বিচারে সেটা পাশ্চাত্য শক্তিসমূহেরই ক্ষতি করবে। জনমতও এখানে একটি ভূমিকা পালন করেছিল। মার্কিন ও বৃটিশ জনগণ নাজী জার্মানীর সাথে ভিন্ন চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে। এসব কারণেই পাশ্চাত্যের বহু লোক বিশ্বাস করতো যে, একমাত্র তৃতীয় রাইখের সম্পূর্ণ ধ্বংসই আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে এবং নাজী বিরোধী জোটের সদস্য জাতিসমূহ যুদ্ধের পরও সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে পারবে।

এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অবস্থান নির্ধারণের পেছনে অবশ্য আরো একটি ব্যাপার ছিল, তা হল জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণ। ওয়াশিংটন যদি জার্মানীর শর্তহীন আত্মসমর্পণ আদায় করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নও হয়তো এক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন করবে না।

জার্মানীর সম্পূর্ণ পরাজয়ের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনো তার প্রচেষ্টার ঘাটতি দেখায় নি। নাজী বিরোধী জোটকে শক্তিশালী করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা তার আন্ত-র্জাতিক প্রভাব বৃদ্ধি করেছিল এবং নাজী জার্মানীকে আরো বেশী বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। যুদ্ধের বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৩টি দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ১০টি দেশের সাথে সম্পর্ক পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে। অপরদিকে নাজী জার্মানী ১৯৪৫ সালের ৯ই মে আত্মসমর্পণের সময় ইউরোপে তার সকল মিত্রকে হারায় এবং ৫৫টি দেশ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নাজীদের কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা তাদের পরাজয়কে দ্রুততর করেছিল।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে পাশ্চাত্য দেশগুলির নেতাদের সোভিয়েত বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। বরং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক দেশের স্বার্থে পারস্পরিক স্বার্থ ও সম নিরাপত্তার ভিত্তিতে সম্পর্কের উন্নয়ন করা উচিত এবং চুক্তির শর্ত ও দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করা উচিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ কটি মাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা অবশ্যই আধুনিক পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মসূচী সম্পর্কে সচেতন থাকব। নাজীরা তাদের কূটনীতিতে যে সব ধোকাবাজি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিল আজকে সেসবই হল পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীলদের বৈশিষ্ট্য যারা চায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের সুফল থেকে জনগণকে বঞ্চিত করতে। এরা সেই একই লোক যারা আজ পশ্চিম জার্মানীর সমরবাদী মহলকে পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়নে মদদ যোগাচ্ছে এবং তাদেরকে জার্মানীর শ্রমিক কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক সরকার জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসন পরিচালনার জন্য উস্কানি দিচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী নাজী ও তাদের মিত্রদের ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দেয়ার এবং জনগণের শান্তি ও সমাজ প্রগতির সংগ্রামকে রুদ্ধ করার চেষ্টার ফলশ্রুতিতে ফ্যাসিবাদী জার্মানীর সামরিক পরাজয় ঘটেছিল। এটা এক অব্যাহত প্রক্রিয়ার চমৎকার প্রকাশ যা আজকের বিশ্বের বৈশিষ্ট্য। শক্তির ভারসাম্য শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে ক্রমেই বদলে যাচ্ছে।

আজকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি এসব লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ ও বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের সমর্থনে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তি, দাঁতাত, নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা এবং এসবের মাধ্যমে শান্তি কর্মসূচী বাস্তবায়নের নীতিই উর্ধ্বে তুলে ধরছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি।

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীরা আজ সমাজতন্ত্রের এই শক্তিশালী অবস্থান, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশকে নস্যাৎ করতে চেষ্টা করছে। তারা যে নীতির দ্বারা এসব প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে তা শান্তির জন্য সহায়ক নয়। ন্যাটো সদস্যরা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সামরিক শক্তির ভারসাম্যকে নিজেদের অনুকূলে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ, দাঁতাত ও জাতিসমূহের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চাইছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট পররাষ্ট্র নীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলছে।

মানুষের মুক্তি আন্দোলনের তীব্রতার মুখে ও নিজেদের দুর্বল অবস্থায় আজকে সবচেয়ে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী মহল নিজেদের স্বার্থে গোটা

মানবজাতির মৌল স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে রাজী। তারা তাই আজ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করছে—বিশ্বের প্রগতিশীল পরিবর্তনের পথকে রুদ্ধ করে দিতে চাইছে এবং আবার নিজেদেরকে সকলের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এটি হল সেই অবস্থা যা উল্লেখযোগ্যভাবে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। "আমাদের পার্টি, আমাদের জনগণ ও বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষার চেয়ে জরুরী আর কোন কর্তব্য নেই।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব পরিস্থিতিকে দেখে বাস্তবভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্ভাবনা ও সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে বিবেচনা করে, যারা আজ তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নে শান্তির শত্রুদের দ্বারা বাধা সৃষ্টি এবং পৃথিবীকে আরেকটি ঠাণ্ডা যুদ্ধে টেনে নেয়ায় প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। দাঁতাত রক্ষা করা এবং পরমাণু যুদ্ধের হুমকিকে পরিহার করাও সম্ভব। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়ারশ ও ন্যাটো জোটের মধ্যে স্ট্রাটেজিক যে ভারসাম্য বিদ্যমান তা বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাস্তব ভূমিকা রাখছে। "সোভিয়েত ইউনিয়ন অতীতে কখনো অন্যপক্ষের ওপর সামরিক আধিপত্য চায়নি এবং এখনো চায়না। কিন্তু অন্য কাউকেও তার উপর আধিপত্য করতে দিতেও সে রাজী নয়। এ ধরনের প্রচেষ্টা চালানো ও শক্তির অবস্থানে থেকে আমাদের সাথে কথা বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন।" সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৬তম কংগ্রেসে জোর দিয়ে বলা হয় যে, দুই সমাজ ব্যবস্থার সরকারের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনীয় মতবাদ কোন অবাস্তব কল্পনা নয় বরং দেশগুলির মধ্যে বাস্তবসম্মত শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো উন্নয়নের প্রমাণিত ভিত্তি।

বিশ্বশান্তি অর্জন প্রচেষ্টায় সোভিয়েত কূটনীতিবিদরা দৃঢ়ভাবে লেনিনের নীতি অনুসরণ করে, যুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্র উন্মোচন ও বানচাল করে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিহত করে।

লেনিনবাদী বিদেশনীতি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ। বিগত দিনে এর বাস্তব উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে এবং আগামী দিনেও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই নীতি অনুসরণ করবে। এই পথ থেকে কেউ তাকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

——